বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সোনালী আঁশের সোনার দেশ
পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ

পাট অধিদপ্তর

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

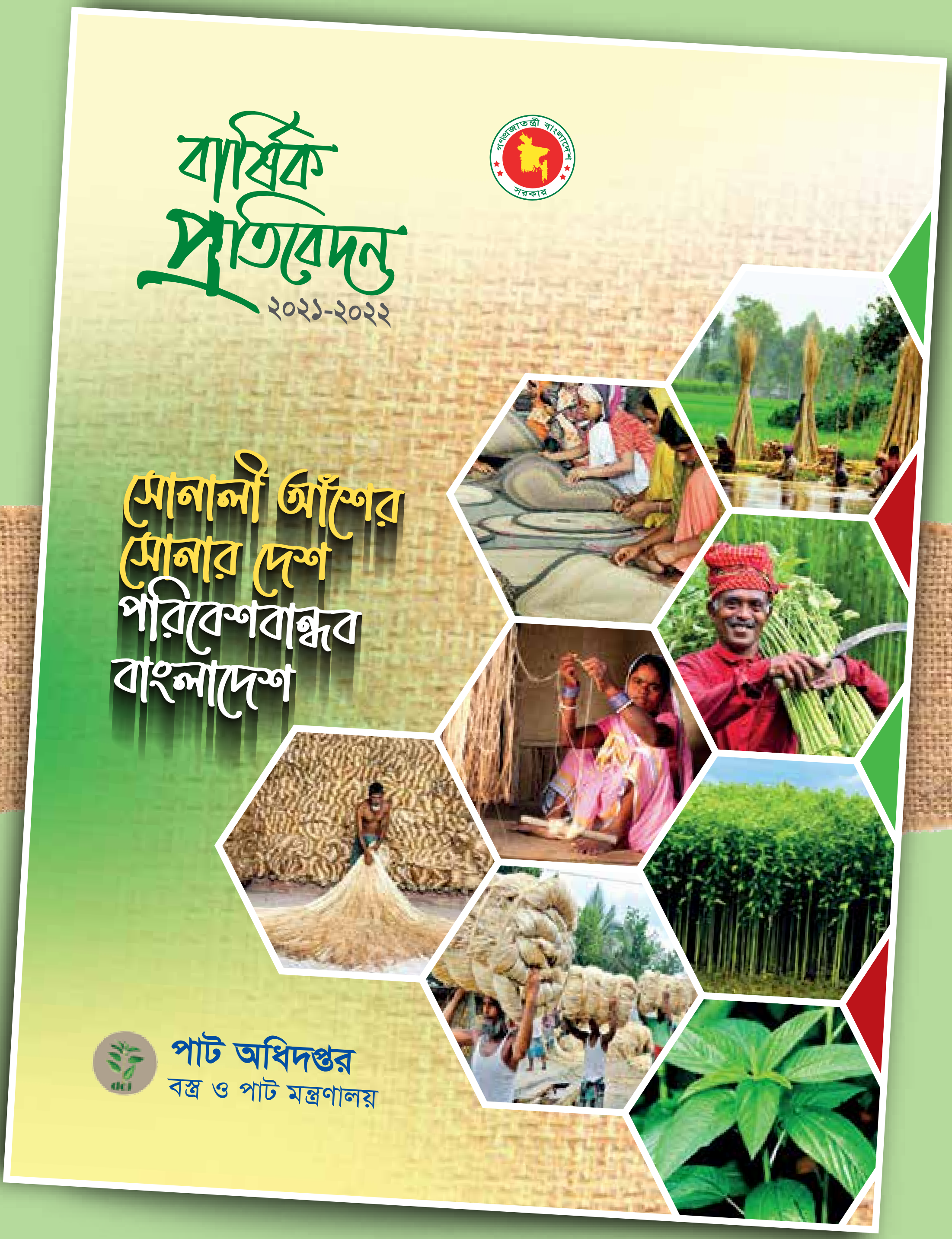
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সোনালী আঁশের সোনার দেশ
পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

doj

"এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
(বেতার ও টিভি ভাষন, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০)

doj

"দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে মানানসই বাংলাদেশের গর্ব সোনালী আঁশ বা পাটের বহুবিধ পণ্য বাজারে বিদ্যমান, যা গুণে ও মানে বিশ্বমানের। ফলে এই পাট শিল্প বিকাশের স্বার্থে যথাসম্ভব দেশীয় সংস্কৃতি ধারণ করে এরূপ পরিবেশবান্ধব পাটজাত সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

doj

গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি
মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পাট অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

পাট বাংলাদেশের সোনালী আঁশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পাটখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় ০৪(চার) কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটখাতের উপর নির্ভরশীল। বিশেষতঃ গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পাটখাতের রয়েছে অসামান্য অবদান।

পাট চাষের উন্নয়ন, প্রসার, গবেষণা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও পুরস্কার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার 'পাট আইন, ২০১৭ ও 'পাটনীতি ২০১৮' প্রণয়ন করেছে। ইতোপূর্বে পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩' এর তফসিলে ১৯টি পণ্য-ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুঁড়া, পোল্ট্রি ও ফিস ফিড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, পাটের উপজাত পণ্য পাটখড়ি হতে চারকোল উৎপাদন ও রপ্তানি ত্বরান্বিত করতে চারকোল নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

উন্নতমানের পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে পাট চাষীদের আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাটের জিনোম সিকুয়েন্স বা জীবন রহস্য উদ্ভাবনের ফলে পাট বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১' ও কৃষিনীতি বিবেচনায় নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতা সক্ষম শক্তিশালী পাটখাত প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের জন্য পাটখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সবধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুমুখী পাটজাত পণ্য মেলার আয়োজন অব্যাহত আছে।

পাট অধিদপ্তর হতে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

(গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি)

doi

Mirza Azam, MP
140-Jamalpur-3
Chairman
Standing Committee on
Ministry of Textiles & Jute
Bangladesh Parliament &
Organizing Secretary
Bangladesh Awami League

(মির্জা আজম এমপি)
১৪০-জামালপুর-৩
সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও
সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ।

বাণী

পাট অধিদপ্তর বিগত বছরের ন্যায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরনের প্রকাশনা দপ্তরের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও গবেষণা কাজের উৎস হিসেবে কাজে আসবে বলে আমি আশা করি। পাট অধিদপ্তরের এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাটখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। একসময়ে বিশ্বখ্যাত সোনালী আঁশ ও পাটজাত দ্রব্যই ছিল এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের উৎপাদন যন্ত্রের উপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাট ও বস্ত্রকলসমূহ জাতীয়করণ করেন। কালের পরিক্রমায় তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার মৃতপ্রায় পাট ও বস্ত্র খাতকে আবার লাভজনক ধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নিয়েছেন। পাট এখন কৃষকের গলার ফাঁস নয়। পাট আবার সোনালী আঁশের ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে। 'বাংলার পাট-বিশ্বমাত' এই শ্লোগান এখন বাস্তব সত্য।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে যা ২০১৪ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৫ সালে সারাদেশে বিশেষ অভিযান পরিচালনার কারণে নির্ধারিত পণ্য মোড়কীকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সরকার পাট খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমান বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলায় পাট উৎপাদন, পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ, গবেষণা কার্যক্রম এবং পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তথা পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাট আইন, ২০১৭ এবং জাতীয় পাটনীতি- ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রচার ও প্রসার এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবছর ৬ মার্চকে 'জাতীয় পাট দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে সারাদেশে প্রতিবছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

আমি আশা করি ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী সোনালী আঁশ পাটের গবেষণা ও পাট শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে পাট অধিদপ্তর সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কাজ করে আগামীতে সক্রিয় অবদান রেখে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করে তোলার গর্বিত অংশীদার হয়ে থাকবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

(মির্জা আজম এমপি)
সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ।

doi

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের পাট ও বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি বিদ্যমান। আত্ম-কর্মসংস্থান ও সমৃদ্ধি অর্জনে পাটখাতের রয়েছে অনন্য অবদান। পাট অধিদপ্তর বরাবরের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রায় চার কোটি নাগরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট ও পাটশিল্পের উপর নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে পাট অধিদপ্তর নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭', 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতিসংঘ ২০১৯ সালে 'প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ তন্তু ও টেকসই উন্নয়ন' শিরোনামে পাটসহ প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহার বিষয়ক একটি নতুন রেজুলেশন গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে নিকট ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এই অনুকূল বিশ্ব পরিস্থিতি ও বর্তমান সরকারের প্রণীত আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাটখাতের স্থানীয় ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পাট অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এই প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মো: আব্দুর রউফ

বাংলাদেশের পাট উৎপাদন এলাকার মানচিত্র
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পাট উৎপাদনপ্রবন ৪৬ টি জেলা
INDIA
(Assam)
INDIA
(Tripura)
INDIA
(West Bengal)
MYANMAR
(Burma)
BAY OF BENGAL
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
নিলফামারী
দিনাজপুর
রংপুর
কুড়িগ্রাম
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁ
বগুড়া
চাপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
শেরপুর
জামালপুর
নেত্রকোণা
ময়মনসিংহ
কিশোরগঞ্জ
টাংগাইল
গাজীপুর
নরসিংদী
সুনামগঞ্জ
সিলেট
মৌলভীবাজার
হবিগঞ্জ
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
মুন্সিগঞ্জ
কুমিল্লা
চুয়াডাঙ্গা
মাগুরা
ফরিদপুর
চাঁদপুর
খাগরাছড়ি
মাদারীপুর
নড়াইল
যশোর
গোপালগঞ্জ
ফেণী
লক্ষ্মিপুর
নোয়াখালী
বরিশাল
পিরোজপুর
সাতক্ষীরা
খুলনা
বাগেরহাট
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম
বান্দরবন
কক্সবাজার
Travelsmaps.com

তত্ত্বাবধানে

ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

এস, এম, সোহরাব হোসেন উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	আহবায়ক
মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী পরিচালক(অর্থ ও বাজেট)	সদস্য
মুহাম্মদ শামীম আল মামুন তালুকদার মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার	সদস্য
মোঃ সওগাতুল আলম সমন্বয় কর্মকর্তা	সদস্য
এ কে এম ফজলুল করিম খান সমন্বয় কর্মকর্তা	সদস্য
সেখ জাহিদুল ইসলাম অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)	সদস্য-সচিব

সম্পাদনা ও ডিজাইন

মুহাম্মদ শামীম আল মামুন তালুকদার
মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার

মুদ্রণ

ফেয়ার প্লে
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০২২

প্রকাশনায়

পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

তত্ত্বাবধানে
ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

এস, এম, সোহরাব হোসেন
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
(আহবায়ক)

মোঃ আমিনুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
(সদস্য-সচিব)

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক (অর্থ ও বাজেট)
(সদস্য)

মুহাম্মদ শামীম আল মামুন তালুকদার
মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার
(সদস্য)

মোঃ সওগাতুল আলম
সমন্বয় কর্মকর্তা
(সদস্য)

এ কে এম ফজলুল করিম খান
সমন্বয় কর্মকর্তা
(সদস্য)

সেখ জাহিদুল ইসলাম
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
(সদস্য)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

পাট ঃ তথ্য কণিকা ও পাট অধিদপ্তর ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পাট অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

পাট সংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার প্রয়োগ

পাট ও পাটজাত পণ্যের বিভিন্ন পরিসংখ্যান

পাট অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাট অধিদপ্তরের কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পাট অধিদপ্তরের কার্যক্রম

পাট অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয়

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

জেডিপিসি এবং বহুমুখী পাটপণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা

পাটখাতে বিদ্যমান সার্বিক অবস্থা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ

সোনালি আঁশ-পাট : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উদীয়মান চালিকা শক্তি

পাটের অপার সম্ভাবনা এবং করণীয়

‘উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ প্রকল্পের অর্জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, উত্তরণ ও ভবিষ্যত ভাবনা

পাটখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন

পাট পচনে পানির ঘাটতি সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি
ফিরে আসুক সোনালি আঁশের হারানো সোনালি দিন
পাট : ভবিষ্যৎ অর্থনীতির চালিকাশক্তি
প্রাকৃতিক আঁশের উৎস, গুণাগুণ ও অপার সম্ভাবনা।
পাট আঁাশের গুণগত মান উন্নয়নের পথ
সোনালী আঁশ : বাংলার পাট, আগামীর পণ্য
আমি বহুরূপী আঁশ
সোনালী আঁশে স্বর্ণোজ্জ্বল ফরিদপুর
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সোনালী আঁশ পাটখাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা
পাটকথা
সার-কথা
ছবিতে পাটের জীবন-চক্র
২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)
পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন এবং বিদ্যমান পরীক্ষণ সুবিধাদি
পাটপণ্য পরীক্ষাগারের পরীক্ষণ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও পরিচিতি
ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা
পাট অধিদপ্তরের অফিসসমূহের বিবরণ
পাটজাত পণ্য উৎপানকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তালিকা

মুখবন্ধ

সোনালী আঁশ নামে অভিহিত পাট বাংলাদেশের একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সম্পদ। এটি এমন একটি পণ্য যা স্থানীয়ভাবে বহুল ব্যবহৃত, একই সাথে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও প্রধান খাত হিসেবে বিবেচিত। উৎকৃষ্ট মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ বিশ্ববাজারের চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কাঁচাপাট এবং শতকরা প্রায় ৪০-৫০ ভাগ পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে। পাট ও পাটশিল্পের সাথে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাট উৎপাদন, ব্যবসা ও রপ্তানিতে মন্দাভাব দেখা দেয়। এতে পাটের ঐতিহ্য অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। তবে সুখের খবর এই যে, বর্তমানে পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক পণ্য বর্জন ও প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা পুনরায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাট একটি পরিবেশবান্ধব ফসল এবং পরিবেশ রক্ষায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাট উচ্চমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে গ্রিন-হাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতভাগ পাটপণ্য ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমে যাবে। এ ছাড়াও পাট চাষে পাট গাছের শিকড় ও ঝড়ে পড়া পাতা পঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। পাট চাষের পর ঐ জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষ করলে তুলনামূলক অনেক বেশী ফলন হয় এবং চাষী লাভবান হন।

পাট অধিদপ্তরের আওতায় পাট চাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট আঁশের পাশাপাশি চাষীরা সম্প্রতি পাটখড়ি বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। বাণিজ্যিকভাবে পাটখড়ি ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়াও কাঁচা পাট আমাদের পাট শিল্পে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালী ব্যাগ, ভিসকস ও পাট পাতার ভেষজ পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পাট ও পাটশিল্পকে রক্ষা, পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার পাট আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করেছে। পণ্য মোড়কীকরণে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোড়কীকরণ আইন ২০১০ ও ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করে। লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর ফি বাবদ প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়।

পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি পাটকলগুলো পর্যায়ক্রমে বেসরকারি খাতে স্থানান্তরপূর্বক পুনরায় চালুকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে ও বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আরও নতুন নতুন পাটকল স্থাপিত হচ্ছে। এতে করে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং দারিদ্র বিমোচন হবে। এক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা হলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। পাটের বহুমূখীকরণ ও পাটজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিশেষ কার্যক্রমের ফলে পাটশিল্পে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধের ফলে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি পাটের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পাট চাষী, ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, এসোসিয়েশন, নীতি নির্ধারকসহ সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। পাট অধিদপ্তরের কাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরিবর্তিত চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, জনবলের চাহিদা পুনর্গঠন অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে।

পাট অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবৃত পাট সংক্রান্ত তথ্যবহুল লিখা, মতামত, অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য/উপাত্ত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যত পথ নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

পাট ঃ তথ্য কণিকা

- সোনালী আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ;
- পাট বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত ;
- সারাদেশে প্রায় ৪ (চার) কোটি লোকের জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট খাতের সাথে জড়িত ;
- পাট পরিবেশবান্ধব এবং বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী পণ্য ;
- চারা গজানো থেকে শুরু করে আঁশ সংগ্রহ পর্যন্ত প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১২০ দিনে বায়ু মণ্ডলে প্রতিনিয়ত নিঃসরিত ১২ মেঃ টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ এবং ১১ মেঃ টন অক্সিজেন সরবরাহ করে ;
- পণ্য পরিবহনসহ সকল প্রকার প্যাকেজিং এ পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ;
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে জুট জিও টেক্সটাইল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাট অধিদপ্তর ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

- পাট উৎপাদন, পাটশিল্প স্থাপন ও পাট ব্যবসাকে সুসংহত করতে ১৯৫৩ সালে 'জুট বোর্ড' গঠন করা হয় ;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে জুট বোর্ড বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'পাট বিভাগ' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে 'পাট পরিদপ্তর' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৭৮ সালে 'পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৯২ সালে 'পাট পরিদপ্তর' ও 'পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর' কে একীভূত করে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়।

ভিশন ও মিশন

ভিশন : দেশে বিদেশে প্রতিযোগিতা সক্ষম একটি শক্তিশালী পাট খাত প্রতিষ্ঠা।

মিশন : উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাটপণ্য সৃজন ও বাজারজাতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- পাট আইন ও এ বিষয়ক বিধিমালার প্রয়োগ জোরদারকরণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- পাটখাতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ।

পাট অধিদপ্তর ঃ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- সোনালী আঁশ পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ;
- প্রকল্পের আওতায় পাট চাষ, পাটবীজ উৎপাদন ও পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ ;
- পাট আবাদী জমির পরিমান ও উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ ;
- পাটজাত পণ্যের রপ্তানি ও রপ্তানি আয়ের তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ ;
- পাটকলসমূহে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
- পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পাটপণ্যের রাসায়নিক মান পরীক্ষা ও পণ্য উৎপাদনে মিল সমূহকে সহায়তা প্রদান ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ;
- পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ১৯৬৪ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ;
- জাতীয় পাটনীতি-২০১৮ বাস্তবায়ন ;
- 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং বিধিমালা, ২০১৩ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ;
- হাট-বাজার পরিদর্শনের মাধ্যমে ভেজা ও নিম্নমানের পাট ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ;
- পাট গবেষণা ও পাট উৎপাদনে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা প্রদান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

(প্রধান প্রধান পদসমূহ)

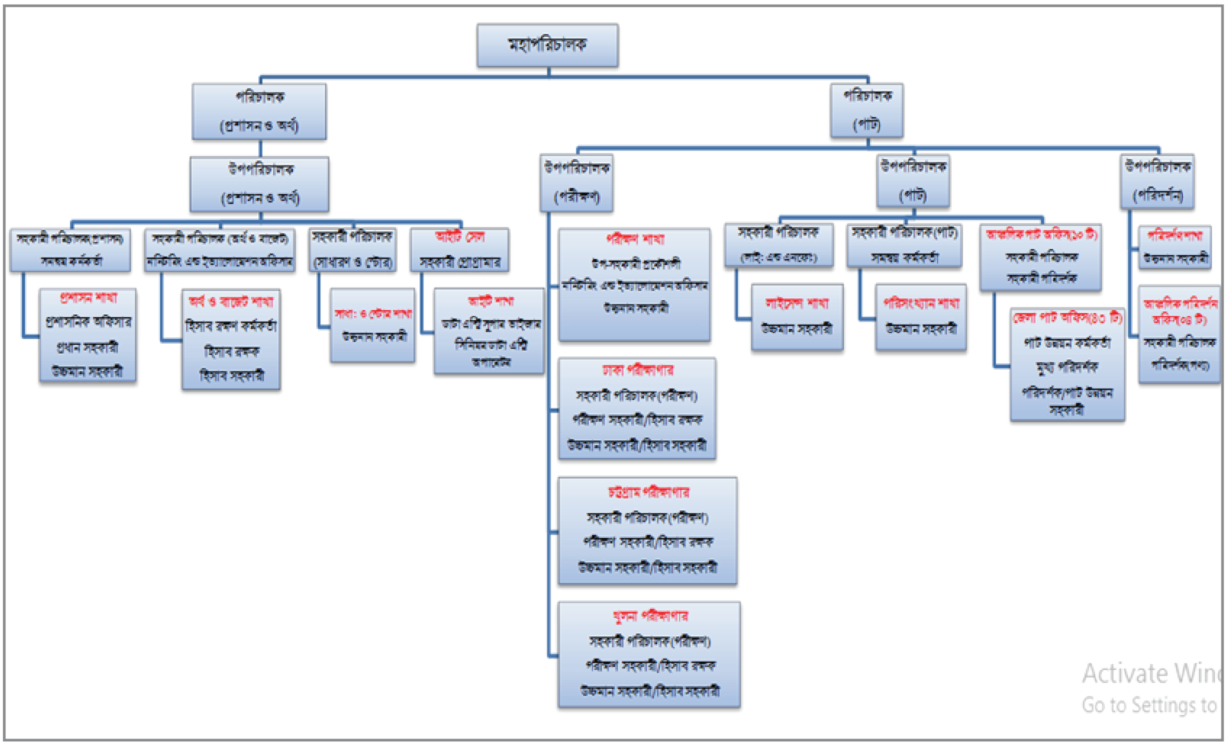

পাট অধিদপ্তরের জনবল

গ্রেড	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	শূণ্য পদ
২-৯ম	৭৩	৫৮	১৫
১০ম	৫১	৩৪	১৭
১১-১৬তম	৪০৮	১২১	২৮৭
১৭-২০তম	৭২	২১	৫১
সর্বমোট	৬০৪	২১৯	৩৮৫

পাট সংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার প্রয়োগ

০১। পাট আইন, ২০১৭ এর আওতায় কার্যক্রম

- মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- পাট চাষের উন্নয়ন, পাটপণ্যের বিপণন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- পাট চাষের জন্য ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা, উদ্ভাবন, উৎপাদন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;
- পাট ব্যবসায়ী এবং প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং স্থগিত বা বাতিলকরণ; এবং
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাট ব্যবসা সংক্রান্ত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

০৩। পাট (লাইসেন্স এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ১৯৬৪ (সংশোধনী, ২০১১)

- পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন ;
- লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় এবং হালনাগাদ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ ;
- আইন ও বিধিমালা ভংগকারীদের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পাট ও পাটপণ্য রপ্তানি হতে রাজস্ব আদায়; এবং
- এ সংক্রান্ত বিধিমালার সংশোধন কার্যক্রম চলমান রাখা।

০৪। ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ এবং বিধিমালা, ২০১৩ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

- দেশে পাট উৎপাদন ও পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি, পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ প্রণয়ন করা হয়;
- উক্ত আইনের আওতায় ১৯ টি পণ্য (ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার , চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড) মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাট-বাজার মনিটরিং করা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি ;
- পণ্য উৎপাদন ও মোড়কীকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল ; এবং
- আইন ও বিধি ভংগকারীর বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। [০৮/১২/২০২১]

ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। [২০/০৩/২০২২]

পাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

(ক) পরীক্ষাগারে পাটপণ্যের মান পরীক্ষণ:

দেশের সরকারি ও বেসরকারি পাটকলসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের অধীনে ঢাকার ডেমরায়, চট্রগ্রামের পাহাড়তলীতে এবং খুলনার বয়রায় ০৩ (তিন) টি পাটপণ্য পরীক্ষাগার রয়েছে। মিলে উৎপাদিত পণ্যের গুণাবলী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মিল কর্তৃক প্রেরিত নমুনা এবং মিল পরিদর্শনের সময় সংগৃহীত নমুনার রাসায়নিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষণ উল্লিখিত তিনটি পরীক্ষাগারে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পণ্যের মান নিম্নমানের পরিলক্ষিত হলে উহা উন্নয়নের লক্ষ্যে মিলমালিক/প্রকল্প প্রধানের নিকট লিখিতভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষণ সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরে পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	ফলাফল	
			স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০১৭-১৮	২০৭১	২০৭১	২০৬০	১১
২০১৮-১৯	১৬৫৭	১৬৫৭	১৬৫৪	০৩
২০১৯-২০	১৫২৪	১৫২৪	১৫১৯	০৫
২০২০-২১	১১৫৫	১১৫৫	১১৪৫	১০
২০২১-২২	১৫৯৬	১৫৯৬	১৫৯৬	০০

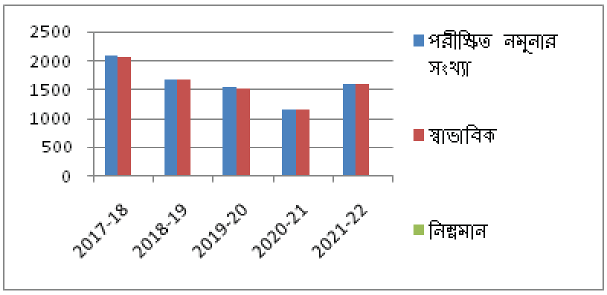

(খ) পরিদর্শনের মাধ্যমে পাটপণ্যের মান পরীক্ষণ:

পাটপণ্যের মান পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কাজে মাঠ পর্যায়ে ০৫ (পাঁচ) টি সহকারী পরিচালকের অফিস রয়েছে। উক্ত সহকারী পরিচালকগণ মিল পরিদর্শনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। নমুনা পরীক্ষণ সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	মিল পরিদর্শন সংখ্যা	পরিদর্শিত নমুনার সংখ্যা	পরিদর্শন ফলাফল			
			সরকারি মিল		বেসরকারি মিল	
			স্বাভাবিক	নিম্নমান	স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০১৭-১৮	৫২৭	১২৩৮	৪৪৭	০৬	৭৭৯	০৬
২০১৮-১৯	৫৬২	১২৪১	৪৪৫	০২	৭৯২	০২
২০১৯-২০	৪১৪	৮৩৯	২৮৮	০৯	৫৩৮	০৪
২০২০-২১	২৯৮	৬৯৬	-	-	৬৯০	০৬
২০২১-২২	৬৪৯	৬৪৯	-	-	৬৪৫	০৪

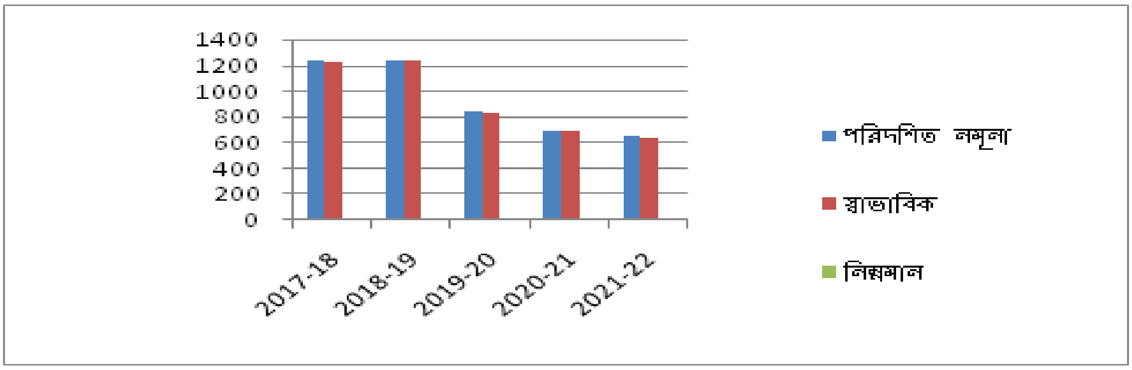

(গ) কাঁচা পাটের মান নিয়ন্ত্রণ:

পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালক, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, মুখ্য পরিদর্শক ও পরিদর্শকগণ কর্তৃক নিয়মিত হাট-বাজার ও পাটকল পরিদর্শনের মাধ্যমে ভিজা পাট ক্রয়/বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কাঁচা পাটের গ্রেড নির্ধারণ করে পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

পাট আবাদী জমি, পাট বুনানী, পাটের উৎপাদন, কাঁচা পাট রপ্তানি ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান পাট অধিদপ্তর কর্তৃক সংগ্রহ, সংকলণ ও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিগত ০৫ বছরের তথ্য-পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
মোট কাঁচা পাট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	৯১.৯৯	৭৩.১৫	৮৪.৫৫	৯০.৯১	৭০.৬৪
কাঁচা পাট রপ্তানি (লক্ষ বেল)	১৩.৭৯	০৮.২৫	৮.৫৮	৫.৮৬	৮.০১
কাঁচা পাট হতে রপ্তানি আয় (কোটি টাকা)	১২৯৪.৬৫	৮৫৯.০৫	৮৫৩.৪১	৬৫৯.৭৩	১০৯৩.১৬
পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	১১.৪৪	১০.২৭	১০.৭	৯.৫৩	৮.২৫
পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি (লক্ষ মেঃ টন)	৮.২৭	০৭.৩০	৩.৫৮	২.৩৮	৫.৯৯
পাটজাত দ্রব্য হতে রপ্তানি আয় (কোটি টাকা)	৬৮০১.৫৬	৫২২০.৮৫	৩০৫১.৩৭	২৩৬৯.৪৫	৭১৯৮.৩৮

২০২১-২২ অর্থবছরে পাট বপন ও উৎপাদন সংক্রান্ত লক্ষমাত্রা ও অর্জন :

লক্ষমাত্রা		অর্জন (জুন/২০২১ পর্যন্ত)	
জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)	জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)
৯৭০৫০৬	১৬৯৮২২২	৭৫৬৫৭০	১৪৩৭৩৬০

বিঃ দ্রঃ কাঁচা পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২.০০ টাকা হারে এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্যের প্রতি ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব ফি আদায়ের সিদ্ধান্ত রয়েছে। উক্ত ফি রপ্তানি দলিল হস্তান্তর (Document negotiation) এর সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক কর্তনপূর্বক সরকারের রাজস্বখাতে (৬৫-কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি এর অধীন পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন ফি) জমা হচ্ছে।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য পরিমাপ সংক্রান্ত হিসাব

১০০ কেজি	= ১ কুইন্টাল	৫.৫ বেল	= ১ টন
৪০ কেজি	= ১ মন	১ বেল	= ০.১৮২ টন
১৮২.২৫ কেজি	= ১ বেল		

লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও ভ্রাম্যমান আদালত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

(ক) লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন :

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক পাট ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা হয়। লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর ফি বাবদ রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

অর্থ বছর	লাইসেন্স প্রদান (ইস্যু ও নবায়ন)	লাইসেন্স ফি বাবদ রাজস্ব আদায় (লক্ষ টাকা)	জরিমানা (লক্ষ টাকা)	মোট রাজস্ব আদায় (লক্ষ টাকা)
২০১৭-১৮	১৬৪৭৪	৪৫৮.২৫	০.৯৯	৪৫৯.২৪
২০১৮-১৯	১৩৩০৬	৪২০.১২	০.৩৯	৪২০.৫১
২০১৯-২০	১৩৬৮৫	৪৭৪.০২	০.৫০	৪৭৪.৫২
২০২০-২১	১৩৮৯৮	৩৯০.২৯	৭১.৮৫	৩৯১.০১
২০২১-২২	১৫২২৭	৪১৯.৪২	১.৫১	৪২০.৯৩

(খ) 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' আইনের আওতায় পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত

অর্থবছর	ভ্রাম্যমান আদালতের সংখ্যা	দণ্ড	
		অর্থদণ্ড (লক্ষ টাকা)	কারাদণ্ড
২০১৭-১৮	১০৪৩	৬৩.৪২৪	০০
২০১৮-১৯	৮৯৭	৬৫.৩১	০০
২০১৯-২০	১৩২৮	৯২.০১	৪৯
২০২০-২১	১৪২৪	৯৫.৫৪	০৪
২০২১-২২	১৩৬৫	১০৮.৫৬	০০

পাট অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	২১	২১ জন
ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	১৫	৫৪৫ জন
বিদেশ প্রশিক্ষণ	০২	০২ জন
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	১১	৪৫৬ জন
পাট চাষী প্রশিক্ষণ	৪৫ টি জেলার ২২৭ টি উপজেলায়	৪৮৬০৮ জন

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের চিত্র

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ।

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মশালা

পাট অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪২০.৯৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়;
- প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে ৬৪২.১৪ মে: টন উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন, চাষীদের মধ্যে পাটবীজ সরবরাহ ও বিতরণ ৫৮৭.০৬ মে: টন এবং মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন ১১.৮১ লক্ষ বেল;
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের ৪৫টি পাট উৎপাদন প্রবণ জেলার ২২৭টি উপজেলায় ৪৮৬০৮ জন পাটচাষীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আধুনিক পদ্ধতিতে পাট চাষের কলা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা;
- সম্প্রতি পাটের আঁশের মান, দৈর্ঘ্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত চারটি জিন এবং Macrophomina phaseolina-এর তিনটি জিন এর পেটেন্ট (মেধাসত্ত্ব) পেয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পাটের নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। উন্মোচিত জীবন রহস্যের এ তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে স্বল্প জীবনকাল সমৃদ্ধ, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম, রোগ-বালাই সহনশীল এবং উচ্চ ফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা এগিয়ে চলছে।
- পাটখাতের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস পালন;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দাপ্তরিক কর্মপরিবেশের উন্নয়ন;
- মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি সম্বলিত একটি গ্যালারী স্থাপন; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

চিত্র : ৬ মার্চ ২০২২ সারা দেশে 'জাতীয় পাট দিবস' উদযাপন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২০২১-২২ অর্থবছরে পাট অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ : [১] পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি; [২] আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরন; [৩] পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ে সহযোগিতা প্রদান [৪] মানবসম্পদ উন্নয়ন; এবং [৫] পাটখাতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ।

পাট অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন কমিটি গঠন, প্রধান কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে সভা/সেমিনার আয়োজন, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নয়ন, নৈতিকতা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, প্রকল্পের মাধ্যমে পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, নির্বাচিত চাষীদের পাটবীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, পাটচাষী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সফলতা অর্জিত হয়েছে।

চিত্র: পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালকবৃন্দের সাথে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর [১৪/০৬/২০২২]

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পাট অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন "উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ ব্যবহার, পাটচাষী প্রশিক্ষণ, উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত পাট চাষীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প মেয়াদকালে (২০১৮-২০২৩ পর্যন্ত) ২১৪৬০০ জন পাট চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৮৬০৮ জন পাট চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১.৮১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন ও ৬৪২.১৪ মেঃ টন পাটবীজ উৎপাদন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সারাদেশে কাঁচা পাট উৎপাদনের পরিমান সর্বমোট ৭০.৬৪ লক্ষ বেল । ২০২১-২২ অর্থবছরে কাঁচা পাট রপ্তানি করে ২১৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ৯১১.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সেমিনার, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং SDG এর বিভিন্ন সূচক অর্জন সহজ হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

পাট অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন কমিটি গঠন, প্রধান কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে সভা/সেমিনার আয়োজন, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নয়ন, নৈতিকতা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সফলতা অর্জিত হয়েছে।

উত্তম চর্চা, সদাচার, উদ্ভাবন, সেবা সহজীকরণ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব

ক) উত্তম চর্চা :

- সেবা প্রত্যাশীদের জন্য পাট অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সহজীকরণ ;
- পাট ও পাটপণ্য ব্যবসার লাইসেন্স প্রদানের জন্য আপডেট সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ ;
- পাটের প্রাথমিক হাটবাজারে ভিজা পাট ক্রয়-বিক্রয় রোধকল্পে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ভিজা পাটের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ ;
- পাটের অভ্যন্তরীন ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে পোস্টার, লিফলেট বিতরণ এবং পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার ;
- লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট দ্রুততম সময়ে লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারি কোষাগারে ফি জমা প্রদানের চালানসমূহ অনলাইনে ভেরিফিকেশন ;
- পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের গুণগত মান সঠিক রাখার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সেবা প্রত্যাশিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ অন্যান্য মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ;

খ) সদাচার :

- ইনহাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি সদাচারের উপযোগিতা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা ;
- পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার স্থাপন ;
- পাট অধিদপ্তরে 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন;
- অভ্যাগত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অতিথি কক্ষ স্থাপন;

গ) উদ্ভাবন (ইনোভেশন) :

- 'পাট ক্যালেন্ডার-১৪২৯' তৈরী;
- প্রধান কার্যালয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু' কর্ণার স্থাপন;
- দৃষ্টিনন্দন হেল্প ডেস্ক স্থাপন;
- অনলাইন লাইসেন্সিং কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণের জন্য 'সোনালী আঁশ' নামক মোবাইল অ্যাপ তৈরি;
- দেশের অভ্যন্তরে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেতনতা বাড়াতে এবং জনগনকে উদ্বুদ্ধ করতে স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্ক ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারের জন্য TVC (টেলিভিশন কমার্শিয়ালস) ও ওভিসি (অনলাইন ভিজ্যুয়াল কমার্শিয়ালস) বিজ্ঞাপন তৈরি;
- প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন।

ঙ) সেবা সহজীকরণ:

- প্রধান কার্যালয়ের লাইসেন্স অনুমোদন প্রক্রিয়ার ধাপ সংখ্যা ১৩ টি থেকে কমিয়ে ৭ টি তে আনয়ন;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভ্রমন বিল অনুমোদন প্রক্রিয়ার ধাপ সংখ্যা কমানো;
- মাঠ পর্যায়ের ৪২ জন মুখ্য পরিদর্শককে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার ক্ষমতা অর্পন।

জাতীয় শোক দিবস পালন

চিত্র : জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাট অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- পাট অধিদপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল চালু ;
- অত্যাধুনিক ফেইস রিকগনিশন হাজিরা সিস্টেম চালুকরণ;
- পাট অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ফেসবুক পেজ বাংলায় ‘পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়’ তৈরি ;
- অনলাইন লাইসেন্সিং কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণের জন্য ‘সোনালী আঁশ’ নামক মোবাইল অ্যাপ তৈরি;
- পাট অধিদপ্তরের যাবতীয় ডাটা ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণের জন্য ‘পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম’ তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- পাট অধিদপ্তরের স্টেকহোল্ডারদের এসএমএস সার্ভিস এর মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পাট অধিদপ্তরের কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ এবং স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও পাট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পোস্টার, লিফলেট, ব্রোশিউর, পাট ক্যালেন্ডার ইত্যাদিতে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় পাট অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৫ অনুসারে পাট অধিদপ্তরের যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ :

ক) তথ্যের ক্যাটাগরি :

১.স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা ;
২.চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা ;
৩. প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের তালিকা। (তথ্যের ক্যাটালগসহ বিস্তারিত সংযোজনী-৪ দ্রষ্টব্য)

পাট অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয়

১। পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ;
২। দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শুন্য পদে জনবল নিয়োগ ;
৩। পাট ও পাটজাত পণ্য তথা বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণার জন্য গবেষণাগার স্থাপন;
৪। পাটজাত পণ্যের মান পরীক্ষার জন্য পাট অধিদপ্তরের অধীন পরীক্ষাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতির স্থাপন;
৫। মাঠ পরিদর্শন এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করা;
৬। দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার ক্রয়;
৭। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ কে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট মামলা নিস্পত্তি ; এবং
৮। পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের নিজস্ব ভবন স্থাপন ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

চিত্র : পাট অধিদপ্তরে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার' এর শুভ উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ।

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে উন্নতমানের পাট উৎপাদন, একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উন্নতমানের পাট উৎপাদনে পাটচাষীদের আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর শুরু থেকেই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৬৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বর্তমানে দেশের ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবছর ৫ লক্ষ ৮০ হাজার জন কৃষককে পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত বিনামূল্যে বীজ (ভিত্তি পাটবীজ ও প্রত্যায়িত পাটবীজ), সার (ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি), কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার জন (পুরুষ ও মহিলা) পাটচাষীকে উফশী পাট ও পাটবীজ চাষাবাদের কলাকৌশল, উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচন, পাটের শ্রেণি বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ক) প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	পাট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	১৪.১৭২	১১.৮১
২	পাটবীজ উৎপাদন (মেঃ টন)	১৫০০	৬৪২.১৪
৩	ভিত্তি বীজ বিতরণ (মেঃ টন)	১৫.০০	৭.০৬
৪	প্রত্যায়িত বীজ বিতরণ(মেঃ টন)	৬৯০	৫৮০
৫	প্রশিক্ষণার্থী চাষীর সংখ্যা	৪৯০৫০	৪৮৬০৮

খ) পাট অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ :

- 'উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন' শীর্ষক প্রকল্প (২০১১-১৭);
- 'সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন(২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প (২০০২-২০১১);
- 'সমন্বিত পাট উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২);
- 'চাষী পর্যায়ে উফশী পাটবীজ উৎপাদন ও বিনিময় কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্প (১৯৯৬-২০০২); এবং
- 'সমন্বিত পাট উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (১৯৯৪-১৯৯৭)।

গ) ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- পাট চাষী প্রশিক্ষণ: মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ৪৮৬০৮ জন পাটচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জনবল নিয়োগ: সরাসরি এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ৫১০ জন জনবল ইতোমধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- অফিস ভাড়া: প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে ২২৭টি অফিসের সংস্থান করা হয়েছে;
- প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের মাঝে পর্যাপ্ত প্রত্যয়িত ও ভিত্তি পাটবীজ বিতরণ: পাট উৎপাদনের জন্য প্রায় ১৫৭৪ মে.টন প্রত্যায়িত পাটবীজ এবং বীজ উৎপাদনের জন্য ৩১.৬০ মে.টন ভিত্তিক পাটবীজ বিতরণ করা হয়েছে।

অধিক হারে পাবেন টাকা
করুন পাটের চাষ,
খড়ি পাবেন, সবজি পাবেন
মিটবে মনের আশ।

চিত্র : পাটবীজ উৎপাদন প্লট পরিদর্শন করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। এবং পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক

জেডিপিসি এবং বহুমুখী পাটপণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

'পাট' - বহুল উচ্চারিত মাত্র দুটি অক্ষরের একটি শব্দ। কেবল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেই নয়, অন্যতম প্রধান অর্থকরি ফসল রূপেও এটি বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ তথা এ দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও আবেগের সাথে মিশে থাকা একটি অনুভূতির নামও বটে। পাটের সোনালী আঁশে আবৃত সমৃদ্ধ অতীত সস্তা ও অধিকতর সহজলভ্য কৃত্রিম তন্তুর মহাপ্লাবনে বিপর্যস্ত বর্তমানে কিছুটা নিস্প্রভ দেখালেও অন্তর্নিহিত শক্তির বলে তা নতুন রূপে, বর্ধিত শক্তি নিয়ে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। এর মূলে রয়েছে দড়ি, ছালা, কার্পেট প্রভৃতি প্রচলিত পণ্যের বাইরে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা। ইউরোপিয় কমিশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২০০২ সালে তৎকালীন পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র ২১টি বহুমুখী পাটপণ্য নিয়ে স্থানীয় বাজারে আত্মপ্রকাশ করে জেডিপিসি'র ১০ জন উদ্যোক্তা। প্রাথমিক পর্যায়ে গুটি কয়েক বাহারী পাটের ব্যাগই ছিল সম্বল। নান্দনিক সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে, বিশেষ করে পাটের তৈরি মহিলাদের ফ্যাশনেবল ব্যাগ, জুতা ও জুয়েলারি বক্স ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও সিনথেটিক পণ্য সামগ্রীর দাপটে প্রথম দিকে এ সব পণ্য বাজারে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়। তবে জেডিপিসি ও এর সযত্ন তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা অদম্য উদ্যোক্তা শ্রেণীর হার না মানা প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে বহুমুখী পাটপণ্যের সহজলভ্যতা ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিপরীতে পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক, পলিথিন ও সিনথেটিকের বিপর্যয়কর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্দ্ধমান সচেতনতা ও উদ্বেগ বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাটের উপযোগিতা ও সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সামনে তুলে এনেছে।

শুরুতে জেডিপিসি'র কার্যক্রম প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও তাদের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকলেও ধাপে ধাপে তা নানামূখী বিস্তৃতি লাভ করে। ২০০৬ সালের দিকে বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে ৩টি বিভাগীয় শহরে প্রতীকী মাত্রায় বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র (Jute Entrepreneurs Service Centre - জেইএসসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে এ কার্যক্রম আরও ৩টি বৃহৎ জেলায় সম্প্রসারিত হয়। উদ্যোক্তাদের সুলভ মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে ঢাকার কেন্দ্রিয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি কাঁচামাল ব্যাংক (Raw Material Bank) স্থাপন করা হয়। নিবন্ধিত উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই কাঁচামাল ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন বহুমুখী পাটপণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ জেডিপিসি ভবনের দ্বিতীয় তলার একাংশ নিয়ে একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কেন্দ্রে বর্তমানে শতাধিক উদ্যোক্তা নিয়মিতভাবে তাদের তৈরি বাহারি রকমের বহুমুখী পাটপণ্য সরবরাহ করে চলেছেন। জেডিপিসি'র কেন্দ্রিয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র হতে বেসরকারি খাতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থাও নিয়মিত সুলভ মূল্যের পাটপণ্য সংগ্রহ করে থাকে। কাঁচামাল ব্যাংক এবং প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের কার্যক্রম জেইএসসি পর্যায়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলেও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। ফলে জেইএসসি গুলোকে এখনও পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। জেডিপিসি'র আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে, উদ্যোক্তাগণের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজটি চলমান থাকলেও আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাতেও নানারূপ সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

জেডিপিসি'র আরো কিছু সীমাবদ্ধতাও এর প্রত্যাশিত বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তম্মধ্যে প্রধান হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত দুর্বলতা। সৃষ্টির পর ২০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে এর উদ্যোগে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের এক প্রকার জোয়ার সৃষ্টি হলেও জেডিপিসি এখনো কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। একদিকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত সুযোগ সুবিধার ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক দায়, অন্যদিকে সুদের হারে ক্রমাবনতির ফলে প্রতিষ্ঠাকালে ইউরোপিয় কমিশনের অনুদানে অর্থ (স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত) হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার দরুন জেডিপিসি'র আর্থিক

সক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন হলেও সরকারি কাঠামোভুক্ত না হওয়ায় জেডিপিসি কোন রকম সরকারি আর্থিক সহায়তা পায়না। এর ফলে এতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উদ্যম ও উৎসাহ হারিয়ে ক্রমশ হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছেন।

তৎসত্ত্বেও জেডিপিসি'র হাত ধরে সূচিত এই নতুন পর্বে পাট স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জেডিপিসি'র নিবন্ধিত আট শতাধিক উদ্যোক্তা এখন ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের মাধ্যমে পাটখাতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তাদের উৎপাদিত বহুমুখী পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার যেমন দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারেও এ দেশের বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুমুখী পাটপণ্যের তালিকায় রয়েছে সব ধরনের ব্যাগ, বাস্কেট, নারী-পুরুষের জুতা-সেন্ডেল, ম্যাটস, জুয়েলারি, ফ্যাব্রিকস্, সোয়েটার, খেলনা, বিয়ের সামগ্রী, শাড়ি, জুট ডেনিম, শার্ট, পাঞ্জাবি, কোটি, পাটের ফ্যাব্রিক থেকে উৎপাদিত গার্মেন্ট সামগ্রী ইত্যাদি। পাটপাতা থেকে তৈরি চা-প্রকৃতির পানীয়ও বর্তমানে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য পৃথক এইচএস (HS) কোড না থাকায় এসব পণ্য রফতানি হতে ঠিক কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তবে জেডিপিসি'র নিজস্ব তথ্যভাণ্ডার অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এর পরিমাণ প্রায় ১৪ শত কোটি টাকা এবং তা প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত ক্ষেত্র বিদ্যমান যে, পাটপণ্য বিপণনে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানো গেলে আমাদের বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার কয়েকগুণ সম্প্রসারিত হতে পারে। বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রসার লাভ না করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি দক্ষতার অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে জেডিপিসিও এ ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানে সমর্থ হচ্ছে না।

অবশ্য আশার দিকও একেবারে কিঞ্চিতকর নয়। বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বা প্রচলন এবং রফতানি বৃদ্ধিতে সরকারের দৃঢ় নীতিগত অঙ্গীকার রয়েছে। জেডিপিসি'র কার্যক্রম পত্তনের কয়েক বছর পরেই পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রবর্তন করে। এই আইনের আওতায় চাল, ডাল, গম প্রভৃতিসহ ১৯টি নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিত করতে সীমিত পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। একই সাথে সরকার বহুমুখী পাটপণ্য রফতানিতে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা বা রফতানি প্রণোদনা চালু করেছে। ফলে উদ্যোক্তারা অভ্যন্তরীণ বিপণন বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার অন্বেষণেও ব্রতী হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বের একশটিরও বেশী দেশে জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাদের তৈরি বহুমুখী পাটপণ্য রফতানি হচ্ছে। এটি খুবই আশাব্যঞ্জক যে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমধিক পরিচিত এই নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বহুমুখী পাটপণ্যের দিগন্ত উত্তরোত্তর প্রসারিত হবে-এই প্রত্যাশা মোটেই অলীক বা ভিত্তিহীন নয়।

পরিবেশের জন্য বিষময় কৃত্রিম তন্তুর লাগামহীন ব্যবহারক্লিষ্ট প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে কৃত্রিম তন্তু বর্জনের বিপরীতে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তুর ওপর গুরুত্বারোপ এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার ফলে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হতে চলেছে। কৃত্রিম তন্তু বর্জন ও এর বিপরীতে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়। তবে একদা সোনালী আঁশ নামে খ্যাত পাট বহুমুখী পাটপণ্যের এ সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ন করতে হলে আমাদের নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আশু নজর দেয়া প্রয়োজন:

(ক) পাটসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু দ্বারা বহুমুখী পণ্য উদ্ভাবন, ব্যবহার ও বিপণনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব দিয়ে জেডিপিসিকে যথা দ্রুত সম্ভব একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরসহ এর আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন;

(খ) বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এর কঠোর প্রয়োগ;

(গ) বহুমুখী পাটপণ্যের রফতানি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও সংকলনের সুবিধার্থে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট এইচএস (HS) কোড প্রবর্তন; এবং

(ঘ) বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রচারণায় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানো।

পাটখাতে বিদ্যমান সার্বিক অবস্থা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ

ড. সেলিনা আক্তার
মহাপরিচালক,পাট অধিদপ্তর

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। উৎকৃষ্ট মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপন্ন হয়। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। জাতীয় রপ্তানি আয়ে পাট খাতের অবস্থান বর্তমানে একক কৃষিপণ্য হিসেবে দ্বিতীয়। দেশে প্রায় ১৭ লাখ একর জমিতে বৎসরে প্রায় ৯০ লক্ষ বেল পাট (তোষা, কেনাফ ও মেস্তা) উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই কাঁচাপাট হিসাবে রপ্তানি হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে পাটখাত হতে মোট রপ্তানি আয়ের লক্ষমাত্রা ছিল ১৪২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ১১২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পাট একটি শ্রমঘন খাত। এ খাতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। উন্নত জাতের পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবন এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাতে আরো কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রচলিত পাটপণ্যের (হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি) পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিজাইন ও লোগো সম্বলিত পাটপণ্য তৈরি করে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায় এ খাতে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জনও কয়েকগুণ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পাটের 'জিনোম সিকোয়েন্স' উদ্ভাবনের ফলে পাটের সোনালী ভবিষ্যত উজ্জ্বল হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে পাটখড়ি ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালী ব্যাগ, ভিসকস তৈরী হচ্ছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০৯ সালকে 'আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ' হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর কদর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বাস্তবতায় পাট ও পাটজাত পণ্যের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের পথ সুগম হয়েছে। সরকার, পাট আইন ২০১৭ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রণয়ণ করেছে।

পাটখাত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ :

ক) পাট উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন :

- পাটবীজের আমদানী নির্ভরতা হ্রাস করে উচ্চ ফলনশীল জাতের পাটবীজ উৎপাদনে পাট চাষীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ ;
- পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত পাট চাষীদের তালিকা প্রণয়ন এবং ডাটাবেজ প্রস্তুত;
- আধুনিক ও উন্নত পাট চাষ পদ্ধতি অনুসরণ, পাট আঁশের গুণগত মান ও শ্রেণি বিন্যাস, আধুনিক পদ্ধতিতে পাট পচানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রচলিত পাটপণ্যের অধিকতর উন্নয়ন, পণ্যের নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের লক্ষ্যে "প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট" স্থাপন;
- ভূমির ক্ষয়রোধ এবং রাস্তা ও বেড়িবাঁধ নির্মাণের মত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে "জুট জিও টেক্সটাইল" অধিক ব্যবহারের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং সেতু বিভাগকে অনুরোধ জানানো;
- পাট গবেষণার জন্য প্রণোদনা ও পুরস্কার প্রদান, পাট চাষ ও বীজ উৎপাদনে উৎসাহ, পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

খ) বিদ্যমান পাটপণ্য পরীক্ষাগার সমুহের উন্নয়ন :

পাট অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকার ডেমরায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি ও খুলনায় ১টি অর্থাৎ মোট ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগার বিদ্যমান আছে। খুলনা ও চট্টগ্রামস্থ ল্যাবরেটরি'র পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ, ল্যাবরেটরি'র পুরাতন যন্ত্রপাতি মেরামত/প্রতিস্থাপন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে ল্যাবরেটরি'র কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ:

- জলবায়ু পারিবর্তনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে 'প্রাকৃতিক তন্তু' ব্যবহারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির সমূহ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন;
- বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রচারণার জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে "বঙ্গবন্ধু জুট কর্ণার" নামে কর্ণার স্থাপন করে পাট ও পাটজাত পণ্য উপস্থাপন করা।

ঘ) প্রচার ও প্রসার :

- পরিবেশবান্ধব, দৃষ্টি নন্দন এবং শৈল্পিক গুণসম্পন্ন পাটপণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা জোরদার করা যেতে পারে।
- পাটপণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পোষ্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, বিলবোর্ড, রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপন চিত্র/প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, এসএমএস সেবা প্রদান, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ/বিজ্ঞাপন প্রদান করা যেতে পারে।

ঙ) পাট অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি :

- পাট অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।
- পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত ও পুন:প্রসারিত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরিবর্তিত চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে পাট অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।
- পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল কাঠামো বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংগতিপূর্ণ করা। দেশের সকল বিভাগ/অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অফিসসমূহকে অধিকতর সংগঠিত করা;
- অবকাঠামো সুবিধা, অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও যানবাহনের সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট উৎপাদন সহায়ক যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।

পরিশেষে, পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্মিলিতভাবে তার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। এতে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতি, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সোনালী আঁশের পুনর্জাগরণ এবং 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' এগিয়ে যাবে- আরো বহুদূরে।

সোনালি আঁশ-পাট : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উদীয়মান চালিকা শক্তি

মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন
অতিরিক্ত সচিব
ও
চেয়ারম্যান, বিজেএমসি

পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্প

বিজেএমসি'র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান কর্তৃক ২০১৭ সালে পাটের সেলুলোজ থেকে পচনযোগ্য (Biodegradable) ব্যাগ তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ও তার উপকারিতা উপলব্ধি করে উক্ত ব্যাগ তৈরি ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে সোনালী ব্যাগ নামে ১০৩৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০৫/২০১৭ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন এক শিফটে ম্যানুয়ালি সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। অটোম্যাটিক ব্যাগ বানানোর মেশিন বাইরের দেশে সন্ধান না পাওয়ায় দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার এর মাধমে মেশিন বানানোর কাজ চলমান রয়েছে। অটোম্যাটিক মেশিন সরবরাহের পর দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সোনালি ব্যাগ দ্রুত বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদের প্রকল্প পরিকল্পনা শেষ হলে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষণার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৩৪টি দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু মাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সোনালি ব্যাগ আবিস্কারের ইতিহাস :

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভয়াবহ সংকটের দিকে যাচ্ছে ক্রমশই। পরিবেশ বিপর্যয়ের তালিকায় বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়গুলোর মধ্যে ক্ষতিকর প্লাষ্টিক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এই বিপর্যয়ের জন্য অন্যতম ভাবে দায়ী। যদিও সরকার সিঙ্গেল ইউজ প্লাষ্টিক/প্লাষ্টিক জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দশ বছর মেয়াদী plastic action plan প্রণয়ন করেছে এমনকি ইতিপূর্বে single use প্লাষ্টিকের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধও করা হয়েছিল কিন্তু বাজারে এর উপযুক্ত বিকল্প না থাকায় প্লাষ্টিক ব্যাগের ব্যবহার এখনো পর্যন্ত সারাবিশ্বেই বন্ধ করাটা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই কঠিন কাজটিই সমাধানে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক ডিজি বর্তমানে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোবারক আহমদ খাঁন। তিনি মনযোগ দেন পরিবেশ দূষণ হ্রাসে বিষাক্ত পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে এর বিকল্প উপাদান আবিষ্কারে।

তিঁনি প্রথমে স্টার্চ জাতীয় উপাদান, জিলাটিন তথা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে প্রথমে ব্যাগ তৈরি করেন। কিন্তু এইসব উপাদান সহজলভ্য না হওয়ায় তিঁনি পরিকল্পনা করেন সেলুলোজ দিয়ে পলিব্যাগ তৈরির, যা হবে সস্তা, সহজলভ্য। পরমাণু শক্তি গবেষণা ইন্সটিটিউটে দীর্ঘ গবেষণার পর তিঁনি ল্যাব স্কেলে পাটের সেলুলোজের উপর ভিত্তি করে উন্নত প্যাকেজিং উপাদান তৈরিতে সফল হন, যা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশবান্ধব, পচনশীল, কম্পোস্টেবল। পরবর্তীতে তিনি ২০১৭ সালে পাট থেকে টেকসই প্যাকেজিংয়ের একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনে (বিজেএমসি) বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করে একাটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেন। পাটের সোনালি আঁশ থেকে এই ব্যাগ হওয়ায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্যাকেজিং উপাদানের নাম রেখেছেন “সোনালি ব্যাগ”।

সোনালি ব্যাগের বৈশিষ্ট্য :

সোনালি ব্যাগ বাহ্যিকভাবে পলিব্যাগের মত দেখালেও এটি মাটিতে সম্পূর্ণ রূপে পচনশীল (সময় নির্ভর), কম্পোস্টেবল (উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে), সময় নির্ভরযোগ্য পানিতে দ্রবণীয় (প্রয়োজন অনুযায়ী পৃষ্ঠকে সংশোধন করা যায় যেমন কিছু ব্যাগ আছে যা পানিতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দ্রবীভূত হয় আবার কিছু ব্যাগ আছে যা পানিতে ছয় মাসের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না যা তরল জাতীয় বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হবে)। পানিতে মিশে গেলে জৈব প্লাঙ্কটনে (Plankton) পরিণত হয় যা মাছের খাদ্য হিসাবে যোগান দিবে। আগুনে পুড়লে ছাই হয়ে যায় কিন্তু বিষাক্ত কোন গ্যাস তৈরি করে না। এটি খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণের কাজেও ব্যবহার করা যায় এবং পলি ব্যাগের চেয়ে ১.৫ গুণ বেশি ভার বহন করতে সক্ষম।

পাট থেকে সোনালি ব্যাগ তৈরির কারণ/ পরিবেশের প্রভাব :

প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে পাট অন্যতম। আমাদের উপর প্রকৃতির অন্যতম দান হচ্ছে এই পাট। পাট গাছ থেকে মাত্র চার মাসের মধ্যেই সেলুলোজ সংগ্রহ করা যায় যা অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। তাছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে যে, এক হেক্টর পাট গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে প্রায় ১৫ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে এবং ১১ টন অক্সিজেন বায়ু মণ্ডলে যুক্ত করে যা পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও সোনালি ব্যাগে দেশজ পণ্য পাটের ব্যবহারের ফলে মুদ্রার বহির্মুখ প্রবাহ হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

সোনালি ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির মত না হওয়ায় উৎপাদনের মেশিন তৈরি কিংবা বিদেশ থেকে সরবরাহ করাটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। সোনালি ব্যাগ তৈরির প্রথম লক্ষ্য ছিল দেশীয় প্রযুক্তি ও নিজের মেধায় ফিল্ম কাস্টিং মেশিন তৈরি করা। বিজেএমসির অর্থায়নে সোনালি ব্যাগ প্রকল্পে একটি ৫০ ফিট ও একটি ১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন সফল ভাবে উৎপাদনের কাজে প্রস্তুত করা হয়েছে যা দিয়ে স্বল্প পরিসরে সোনালি ব্যাগের সীট তৈরি করা হচ্ছে।

চিত্র : ১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন পর্যবেক্ষণ করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুকরণ :

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশেন এর বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহ ইজারা (Lease) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর বিষয়ে বিজেএমসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মিল লিজ বিষয়ক মতবিনিময় সভা বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। সভায় মিল লিজ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

চিত্র : মিল লিজ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ মিলসমূহ লিজ পদ্ধতিতে পুনঃচালুকরণ :

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি (বীর প্রতীক) ১৮ এপ্রিল তারিখে নরসিংদীর পলাশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ জুট মিলস লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, নরসিংদীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পলাশ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), বাংলাদেশ জুট মিলের প্রকল্প প্রধান ও জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র :বাংলাদেশ জুটমিলস লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি (বীরপ্রতীক) ২৪ মে তারিখে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কেএফডি লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র : কেএফডি লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

পাটের অপার সম্ভাবনা এবং করণীয়

ড. মো. আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৬ সালের ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে পাটের গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার গবেষণাগারটিকে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসাবে পুনর্গঠিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) হিসাবে নামকরণ করা হয়।

পাটের বহুবিধ গবেষণা ও উন্নয়নে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিজেআরআই তিনটি ধারায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে-

(১) পাটের কৃষি তথা পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং তদ্বীয় সার্বিক গবেষণা;

(২) পাটের কারিগরী গবেষণার মাধ্যমে বহুমুখী নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাটপণ্যের মানোন্নয়ন; এবং

(৩) পাটের টেক্সটাইল অর্থাৎ পাটের সাথে তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রনে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

সর্বোপরি, পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও পাট সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষাকে বিজেআরআই এর মিশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজেআরআই এর কৃষি গবেষণায় ৬টি, কারিগরী গবেষণায় ৪টি, জুট টেক্সটাইল গবেষণায় ১টি এবং পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগে ০২টি সহ মোট ১৪টি বিভাগে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কর্ম চলমান রয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কৃষি পরীক্ষণ কেন্দ্র এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লায় চারটি আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ, যশোর ও পটুয়াখালীতে তিনটি পাট গবেষণা উপকেন্দ্র এবং দিনাজপুরে একটি পাটবীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশী বিদেশী বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহিত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের ৬০০০ এর অধিক জার্ম প্লাজম সংরক্ষিত আছে।

অধিকন্তু, পাট ফসলের উন্নততর এবং চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় জেনেটিক ভেরিয়েশন সম্পন্ন পাট ও পাটজাত ফসলের কাঙ্খিত জাত উদ্ভাবনে পাট এবং সংশ্লিষ্ট অর্গানিজমের জিনোম তথ্য উন্মোচনপূর্বক এতদ্সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে এবং বাংলাদেশের কৃতিসন্তান ও বিশিষ্ট জিনোম বিজ্ঞানী, আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাকসুদুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা" নামে জিনোম গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে।

বিজেআরআই এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ :

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিজেআরআই পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরী, টেক্সটাইল, জিনোমিক্স ও অর্থনৈতিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং আঁশ জাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমে এ পর্যন্ত পাট এবং পাট জাতীয় ফসলের ৫৪টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার মধ্যে দেশি পাট ২৮টি, তোষা পাট ১৮টি, কেনাফ ৪টি ও মেস্তার ৪টি। উক্ত জাতসমূহের মধ্যে ১১টি দেশী, ৮টি তোষা, ৪টি কেনাফ এবং ৪টি মেস্তা ফসল বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে আবাদ হচ্ছে। এছাড়া পাটের কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পোকা-মাকড় ব্যবস্থাপনা, উন্নত পঁচন পদ্ধতি, পাট ভিত্তিক শস্য পর্যায়ে এবং বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ''পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা" প্রকল্পের আওতায় একটি বিশ্বমানের জিনোম প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠাসহ বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি (Corchorus capsularis)

ও তোষাপাট (Corchorus olitorius), পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক Macrophomina phaseolinaMS-6 এবং ধইঞ্চার জীবন রহস্য (Genome Sequencing) উন্মোচন করা হয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে দেশে চাষকৃত পাটের জাতসমূহের মধ্যে ১৫-২০% বেশী ফলনশীল বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১) নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা কৃষকের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়াও উন্মোচিত জেনোম তথ্য ব্যবহার করে স্বল্প জীবনকাল, উচ্চ ফলনশীল, রোগ-বালাই প্রতিরোধী এবং পণ্য উৎপাদনে চাহিদা ভিত্তিক পাটের জাত উদ্ভাবনের নিরন্তর গবেষণা কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক পাটের উচ্চ ফলনশীল অগ্রবর্তী সারি অদূর ভবিষ্যতে জাত হিসাবে ছাড়করণে মাঠ মূল্যায়ণ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে পাট পচনের সময় প্রায় সকল পাট আবাদী এলাকায় পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়। ফলে কৃষক উন্নত জাতের পাট উৎপাদন করলেও পানির অভাবে নিম্নমানের পাট আঁশ প্রাপ্তিতে এবং বাজারজাতকরণে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে স্থানোপযোগী এবং স্বল্প পানিতে পচানোর জন্য অত্র প্রকল্পের অধীনে উচ্চ পেক্টিন ভাঙ্গন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাকটেরিয়া সহযোগে উন্নত পাট পচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাইক্রোবিয়াল কন্সরশিয়া প্রস্তুতকরণ ও তার প্রয়োগ ল্যাবরেটরি পর্যায়ে সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কন্সরশিয়া মাঠ পর্যায়ে বর্ধিত পরিসরে কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তরের নিমিত্তে নিবিড় গবেষণা কর্ম চলমান রয়েছে। পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ২৪৫টি প্যাটেন্ট আবেদন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৭৫টি আবেদন গৃহীত হয়েছে এবং আরও কিছু আবেদন মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখিত প্রকল্পের অভূত পূর্ব সাফল্য গুলো জিনোম গবেষণায় একটি আন্তর্জাতিক মানের প্লাটফর্ম নির্মাণসহ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, যা বিশ্বে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক সফলতার সাথে সাথে কারিগরি অঙ্গনে ও বিজেআরআই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে দেশের চাহিদা পুরণে এবং রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সম্প্রতি পাট-বস্ত্র তৈরির নিমিত্তে চিকন সুতা উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ পাটের বহুমুখী ব্যবহারের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রকার একক পাটজাত দ্রব্য এবং কৃত্রিম আঁশের সাথে পাট আঁশ মিশ্রিত করে বিভিন্ন প্রকার পাট বস্ত্র তৈরী করা হয়েছে। অত্র শাখার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের মধ্যে উলের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে পাট সূতাকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করে পাট উল, তুলা, ভেড়ার পশম এবং কৃত্রিম আঁশের সহিত পাট আঁশ ব্যবহার করেন ভোটেক্স কাপড়, আমদানিকৃত সেলুলোজ হতে বহুগুণে সস্তা মাইক্রো ক্রিস্টালাইন সেলুলোজ উদ্ভাবন এবং স্বল্প খরচে পাট থেকে শোষক তুলা উদ্ভাবন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পাটের বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প মুল্যের হালকা পাটের শপিং ব্যাগ, প্রাকৃতিক উৎস হতে রং আহরন করে পাটপণ্য রঞ্জন পদ্ধতি, পাট-পাতা হতে উৎপাদিত পাট-পাতা চা, অগ্নিরোধী পাট বস্ত্র, জুট-প্লাস্টিক কম্পোজিট, ইত্যাদিসহ প্রায় অর্ধ-শতাধিক বহুমূখী পাটপণ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও জুট প্রসেসিং সিস্টেমের পরিবর্তে কটন প্রসেসিং সিস্টেমে পাটকে ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমূখী পাটপণ্য ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা চলমান রয়েছে।

পাট চাষ সম্প্রসারণে অপ্রচলিত ভূমি অন্তর্ভূক্তিকরণ :

ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ও ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে বর্তমান বিশ্ব খাদ্য ও বাসস্থানসহ জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন, জীবাশ্ম জ্বালানির নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার এবং বন নিধনের কারণে এ সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর ফলে অবশ্যম্ভাবি বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশেও ব্যাপক ভাবে অনুভূত হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে তীরবর্তী ভূমি সমূহে লবণাক্ত পানির ব্যাপক ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ফলে কৃষক হারাচ্ছেন তাঁর মূল্যবান কৃষি জমি। পরিসংখ্যান মতে, ১৯৭৩ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর। বর্তমানে তা বেড়ে ১০ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এসআরডিআই) এর সূত্রমতে, লবণাক্ততা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তাসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতেই বড় মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে অণুজীবের সক্রিয়তা কমে যাওয়ার পাশাপাশি একই সঙ্গে মাটিতে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের সহজলভ্যতাও কমে যাচ্ছে এবং কপার ও জিংকের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের 'রিভার স্যালাইনিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এভিডেন্স ফ্রম কোস্টাল বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণার তথ্যমতে, ২০৫০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪৮টি থানার মধ্যে ১০টি থানার বিভিন্ন নদীর পানি মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবে। উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ২০ ভাগ লবনাক্ত সমৃদ্ধ যার ৫৩ ভাগই অনাবাদি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় বিপুল পরিমাণ বালু, দোআঁশ ও পলিমাটি স্তরে স্তরে জমে চর এলাকার সৃষ্টি করেছে। দেশে প্রায় দুই হাজার ২২৫ বর্গ কিলোমিটার চরাঞ্চল রয়েছে এবং এ চরাঞ্চলের প্রায় এক লাখ এক হাজার ৮৯২ হেক্টর পতিত জমি রয়েছে চরাঞ্চলে কৃষি পণ্য ধান, পাট, আখ, আলু, সবজি, ভুট্টা খুব সীমিত আকারে চাষাবাদ হয়। অধিকাংশ জমিই পতিত থাকে এবং বন্যাকালীন সময়ে চাষকৃত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বৃহত্তর রংপুরের তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা নদীর শাখা প্রশাখা চারদিকে সৃষ্টি করেছে ধুধু বালুচর ও চরাঞ্চল এলাকা। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা এবং উলিপুর উপজেলায় শতকরা প্রায় ৩৫ (পয়ত্রিশ) ভাগ চর এলাকা যেখানে ধইঞ্চা ছাড়া অন্য কোনো ফসল উৎপন্ন হয়না। এছাড়াও চট্টগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, চট্টগ্রাম জেলায় পতিত জমির পরিমান রয়েছে ১৪ হাজার ১৫৬ হেক্টর।

ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড় ছড়িয়ে আছে চট্টগ্রামের কিছু অংশে, ময়মনসিংহের দক্ষিণাংশে, সিলেটের উত্তরাংশে, কুমিল্লার পূর্বাংশে, নোয়াখালীর উত্তর পূর্বাংশে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ভূমি রয়েছে। দেশের আয়তনের ১০ ভাগের ১ ভাগ জুড়ে রয়েছে ১৩ হাজার ১৮৪ বর্গ কিলোমিটারের পার্বত্য এলাকা যার মধ্যে বান্দরবানের লামা উপজেলায় রয়েছে ১ হাজার ৩ শ একর অনাবাদি পাহাড়ি জমি। কৃষি বিভাগের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৪ লাখ ৩১ হাজার হেক্টর জমি এখনো অনাবাদি রয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য ভবিষ্যত আবাসন সম্প্রসারণ এবং তাদের জীবন মান উন্নয়ন কল্পে এই সকল প্রান্তিক ও অপ্রচলিত (লবণাক্ত, পাহাড়ি ও চরাঞ্চল এবং হাওড়) জমিতে উৎপাদন উপযোগী ফসলের জাত অবমুক্তিকরণ এবং এই অনাবাদি জমিসমূহ চাষের আওতায় আনা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবী।

এসব অনাবাদি জমিতে আঁশ জাতীয় ফসলসমূহের মধ্যে কেনাফ ফসল অন্যতম বিকল্প হতে পারে যা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উঁচু, মধ্যম, নিচু, হাওর এলাকা, পাহাড় এলাকার ঢালু জমি এবং চরাঞ্চলের ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী অনুর্বর জমিতে ও অল্প পরিচর্যায় উৎপাদন করা সম্ভব। পরিবেশ বান্ধব কেনাফ পাতা বায়ু মন্ডল হতে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং প্রচুর পরিমানে অক্সিজেন নিঃসরণের মাধ্যমে বায়ু মন্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এর ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের দক্ষিণের খুলনা-বরিশাল উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল লবণাক্ত ও খরা প্রবণ এলাকায় হাজার হাজার একর জমিতে পাট উৎপাদন মৌসুমে যখন কোনো ফসল থাকেনা বললেই চলে তখন লবণাক্ত, খরা ও এক ফসলি আমন পরবর্তী পতিত জমিতে এবং চর এলাকায় বিজেআরআই উদ্ভাবিত এইচসি-২ ও এইচসি-৯৫ অনায়াসেই কেনাফ চাষ করা সম্ভব। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উঁচু, মধ্যম, নিচু, হাওর এলাকা, পাহাড়ি এলাকার ঢালু জমি এবং উপকূলীয় ও চরাঞ্চল ফসলে উৎপাদনের অনুপযোগী ও অনুর্বর জমিতেও অল্প পরিচর্যায় কেনাফ চাষ করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। দেশে যেসব এলাকায় সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে ধানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি খরা ও জলাবদ্ধতা সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন কেনাফ চাষ কৃষকের জন্য পছন্দের তালিকায় অন্যতম বিকল্প হতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ হেক্টর জমি আছে যেখানে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধু পাট ও কেনাফ ছাড়া অন্য কোন ফসল চাষ করা সম্ভব নয়। দেশের কৃষি পরিবেশ ও কৃষকদের চাহিদা বিবেচনায় গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ দ্রুত বর্ধনশীল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে চাষাবাদ উপযোগী বিজেআরআই কেনাফ-৪ (লাল কেনাফ) জাতটি সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় ছাড়করণের অনুমোদন দিয়েছে। ভারতীয় জাতের কেনাফ ফসলে পাতার মোজাইক রোগ তুলনামূলক ভাবে বেশি সংক্রমিত হওয়া এবং গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হওয়ায় বর্তমানে বিজেআরআই উদ্ভাবিত এইচসি-২, এইচসি-৯৫ ও বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) উন্নত জাত হিসেবে কৃষকের কাছে অধিক সমাদৃত। উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকাসহ দেশে ফসল চাষের অনুপযোগী প্রায় ১০ লাখ হেক্টর জমি প্রতিবছর অনেকটাই পতিত পড়ে থাকছে। অথচ এসব জমিতে অল্প পরিচর্যা ও কম খরচে অধিক ফলনশীল কেনাফ চাষ করে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। এছাড়াও জুটেক্স ও জিওটেক্সটাইল তৈরি এবং কেনাফ কাঠির ছাই থেকে চারকোল তৈরির নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় কেনাফ চাষ করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করবে, ফলে বিপুল সম্ভাবনাময় এ আঁশ ফসল পতিত জমিতে আবাদ করতে পারলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, শ্রম শক্তি ব্যবহার এবং বনজ সম্পদের ওপর চাপ কমবে। পতিত ও প্রান্তিক জমিতে কেনাফ চাষাবাদের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা পাবে, অন্যদিকে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। উল্লেখ্য, কেনাফ ফসল অন্যান্য আঁশ ফসলের চেয়ে কিছুটা অজীবীয় পীড়ন সহনশীল হওয়ায় এর জার্মপ্লাজমসমূহ হতে অধিকতর লবনাক্ততা সহিষ্ণু জার্মপ্লাজম অন্বেষণ, জাত হিসাবে অবমুক্তি এবং এর সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের অনাবাদি জমিসমূহ সহজেই চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এছাড়াও, চরাঞ্চলে সরিষা এবং গমের পরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে রোপা আমনের সাথে রিলে পাট চাষ করে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

পরিবর্তিত জলবায়ুতে পরিবেশ রক্ষায় পাট ও পাটজাত পণ্য :

বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্রতিরোধের মাধ্যমে জলবায়ু ও ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থার পরিবর্তনে পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুমণ্ডলকে শুদ্ধিকরণেও পাটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরিবেশবিদগণের মতে, আঁশ উৎপাদনকারী মাঠ ফসল

হয়েও পাট বনভূমির মত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ভূমিকা রাখতে পারে। সারাবিশ্বে বছরে প্রায় ৪৭.৬৮ মিলিয়ন টন কাঁচা সবুজ পাট গাছ উৎপাদিত হয়, যার প্রায় ৫.৭২ মিলিয়ন টন কাঁচাপাতা। পাট প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০.২৩ থেকে ০.৪৪ মিলিগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। প্রতি ১০০ দিন সময়ের মধ্যে প্রতি হেক্টর পাট (কেনাফ) ফসল বাতাস থেকে প্রায় ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে বায়ুমন্ডলকে বিশুদ্ধ ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ রাখে।

মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পাটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রথমতঃ গবেষণায় দেখা গেছে, পাটগাছ মাটির ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি বা তার বেশি গভীরে প্রবেশ করে মাটির উপরিস্তরে সৃষ্ট শক্ত 'প্লাউপ্যান' ভেঙে দিয়ে এর নিচে তলিয়ে যাওয়া অজৈব খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে মাটির উপরের স্তরে মিশিয়ে দেয়। ফলে অন্যান্য অগভীর মূলি ফসলের পুষ্টি উপাদান গ্রহণ সহজ হয় এবং মাটির ভৌত অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। মাটিতে পানি চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক থাকে। দ্বিতীয়ত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাট উৎপাদনকালে হেক্টর প্রতি ৫ থেকে ৬ টন পাটপাতা মাটিতে পড়ে। পাটের পাতায় প্রচুর নাইট্রোজেন, ক্যারোটিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। এছাড়া পাট কাটার পর জমিতে পাট গাছের গোড়াসহ যে শেকড় থেকে যায় তা পরে পচে মাটির সঙ্গে মিশে জৈব সার যোগ করে, এতে পরবর্তী ফসল উৎপাদনের সময় সারের খরচ কম লাগে। আমাদের দেশে প্রতি বছর গড়ে ৯৫৬.৩৮ হাজার টন পাটপাতা ও ৪২৩.৪০ হাজার টন পাটগাছের শিকড় মাটির সঙ্গে মিশে যায়, যা জমির উর্বরতা ও মাটির গুনগতমান বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব রাখে। এ কারণে যে জমিতে পাট চাষ হয়, সেখানে অন্যান্য ফসলের ফলনও ভালো হয়। এছাড়াও বনের গাছ কেটে মন্ড তৈরি করে কাগজ তৈরি হয়। এক টন কাগজ তৈরি করতে ১৭টি পরিণত গাছ কাটতে হয়। পরিবেশ সুরক্ষার কথা চিন্তা করে পাটকাঠি দিয়ে স্বল্প ব্যয়ে পেপার পাল্প তৈরি করা যায়। পাট কাঠি জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ও পেপার পাল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হওয়ায় বন উজারের হাত থেকে কিছুটা হলেও পরিবেশ রক্ষা পেতে পারে (ইসলাম, এমএস ২০১২; www.jute.com) ।

পৃথিবী বাঁচাতে পরিবেশবাদীরা আজ বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম তন্তু বর্জনের ডাক দিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে ১০ লাখেরও বেশি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের হিসেব মতে, শুধু ঢাকাতেই মাসে ৪১ কোটি পলিব্যাগ ব্যবহার করা হয়। বিশ্বে প্রতিবছর ১ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন পলিথিন ব্যবহার করা হয়, যার ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার ১০ লাখেরও বেশি পাখি এবং জলজ প্রাণী। প্লাস্টিক ব্যাগের মূল উপাদান সিনথেটিক পলিমার তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। এ বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরিতে প্রতিবছর পৃথিবী জুড়ে মোট খনিজ তেলের ৪% ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক ব্যাগ জৈব বিয়োজনশীল নয়। এক টন পাট থেকে তৈরি থলে বা বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগাজুল তাপ এবং ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে এক টন প্লাস্টিক ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগাজুল তাপ ও ১৩৪০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড মেশে। এসব ক্ষতির কথা বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্য শস্য মোড়কীকরণে পাটের থলে ও বস্তা ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে (weforum.org)। পরিবেশ সচেতনতার জন্য এই চাহিদা আরও বাড়বে।

পাট ও পাটজাত ফসল হতে উচ্চ মূল্যের বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা :

পাটের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত। বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ ট্রিলিয়ন পলিথিন ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া থেকে পরিবেশ বাঁচাতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে পাটের কাছে। পাট থেকে তৈরি জুট জিও-টেক্সটাইল বাঁধ নির্মাণ, ভূমি ক্ষয় রোধ, পাহাড় ধস রোধে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের উন্নত পাট এখন বিশ্বের অনেক দেশে গাড়ি নির্মাণ, কম্পিউটার বডি, উড়োজাহাজের পার্টস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ইলেকট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পেও বহির্বিশ্বে বেশ পরিচিত পাট। পাটকাঠি থেকে তৈরি চারকোল খুবই উচ্চ মূল্যের, যা দিয়ে আতশ বাজি, কার্বন পেপার, ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্ল্যান্ট, ফটোকপিয়ার মেশিনের কালি, মোবাইল ফোনের ব্যাটারিসহ নানান জিনিস তৈরি করা হয়। পাট ও পাটজাত বর্জের সেলুলোজ থেকে পরিবেশবান্ধব পলি ব্যাগ উদ্ভাবন করা সম্ভব যা দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই মাটিতে মিশে যাবে। ইতোমধ্যেই দেশের বিজ্ঞানীরা পাট দিয়ে টিন তৈরি করেছেন। যার নাম দিয়েছেন 'জুটিন'। তারা বলছেন জুটিন হবে পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও সাশ্রয়ী। এছাড়াও পাট দিয়ে টাইলস, নৌকা, চেয়ার-টেবিল তৈরির আয়োজন চলছে; যেগুলো ধাতব স্টিলের চেয়েও বেশি মজবুত হবে।

পরিবেশ রক্ষায় এবং স্বাস্থ্য উন্নত হাইড্রোকার্বন মুক্ত জুট ব্লেচিং অয়েল উন্নয়ন, জুট ফাইবারকে বিশেষ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্নিরোধী পাটজাত বস্ত্র উৎপাদন, পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন ব্যাগের বিকল্প স্বল্প ব্যয়ে পাটের ব্যাগ তৈরি এবং দেশের নার্সারিগুলোতে গাছের চারা সংরক্ষণে পাটের ব্যাগ (নার্সারি পট) উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়া পাট কাটিংস ও

নিম্নমানের পাটের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে নারিকেলের ছোবড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় পরিবেশবান্ধব এবং ব্যয় সাশ্রয়ী জুট জিওটেক্সটাইল। জিওটেক্সটাইল ভূমি ক্ষয়রোধ, রাস্তা ও বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদীর পাড় রক্ষা ও পাহাড় ধস রোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। জিওটেক্সটাইলের অভ্যন্তরীণ বাজার এখন ৭ শ' কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, রেল, সড়কসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অবকাঠামো তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসেবে জিওটেক্সটাইলের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশতো বটেই, বিশ্বজুড়ে নানা কাজে 'মেটাল নেটিং' বা পলিমার থেকে তৈরি সিনথেটিক জিওটেক্সটাইলের পরিবর্তে পরিবেশ উপযোগী ও উৎকৃষ্ট জুট জিওটেক্সটাইলের কদর বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের পাট এখন পশ্চিমা বিশ্বের গাড়ি নির্মাণ, পেপার এন্ড পাম্প, ইনসুলেশন শিল্পে, জিওটেক্সটাইল হেলথ কেয়ার, ফুটওয়্যার, উড়োজাহাজ, কম্পিউটারের বডি তৈরি, ইলেকট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ইউরোপের বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ বেঞ্চ, ওডিফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্রের জিএম মটর, জাপানের টয়োটা, হোন্ডা কোম্পানিসহ নামি দামি সব গাড়ি কোম্পানিই তাদের গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ডেশবোর্ড তৈরিতে ব্যবহার করছে পাট ও কেনাফ। বিএমডব্লিউ পাট দিয়ে তৈরি করছে পরিবেশসম্মত 'গ্রিনকার', যার চাহিদা এখন প্রচুর।

পাট ও পাটজাতীয় ফসলের উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক উপাদানসমূহ-সেলুলোজ (৬৪.৪%), হেমিসেলুলোজ (১২%), পেকটিন (০.২%), লিগনিন(১১.৮%), যাহারা উচ্চ মূল্যের বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাট আঁশের সেলুলোজকে মাইক্রো ক্রিস্টালাইন সেলুলোজএ (MCC) পরিবর্তিত করে তা থেকে ঔষধের বেসমেটারিয়াল তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেলুলোজ ডেরিভেটিব যেমন: কার্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ (CMC), সেলুলোজ এসিটেট ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন থিকিও ভিসকোস মেটারিয়াল, ঔষধ কোম্পানিগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবুজ এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে, মিনারেল অয়েল এর পরিবর্তে ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে জুট ব্যাচিং ইমালশন তৈরী করা হচ্ছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পাট থেকে উন্নতমানের কম্পোজিট ও হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরীকরণ ও পাটের বহুমুখী ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও সহজ পদ্ধতিতে পাট থেকে উন্নত মানের মন্ড, সেলুলোস, ভিসকস রেয়ন, পচনশীল ব্যাগ ও কাগজ তৈরি করার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাটজাত ফেব্রিক্স কে রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অগ্নিরোধী, পচনরোধী, পানিরোধী বিভিন্ন গ্রেডে উন্নীত করে তা বিভিন্ন কোম্পানিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাট ও পাটকাঠি থেকে সক্রিয় কার্বনসহ শিল্পে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন মূল্যবান ম্যাটেরিয়াল তৈরি এবং পাশাপাশি পাট কে সালফোনেশন ও ইথারিফিকেশন এর মাধ্যমে মডিফিকেশন করে তুলা ও অন্যান্য তন্তুর সাথে মিশ্রিত করে, শিল্পে ব্যবহার উপযোগী মূল্যবান ম্যাটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে যা টেক্সটাইল শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যাবে। গ্যাস সেপারেশনের কাজে, পাটের লিগনিন থেকে তৈরিকৃত মেমব্রেন এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপসংহার :

পতিত এবং অনাবাদি জমির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রান্তিক এবং অপ্রচলিত (লবনাক্ত, পাহাড়ী, চরাঞ্চল এবং হাওড়) জমিতে আবাদোপযোগী উন্নত দেশী, তোষা ও কেনাফ ও মেস্তা জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে বর্ধিঞ্চু জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদার যোগান মেটাতে অনুর্বর জমিতে পাট আবাদ স্থানান্তরিত হলেও জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। অপ্রচলিত এই সকল ভূমি সুনির্দিস্ট পরিকল্পনার আওতায় এনে চাষ করা সম্ভব হলে এবং তদানুযায়ী শিল্পের প্রসার ঘটনো গেলে উৎপাদিত বহুমূখী পাট পণ্যের স্থিত ও সম্প্রসারিত বাজার প্রসার লাভ করবে। উন্নত দেশ বিনির্মানে ২০৪১ সালের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট হবে এক অন্যতম জয়যাত্রা সারথী।

জিনোম প্রকল্প হতে উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১) এর মাঠ প্রদর্শনী

বিজ্ঞাণীদের সাথে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

‘উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ প্রকল্পের অর্জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, উত্তরণ ও ভবিষ্যত ভাবনা

দীপক কুমার সরকার (যুগ্মসচিব)
প্রকল্প পরিচালক, পাট অধিদপ্তর

সোনালী আঁশ বলে খ্যাত পাট ও পাটজাত পণ্য বাংলাদেশের ঐতিহ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের অন্যতম উদ্দীপক ছিল বাংলার পাট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর ৬ মার্চ কে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মানসম্মত বীজের অভাব এবং সনাতন পদ্ধতিতে পাটের চাষাবাদ একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পাটখাতের উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও পাট পচনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং অব্যাহত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট অধিদপ্তরের তত্বাবধানে “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন :
- ৭৫,০০০ জন কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৭৫০০ মেঃ টন উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন ;
- ৬,৯০,০০০ জন কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল পাট উৎপাদন ;
- উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনের জন্য ৭৫,০০০ জন এবং পাট আঁশ উৎপাদনের জন্য ৩,৪৫,০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান ;

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে কৃষকগণ উপকৃত হচ্ছেন, অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটছে। ভালোমানের পাটবীজ ও পাটের আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত বীজ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটিং এবং পাটবীজ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা থাকায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত বীজের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশে উফশী পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটবীজের ঘাটতি পূরণ অনেকটা সম্ভব হয়েছে। এতে উন্নত জাতের পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, যা সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাট চাষীগণ উফশী পাটবীজ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীল এবং মানসম্মত অধিক পরিমাণ উন্নত জাতের পাট উৎপাদনে সক্ষম হবেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু, পাট আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল পাট চাষাবাদের মাধ্যমে বছরপিছু গড়ে চাষীর ৭৮০০০ হেক্টর জমিতে তোষা পাট উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতি বছর ৬০০-৭০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত বিএডিসি থেকে প্রায় ৭ মে.টন ভিত্তি পাটবীজ ও আঁশ উৎপাদনের জন্য ৪৫০ মে.টন প্রত্যায়িত পাটবীজ ক্রয় করে নির্বাচিত আদর্শ পাট চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। উফশী পাটবীজের পাশাপাশি রাসায়নিক সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণাদিসহ উন্নত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি তালিকাভুক্ত কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। উফশী পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহী এবং উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচনের জন্য উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ভুমিকার পথ পরিক্রমায় জাতীয় অর্থনীতিতে পাট উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতি আজ গর্বিত। পাট চাষীদের প্রত্যাশা পূরণের যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছে তা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর নির্মল বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপ এবং সানুগ্রহ নির্দেশনা জাতিকে করেছে উদ্বেলিত এবং স্পন্দিত। পাটের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। উৎকৃষ্ট জমি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের সেরা মানের

পাট উৎপাদন করে আসছে। দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পাট খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৮.৩৯ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করা হয় এবং প্রায় ৮২.৭৬৯ লক্ষ বেল কাঁচাপাট উৎপাদন হয়। পাট চাষের জন্য প্রতিবছর প্রায় ৬৩১২ (তোষা, দেশি ও কেনাফ) মে.টন পাটবীজের প্রয়োজন।

সরকারিভাবে দেশে প্রায় ১৮০০ মে. টন পাটবীজ উৎপাদন হয়ে থাকে। এছাড়া প্রকল্প বর্হিভূত চাষী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদন করে থাকে। এতে সরকারি-বেসরকারিভাবে মোট ২১০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদন হয়ে থাকে।

পাটবীজের চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রায় ৩০০০ মে.টন পাটবীজ (ডিএই এর অনুমোদনের ভিত্তিতে এলসি মাধ্যমে) ভারত থেকে ডিলারের মাধমে আমদানি হয়ে থাকে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে প্রায় ৫০০ মে.টন পাটবীজ ভারত থেকে আমদানি করা হয়। দেশে উৎপাদিত পাটবীজ এবং ভারত থেকে আমদানিকৃত পাটবীজের মাধ্যমে প্রায় ৫৯০০ মে.টনের চাহিদাপূরণ করা সম্ভব। ফলে চাহিদাপূরণের জন্য আরও প্রায় ৫০০ মে.টন পাটবীজের ঘাটতি থাকে।

চিত্র : পাট জাগ দেয়া

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
৩৭,৬৪৬.৭৪	১২২৪০৮.৮৫ লক্ষ টাকা (৩২.৫২%)	৩৯%

এ যাবৎ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বছরভিত্তিক গড়ে ৫৭৮০০০ কৃষককে পাট আঁশ চাষে ও ৩৫০০০ কৃষককে পাট বীজ চাষে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২১২৩৫৪ হেক্টর জমিতে প্রায় ৩৬ লক্ষ বেল পাট ও প্রায় ৭০০০ হেক্টর জমিতে প্রায় ১৫০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদন হয়েছে। চাষীদের মাঝে প্রায় ৩০ মে.টন ভিত্তিবীজ ও ১৬০০ মে.টন প্রত্যায়িত ও মান ঘোষিত বীজ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত বীজ হতে বীজ বিক্রয়ে আগ্রহী কৃষকদের নিকট হতে পরবর্তী পাট মৌসুমের চাহিদার ভিত্তিতে ১৭২ মে.টন বীজ ক্রয় করে তা অন্য চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ১৫০০০০ চাষী পাট ও পাটবীজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এ প্রকল্পটি সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত করা। যার ফলে পাট চাষ পূর্বের সোনালী যুগে ফিরে না এলেও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৬৫০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রায় ১৩০ মে. টন পাটবীজ বীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট হতে প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। শুধু তাই নয় উৎপাদিত এ বীজ বিএডিসির পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা ৮০% এর উপরে পাওয়া গিয়াছে যা মান ঘোষিত পর্যায়ে আছে এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষকরাও পাটবীজ নিয়ে তাদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে। প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত আঁশের মানেও কৃষকরা তাদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ:

১. পাট ও পাটবীজ চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমির প্রাপ্যতা: প্রকল্পটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো কাঙ্খিত মাত্রার পাট চাষের জমি না পাওয়া। মূলত খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়ন বিবেচনায় শস্য বৈচিত্রায়নের কারণে চাষীদের আগ্রহের মধ্যেও বৈচিত্র এসেছে। কৃষকেরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের দেশি-বিদেশী ফল, ফসল ও সব্জি আবাদের দিকে ঝুকছে। পাট

একমাত্র অর্থকরী ফসল হিসেবে যে জায়গায় ছিল তা বিভিন্ন ফল-ফসল এসে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে পাট চাষের আওতায় আরও অধিক পরিমাণ জমি পাওয়া দুরহ হয়ে পড়েছে। আবার বীজ উৎপাদন মৌসুমে সব্জি চাষের সময় হওয়ায় বীজ উৎপাদন চাষাধীন এলাকা বৃদ্ধিও কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে সাথী ফসল হিসেবে কিংবা আম বাগানে পাটবীজ চাষের বিষয়টি ভাবা যেতে পারে।

২. বাস্তবায়নকারী জনবল: উপজেলা পর্যায়ে পাট অধিদপ্তরের কোন স্থায়ী জনবল কিংবা অফিস নেই। প্রকল্পের একজন উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা আউটসোর্সিং সেবা গ্রহণ নীতিমালায় কাজ করছে। তার সাথে ২০২২ এর শুরুতে একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মূলত স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা কৃষি অফিস ও জন প্রতিনিধিদের সহায়তায় চাষীদের তালিকা তৈরিসহ যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে মাঝে-মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যথাসময়ে কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হচ্ছে। তা ছাড়া একজন মাত্র টেকনিক্যাল জনবল দিয়ে পুরো উপজেলায় পাট চাষীদের সেবা প্রদান কিংবা যথাযথ পরিবীক্ষণও সম্ভব হয়ে উঠেনা।

৩. সমন্বিত চাষাবাদ: বর্তমানে কৃষকেরা শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে শস্য বিন্যাস ও সমলয়ে চাষাবাদের উপর জোর দিচ্ছে। কিন্তু এ প্রকল্পটি শুধুমাত্র একটি ফসল নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করায় কৃষকদের সমন্বিত চাষাবাদ নিয়ে কোন ধারণা দিতে পারছেনা। এ ক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি অফিস যদি শস্য বিন্যাসের মধ্যে পাট ও পাটবীজকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে তা হলে আরও অধিক ফলপ্রসূ হবে।

৪. রিবনার বিতরণ: ১৯৯৭ সাল থেকেই পাট অধিদপ্তর বিভিন্ন ফর্মে উদ্ভাবিত রিবনার প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষককের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বিতরণকৃত রিবনার ব্যবহার করতে শ্রমিক বেশি লাগে এতে পাটখড়ি কিছুটা ভেঙ্গে যায় এবং পাটের বয়স বেশি হলে ছাল/আঁশ পুরোপুরি বের না হয়ে ছিড়ে যায় বিধায় কৃষকরা তা ব্যবহারে আগ্রহী নয়। এ সব বিবেচনায় ২০২১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের পিআইসি সভায় বিজেআরআই প্রতিনিধি রিবনার খাতে অর্থ ব্যয় অপচয় হবে মর্মে মত ব্যক্ত করলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রিবনার বিতরণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিজেআরআই যদি শ্রমবান্ধব ও সহজলভ্য রিবনার তৈরি করতে পারে সে ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া যাবে।

৫. জাত জনপ্রিয়করণ: আরও একটি বিষয় কৃষকগণ মত প্রকাশ করেন যে বিজেআরআই তোষা পাট ১২০ দিনের পূর্বে কর্তন করলে কাঙ্খিত মাত্রার ফলন পাওয়া যায় না। অথচ আমদানীকৃত ভারতীয় জাতসমূহ এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই সমপরিমাণ ফলন দিয়ে থাকে এবং বাজারে দামও সমপর্যায়ের থাকে। সে বিবেচনায় বিজেআরআই তোষা পাট কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করা সময়সাপেক্ষ।

৬. টেকসই বীজ উৎপাদন ব্যবস্থা: প্রকল্পের আওতায় বীজ ক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকায় আপাতত বীজ উৎপাদনে চাষীদের কিছুটা আগ্রহী করা গেলেও ক্রয়ের ব্যবস্থা না থাকলে কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদনে আগ্রহী করে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি প্রকল্পে পাটবীজ উৎপাদনের সংস্থান থাকলেও যেহেতু বীজ ক্রয়ের সংস্থান নেই সেহেতু তারা কাঙ্খিত মাত্রায় পাটবীজ উৎপাদন করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে বিএডিসির অভিজ্ঞতাও প্রায় সমপর্যায়ের। তাই দেশে পাটবীজ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টি খুবই চ্যালেঞ্জিং।

৭. পাট উৎপাদন মৌসুমে ক্রয় কেন্দ্রগুলোর অবস্থান নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় থাকায় অনেক এলাকার কৃষক স্থানীয় বাজারে পাট বিক্রয় করতে না পেরে হতাশায় ভোগেন। এক্ষেত্রে পাট উৎপাদন জেলা সমূহে পাট ক্রয় কেন্দ্র থাকলে কৃষকদের পাট বিক্রিতে সহায়ক হয়।

ভবিষ্যৎ ভাবনা:

এ প্রকল্পটি পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তাবায়নাধীন একমাত্র প্রকল্প। তা ছাড়া পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রকল্প। ১৯৯৪ সাল হতে পাট অধিদপ্তর বিভিন্ন নামে কিংবা আঙ্গিকে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। তাই ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়নের নিমিত্ত যে বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ:

১. যেহেতু প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ আবর্তক প্রকৃতির সেহেতু আউটসোর্সিং জনবল দ্বারা বাস্তবায়ন না করে ক্রমান্বয়ে রাজস্ব জনবল দ্বারা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ করা সমীচীন।

২. শুধুমাত্র পাট উৎপাদনের জন্য উপজেলাসমূহে বছরের অর্ধেক সময় জনবল অলস সময় অতিবাহিত করে এতে করে অর্থ ও শ্রমশক্তির দুটোরই অপচয় ঘটে। বিষয়টি বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

৩. উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে নিবিড় সমন্বয় সাধন করে স্থানীয় শস্যবিন্যাসের মধ্যে পাট ও পাটবীজকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে কৃষকদের পাট চাষে আগ্রহ বাড়তে পারে।

৪. পাট ফসলে বীজ বাহিত ও মাটি বাহিত রোগের আক্রমনে পাটের উৎপাদন এবং মান হ্রাস পায়। পাটবীজ শোধনের মাধ্যমে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। পরীক্ষামূলকভাবে ০২ টি প্লটে তার সুফলও পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে পাটবীজ শোধন করে বপণ করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার:

বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পাট অধিদপ্তর ধারাবাহিকভাবে পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রকল্পটিও বাস্তবায়ন করছে। শুরুতে জনবল নিয়োগে বিলম্ব ঘটা এবং তার পর পরই কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পটি পূর্ণ উদ্যম নিয়ে শুরু করতে বাধা পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে এসে প্রকল্পটি মোটামুটি সফলতার সাথে কিছুটা কাজ করতে পেরেছে। প্রকল্প সংশোধন প্রক্রিয়াধীন এবং ইতোমধ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। আশা করছি এ সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পটি অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হবে।

চিত্র : বিভিন্ন জেলায় “উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চাষী সমাবেশ

পাটখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন

মোঃ আবুল হোসেন
চেয়ারম্যান, বিজেএমএ

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন কোম্পানী আইন ১৯১৩ মোতাবেক ১৯৮৪ সনে জয়েন্টস্টক কোম্পানীর নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে ৩৫টি পাটকল নিয়ে বিজেএমএ গঠিত হলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৪০। বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশনের পরিচালনার জন্য ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে, যার মধ্যে ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ১০ (দশ) জন পরিচালক রয়েছেন। এ এসোসিয়েশনটি কোম্পানীর এ্যাক্ট-১৯৯৪, এসোসিয়েশনের আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন ও বাণিজ্যিক সংগঠন এ্যাক্ট-২০২২ দ্বারা পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশনের সদস্য মিলসমুহ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাতপণ্য উৎপাদন করে এবং ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে ৩০৫১ (তিন হাজার একান্ন) কোটি টাকা বৈদেশিক মূদ্রা আয় করে, তাছাড়া স্থানীয় বাজারে ৭০ (সত্তর) হাজার টন পাটজাত পণ্য বিক্রি করে ৭৮৫ (সাতশত পঁচাশি) কোটি টাকা আয় করে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দেশের জাতীয় বাজেটের আয় ব্যয়ের পরিমান ছিল ৪১০৮ (চার হাজার একশত আট) কোটি টাকা। এ অর্থবছরে মোট রপ্তানি হয়েছিল ১৫১০ (এক হাজার পাঁচশত দশ) কোটি টাকা, যার মধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ১০৩১ (এক হাজার একত্রিশ) কোটি টাকা, যা মোট রপ্তানির ৬৮% (সূত্র ইপিবি), আজকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য মোট রপ্তানির মাত্র ৫%। অথচ পাট আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে দ্বিত্ব ভূমিকা পালন করে। প্রথমতঃ পাট যখন বপনের সময় হয়, তখন জমি তৈরী থেকে শুরু করে বীজ বপন, পাট কাটা, ধৌতকরণ ও পাট শুকিয়ে বিক্রির জন্য বাজারে আনা পর্যন্ত গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে একটি চাঙ্গা ভাব থাকে। তখন কৃষি শ্রমিকগণ তাদের শ্রমের মজুরি পেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ এ পাট যখন শিল্প-কারখানায় আসে তখন শ্রমিকগণ তাদের শ্রমের মাধ্যমে পাট দ্বারা পাটজাত পণ্য তৈরী করে থাকে। এখানেও শ্রমিকগণ তাদের প্রাপ্ত মজুরি দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে ও তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে, এতেও গ্রামীণ বাজার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। কিন্তু বর্তমানে পাটশিল্প বিভিন্ন সমস্যার কারণে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাটজাত পণ্য ১০০% দেশীয় মূল্য সংযোজন করে থাকে, তাছাড়া পাট পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হওয়ায় পৃথিবীর সকল দেশে এর কদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবুও পাটশিল্প আজ কতিপয় স্বার্থান্বেসী মহলের কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে তাঁর অবদান রাখতে পারছে না। দেশের পাটকলগুলো পুরাতন মেশিনপত্র ও ব্যাংক ঋণ সহ বিভিন্ন কারণে সমস্যায় জর্জরিত এবং এর সাথে জড়িত ৪/৫ কোটি মানুষের জীবন জীবিকা হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু পাট খাতের উপর দেশীয় ভাবে স্পষ্ট কতিপয় সমস্যা ও বিদেশী ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত কতিপয় বিধি নিষেধ পাটখাতের উন্নয়নে বাধাঁ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বন্ধুপ্রতীম দেশ ভারত যাতে সে দেশে অনায়াসে পাটজাত পণ্য প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ২০১৭ সনে পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছেন। এর ফলে যেখানে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের মোট রপ্তানির ২৫% ভারতে রপ্তানি হতো, তা এখন দাড়িয়েছে ৫%-এ। বিজেএমএ ভারত কর্তৃক আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি রহিত করার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাত করে সমস্যাটি তুলে ধরেছে। গত ১১ থেকে ১৬ জুন ২০২২ পর্যন্ত ভারতের ডাইরেক্টর জেনারেল অব ট্রেড রিমিডি (DGTR) এর ১টি প্রতিনিধি দল পুনরায় এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করার উদ্দেশ্যে জনাব রাজীব অরোরা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ডিজিটিআর এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাটকল পরিদর্শন করে মিলগুলোর উৎপাদন ও বিক্রি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি যাতে রহিত করা হয় সে বিষয়ে বিজেএমএ হতে তদন্ত টিমকে অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে কমিটির প্রতিবেদনটি ভারতের অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রতিবেদনটি অনুমোদন করেন তবে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য এন্টি ডাম্পিং ডিউটি পুনরায় বাংলাদেশের জন্য বলবৎ হবে। এক্ষেত্রে এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি যাতে আরোপিত না হয় সে বিষয়ে ট্যারিফ কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এন্টি ডাম্পিং ডিউটি পুনরায় আরোপিত হলে বাংলাদেশের পক্ষে WTO তে আপীল করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।

জাতির পিতা এ পাটশিল্পের উপর ভিত্তি করেই এ দেশের স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলেন। এমনকি তিনি জাতীয় প্রতীকে পাট পাতাকে সন্নিবেশিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চ কে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করে পাটকে সারাবিশ্বে নতুন করে পরিচয় করে দিয়েছেন। তিনি পাটশিল্পকে রক্ষা করার জন্য ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০, পাট আইন-২০১৭ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করেছেন। তাছাড়া, ২০১৬ সনে পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে সানুগ্রহ ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু তা অদ্যাবধি বাস্তবায়ন হয়নি। এমনকি পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানির উপর সর্বোচ্চ ২০% নগদ সহায়তা প্রদান করেছেন ।

বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কাঁচাপাটের উপর ২% উৎস কর আরোপ করা হয়েছে। পাটজাত পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে শুধুমাত্র পাটই ব্যবহৃত হয়। যদি পাটের দাম ২% বৃদ্ধি পায় তবে তা উৎপাদিত পাটজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্য বিদেশী পাটজাত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না, কারণ ক্রেতা যেখানে পণ্য সস্তা পাবে সেখানেই ধাবিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীন চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এ দেশে উৎপাদিত ১৯টি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহারের জন্য 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' পাশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এ আইনটি এখনও শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ যদি শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায় তাহলে অচিরেই বাংলাদেশে পাটের স্বর্ণযুগের সূচনা হবে বলে আশা করি। বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন এ আইনটি শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব এই পাট ও পাটশিল্পের সাথে প্রায় ৪/৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশের ঐতিহ্য এ শিল্পকে রক্ষা করার জন্য Export Development Fund এর আদলে Jute Sector Development Fund গঠন করে পাটশিল্পে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হলে মিল মালিকগণ চিরাচরিত পাটপণ্যের সাথে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হবে এবং স্বল্প মূল্যে দেশে ও বিদেশের বাজারে পাটপণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্য বিক্রি/রপ্তানি বাড়াতে সচেষ্ট হবে। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতি। ১(এক) কেজি পাট ব্যবহার করে ১(এক) টি বস্তা তৈরী করা হলে তা বিদেশের বাজারে বিক্রি হয় ১০০ (একশত) টাকা কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ১(এক) কেজি পাট দ্বারা বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করা যায় তবে বিদেশের বাজারে তার মূল্য হবে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকারও বেশী। এতে পাটজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। আর সেজন্য প্রয়োজন Jute Sector Development Fund।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২০১৬ সনে পাটজাত পণ্যকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে সানুগ্রহ ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ ঘোষণাকে জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া পাটশিল্প কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শিল্পের ন্যায় গৃহীত ঋণের উপর সুদের হার কমে যাবে। ভারত সরকার তার দেশের পাটকলসমূহের পুরাতন মেশিনারীজ পরিবর্তন করে নতুন মেশিনারীজ স্থাপনের জন্য মেশিন মূল্যের ৩০% হারে মিল মালিকদের অনুদান প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ পাটকলের মেশিনারীজ ৫০/৬০ বছরের পুরাতন। এসব পুরাতন মেশিনারীজ পরিবর্তন করে নতুন মেশিন ক্রয় করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পাটকল মালিকদের ৩০% হারে অনুদান প্রদান করা হলে পাটকল মালিকগণ পুরাতন মেশিনারীজ বিক্রী করে যে অর্থ পাবে তার সাথে সরকারি অনুদান এবং নিজস্ব অর্থ যোগ করে নতুন মেশিনারীজ ক্রয় করে মিলে স্থাপন করতে পারবে। নতুন মেশিনারীজ স্থাপন করা হলে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়ে পণ্যের একক মূল্য কমে যাবে। তাতে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্য অন্যান্য দেশের পাটপণ্য ও বিকল্প পণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দীতায় টিকে থাকতে পারবে। অচিরেই পাট খাতের রপ্তানি আয় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে পাটপণ্যের রপ্তানি আয় ৮ (আট) বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

পাটপণ্য রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনক হলেও সত্যি যে পাটবীজে আমরা আমদানি নির্ভর। পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ছাড়া পাট শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার থেকে পাটবীজ উৎপাদনে কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান এবং ধানের ন্যায় গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল পাটের বীজ উৎপাদন করা হলে বাংলাদেশ পাটবীজ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে পারবে এবং বিদেশের উপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে ।

এ সকল সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিজেএমএ সমস্যাগুলোর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অবহিতর জন্য দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা আশা করি এ সমস্যাগুলো সমাধান হলে পাটশিল্প খাত থেকে অচিরেই রপ্তানির মাধ্যমে ৮-১০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং পাটশিল্প পূর্বের ন্যায় জাতীয় অর্থনীতিতে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারবে ।

পাট পচনে পানির ঘাটতি সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি

জাকারিয়া আহমেদ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
টেকনোলজি উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

পাটের কাণ্ডের কাঠের অ-তন্তুযুক্ত (পেকটিন ও অন্যান্য মিউকিলাজিনাস) পদার্থ থেকে আঁশগুলিকে আলাদা করার প্রক্রিয়াকে পাট পচন বা রিটিং বলা হয়। এটি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন আঁশ গ্রুপের জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা সঞ্চালিত হয়। পাট পচন এর সময় বাংলাদেশের কিছু এলাকা, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে, পানির অভাব দেখা দেয়। এ কারণে মৌসুমে পাট কাটার তীব্র সংকটে পড়ে কৃষকরা। পাটের সবুজ আঁশ শুকিয়ে সংরক্ষণ করে, পরে যদি শুকনো ছাল থেকে একই মানের আঁশ পাওয়া যায় তবে শুকনো বা সংরক্ষিত আঁশগুলি চাষের জন্য সহায়ক হতে পারে এবং পানির অভাবজনিত সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধান করা যায়। সাধারণত ধীর গতিতে চলমান পানিতে পাট পচন করা সবচেয়ে ভালো। স্থির পানিতে নিকৃষ্ট মানের আঁশ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে, যদি না প্রতিবার পচন করার পর বিশুদ্ধ পানি এবং জীবাণুর জন্য অনুকূল ববস্থা করা হয়। এই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে, আঁশ পাওয়ার জন্য অণুজীব ইনোকুলাম/কনসোর্টিয়া ব্যবহার একটি বিকল্প পাট পচন কৌশল হতে পারে। অণুজীব (মাইক্রোবিয়াল) ইনোকুলাম/কনসোর্টিয়া হল জীবমণ্ডল জুড়ে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ। এই অণুজীবগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে আসতে পারে এবং তাদের এনজাইম উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে অণুজীব (মাইক্রোবিয়াল) ইনোকুলাম/কনসোর্টিয়া প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই ইনোকুলামগুলি শুকনো বা সংরক্ষিত ছালের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাইক্রোবিয়াল ফর্মুলেশন শুধুমাত্র পাট পচন এর সময়কাল কমানোর জন্যই নয় বরং আঁশ/ফাইবারের মানের অন্তত দুই থেকে তিন গ্রেডের উন্নতির জন্যও উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

অতএব, মাইক্রোবিয়াল কনসোর্টিয়া ব্যবহার করে সংরক্ষিত বা শুকনো পাটের ছাল থেকে রেটিং/ফাইবার নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার বিকাশের জন্য পানির অভাব এলাকায় বা পানির অভাবের সময় পাটের বিকল্প কৌশল হতে পারে । ইনোকুলাম ফর্মুলেশন এবং ডেভেলপমেন্ট হল একটি সুপ্ত স্টক কালচার থেকে অণুজীবের জনসংখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অণুজীবের একটি জনসংখ্যা প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া, যা একটি চূড়ান্ত উৎপাদনশীল পর্যায়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধারণাটি শুধুমাত্র অণুজীবের ইনোকুলামের বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রেই নয়, বরং বিশুদ্ধ অণুজীবের বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুষ্ক পাটের আঁশ পৃথক করার ক্ষেত্রে যা একটি শক্তিশালী বিকল্প হতে পারে। নিম্নোক্ত কৌশল/প্রযুক্তি সমূহ পাট কাটার জন্য পানির অভাবের একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে :

- ফাইবার নিষ্কাশনের জন্য মাইক্রোবিয়াল ইনোকুলাম তৈরি এবং বাধ্যতামূলক মৌসুমী পাট পচন অনুসরণ না করে উপযুক্ত সময়ে মাইক্রোবিয়াল ইনোকুলাম ব্যবহারের মাধ্যমে পাট আঁশগুলিকে আলাদা করা ।
- লাইফোলাইজেশন কৌশল ব্যবহার মাধ্যমে পাউডার আকারে মাইক্রোবিয়াল কনসোর্টিয়ার তৈরি করে দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষন এবং প্রয়োজনে পাট/ফিতার করা
- পাট পচন মাইক্রোবিয়াল এনজাইমগুলিকে নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত এনজাইম বিট তৈরি করা, যা পাট/ফিতার সংরক্ষিত বাকলের প্রয়োজনে বারবার এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই প্রযুক্তিগুলি পাট আঁশ আহরণের জন্য পাটের পচন পানির অভাব কাটিয়ে উঠতে অভিনব কৌশল বিকাশে সহায়তা করবে, যা কৃষকদের জন্য উপকৃত হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে ।

সুস্বাস্থ্যে ভিটামিন চাই
পাটের পাতার সবজি খাই।

ফিরে আসুক সোনালি আঁশের হারানো সোনালি দিন

কৃষিবিদ ড. মো: আল-মামুন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
প্রজণন বিভাগ
বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনস্টিটিউট

পাট কেবল আমাদের সোনালি আঁশ নয়, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের এক সোনালি অধ্যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় পরিবেশবান্ধব তন্তু হিসেবে আবার পাটের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশেই পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত মানের পাট উৎপাদিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬ লাখ ৮২ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। বিজেএসএ সূত্রে জানা যায়, বছরে দেশে ৭৫ থেকে ৮০ লাখ বেল কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য লাগে ৬০ লাখ বেল। আর ১০ থেকে ১২ লাখ বেল কাঁচাপাট রপ্তানি করে বাংলাদেশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ১১৬ কোটি ডলারেরও বেশি, এ রপ্তানি শত কোটি ডলার ছাড়িয়ে ছিল ২০১০-১১ অর্থবছরেই। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত পাট ও পাটপণ্য তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় ১৩৫টি দেশে রপ্তানি করছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কেবল পাটজাত ব্যাগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া দেশে অন্যান্য পাটপণ্যের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৭১৬.৫২ কোটি টাকার। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঁচাপাট রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৪ কোটি ডলারের।

ঢাকাই মসলিন, সিল্কের শাড়ি কিংবা কাপড় যেমন নামে-ডাকে গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক পাটের তৈরি অনেক জিনিসপত্রও এখন দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পাট ও পাটজাত বর্জের সেলুলোজ থেকে পরিবেশবান্ধব বিশেষ সোনালি ব্যাগ, পাটের তৈরী জিন্স (ডেনিম), পাট ও তুলার মিশ্রনে তৈরি বিশেষ সুতা (ভেসিকল), পাট কাটিংস ও নিম্ন মানের পাটের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে নারিকেলের ছোবড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত জুট জিও টেক্সটাইল, পাটখড়ি হতে উৎপাদিত ছাপাখানার বিশেষ কালি (চারকোল) ও পাটপাতা থেকে উৎপাদিত ভেষজ পানীয় দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পাটকাঠি থেকে অ্যাকটিভেটেড চারকোল বাংলাদেশে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। পাট দিয়ে তৈরি শাড়ি, লুঙ্গি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, বাহারি ব্যাগ, খেলনা, শোপিস, ওয়ালমেট, আল্পনা, দৃশ্যাবলী, নকশিকাঁথা, পাপোশ, জুতা, স্যান্ডেল, শিকা, দড়ি, সুতলি, দরজা-জানালার পর্দার কাপড়, গহনা ও গহনার বক্সসহ ২৮৫ ধরণের পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের পাট এখন পশ্চিমা বিশ্বের গাড়ি নির্মাণ, পেপার অ্যান্ড পাম্প, ইনস্যুলেশন শিল্পে, জিও টেক্সটাইল হেলথ কেয়ার, ফুটওয়্যার, উড়োজাহাজ, কম্পিউটারের বডি তৈরি, ইলেকট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাট ও পাটপণ্য শুধু পরিবেশবান্ধব এবং সহজে পচনশীলই নয় এটা পরিবেশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়কারী কৃত্রিম তন্তুর জনপ্রিয়তা বা ব্যবহার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু আন্দোলনের অংশ হিসেবে পানি, মাটি ও বায়ু দূষণকারী পলি ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র জনমত তৈরি হয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০৯ সালকে ‘আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তুবর্ষ’ হিসেবে ঘোষিত ও পালিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার আরও উৎসাহিত হয়েছে। বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১০ লাখেরও বেশি এবং বছরে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন টন পলিথিন ব্যবহার করা হয়, যার ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার মানুষ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক পাখি ও জলজ প্রাণী। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে শুধু ঢাকাতেই মাসে প্রায় ৪১ কোটি পলি ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষতির বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্য শস্য ও চিনি মোড়কীকরণ করার জন্য পরিবেশবান্ধব পাটের বস্তা বা থলে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশে ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার ফলে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর শিল্প-রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রীর পরিবর্তে অর্গানিক বা পচনশীল ও নবায়নযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে। সাম্প্রতিক ইতালি, ব্রাজিল, ভুটান, চীন, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, সোমালিয়া, তাইওয়ান, তানজানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সিনথেটিক ব্যাগসহ পরিবেশ বিনাশী অন্যান্য উপাদান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ঝুঁকে পড়ছে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারের দিকে। এ ক্ষেত্রে পাটই হয়ে উঠেছে বিকল্প অবলম্বন। বিশ্বে বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পাটের ব্যাগ ও ৩২ মিলিয়ন ফুড গ্রেড পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া বিলাসবহুল মোটরগাড়ি নির্মাণ করে এমন পাঁচটি বড় কোম্পানি ঘোষণা দিয়েছে, তারা তাদের গাড়ির অভ্যন্তরীণ কাঠামোর

একটি বড় অংশ তৈরি করবে পাটজাত পণ্য দিয়ে। বিশ্বের এই চাহিদা মেটাতে, পাটকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আমাদের কাজ করতে হবে।

পাটকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য গৃহীত হয়েছে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ। পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রসার, গবেষণা ও পাট চাষে উদ্ধুদ্ধকরণে পাট আইন-২০১৭, পাটনীতি-২০১৮ প্রণয়নের উদ্যোগ অন্যতম। পাট চাষীদের সহায়তা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে পাটের বীজ উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় কতিপয় পণ্য বিক্রয়, বিতরণ ও সরবরাহে বাধ্যতামূলক পাটজাত মোড়ক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' প্রণীত হয়েছে। আইনের আওতায় সার, চিনি, ধান, চালসহ ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাটকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে ঢাকার বুকে তেজগাঁওয়ে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রায় ২৮২ প্রকার বহুমুখী পাটপণ্যের স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু হয়েছে। রপ্তানিমুখী পাটপণ্য বহুমুখীকরণে নগদ সহায়তা বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে ইউরোপের দেশগুলোতে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট থেকে পলিথিন (জুটপলি) উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করতে যুক্তরাজ্যের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফুটামুরা কেমিক্যালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি)। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করা এবং স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ৬ মার্চ দেশব্যাপী জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করছে।

দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লাখ টন পাটকাঠি উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে যদি ৫০ ভাগ পাটকাঠি চারকোল উৎপাদনে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে প্রতিবছর প্রায় দুই লাখ ৫০ হাজার টন চারকোল উৎপাদন সম্ভব হবে। যা বিদেশে রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রায় দুই হাজার পাঁচশ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও মাটি পাট উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী হওয়ায় বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে বাংলাদেশের পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাট চাষের উন্নয়ন ও পাট আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এর আধুনিকায়নের কোন বিকল্প নেই। পণ্য বৈচিত্র্যকরণে সরকারি পাটকলগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং উৎপাদন স্থিতিশীল রাখার জন্য পাটের ন্যূনতম বাজার মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট খাতের ওপর নির্ভরশীল। এ খাতে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে দেশীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে হবে এবং ছোট কারখানাগুলোকে সমবায়ের মাধ্যমে বড় আকারের উৎপাদনে কাজে লাগাতে হবে।

ধারণা করা হচ্ছে, পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই সারা বিশ্বে তিনগুণ বেড়ে যাবে। ফলত পাটপণ্যের বাজারই সৃষ্টি হবে ১২ থেকে ১৫ বিলিয়নের। দুনিয়াব্যাপী পাটের ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি ও আমাদের দেশের উন্নতমানের পাট এ দুই হাতিয়ার কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশেরও সফলতা আসতে পারে। যে দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার করতে পারেন, যে দেশ বহির্বিশ্বে সোনালি আঁশের দেশ হিসেবে পরিচিত, সেই দেশে ফের পাটের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনা কঠিন নয়। মানসম্মত পাট উৎপাদন ও পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে স্বদেশী পাটপণ্যের কার্যকর ব্রান্ডিংয়ের উদ্যোগ নেয়া এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গ্রিন ইকোনমি ও সবুজ পৃথিবীর বাস্তবতায় বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায়, ক্রমেই দেশে পাটের সোনালি অতীত ফিরে আসবে এবং অর্থনীতিতে নতুন গতির সঞ্চার ঘটবে।

বেশি বেশি পাটের চাষে
ভরবো বাজার সোনালী আঁশে।
পাটের আঁশের যত্ন করে
বিদেশী মুদ্রা আনবো ঘরে।

পাট : ভবিষ্যৎ অর্থনীতির চালিকাশক্তি

মো: জিহাদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব শাখা
পেষ্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
বিজেআরআই

এ যাবৎ বাংলায় সোনালি আঁশ পাটের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান উৎপাদন ব্যপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে"-১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন ও রেডিও পাকিস্তানে এক ভাষণে আওয়ামীলীগ প্রধান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণে একথা বলেছিলেন ।

পাট বা সোনালি আঁশ হলো আমাদের বাংলার ঐতিহ্য। এই পাট এবং পাট শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের এক সফল ইতিহাস, মিশে আছে আমাদের সংস্কৃতি ও নিজস্বতায়। আবহমান বাংলার প্রাচীন কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতির এক বিরাট অংশ পাট ও পাট জাতীয় পণ্যের সাথে জড়িয়ে আছে।

আমরা ফিরে যাই ১৯৬৬ সালে; এ বছরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষণা করা হয় বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা যেটাকে তুলনা করা হয় ম্যাগনাকার্টার সাথে। এই ছয় দফার পঞ্চম দফা ছিল প্রদেশগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে এবং এর নির্ধারিত অংশ তারা দেবে । অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ন্যায্য দাবি উত্থাপিত হয়েছে এতে। পরবর্তীতে এই ছয় দফার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিলো আমাদের মহান স্বাধীনতা এবং এর পেছনে অন্যতম চালিকা শক্তি ছিলো আমাদের এই সোনালি আঁশ।

মহান স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু পাট খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তার শাসনামলে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রফতানি আয় ছিলো ৩৪ কোটি ৮৪ লাখ ডলার, এর মধ্যে শুধু কাঁচা পাট ও পাট জাতীয় দ্রব্য রফতানি করে আয় হয়েছে ৩১ কোটি ৩১ লাখ ডলার অর্থাৎ মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ এসেছে পাট থেকে।

কিন্তু কালের বিবর্তনে আমাদের দেশের পাটশিল্পের গৌরব আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়েছে। নব্বই এর দশকে যেখানে পাট উৎপাদন হতো ১২ লাখ হেক্টর জমিতে, সেটা কমে কমে একসময় ৪/৪.৫ লাখ হেক্টর জমিতে পৌঁছায়। তবে আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশবান্ধব পণ্য, প্রাকৃতিক আঁশের অপার সম্ভবনার এবং বিশ্ব বাজারে পাটজাতীয় পণ্যের চাহিদার কারণে আবারো পাটের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট পাট চাষ হয়েছে ৬.৮২ লাখ হেক্টর জমিতে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পাট চাষ হয়েছে ৭.৪৫ লাখ হেক্টর জমিতে।

বাংলাদেশ বর্তমানে পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং পাট রপ্তানীতে প্রথম। সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক ফাইবারের চাহিদার দরুন পাটের রপ্তানী প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে। বাংলাদেশের পাট ও পাট জাতীয় পণ্য সাধারণতঃ ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইরান, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে আমাদের পোশাক, চামড়া সহ অন্যান্য খাতের রপ্তানী আয়ে যখন ধ্বস নেমেছিলো, তখনো পাট শিল্প আমাদের রপ্তানী আয়ের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে সচল ছিলো। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশ পাট ও পাটজাতীয় পণ্য থেকে ১৯৫.৪ মিলিয়ন ডলার আয় করে, যা আগের বছরের এসময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি ছিলো। আবার রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম মাস তথা জুলাইএ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানী করে ৩৯১ কোটি ডলার আয় করে যার মধ্যে ১০ কোটি ৩৫ লাখ ডলার এসেছে পাট থেকে।

পাটের সোনালি আঁশ, পাটকাঠি এবং পাটপাতা এই তিনে মিলে আমাদের অর্থনীতির জন্য এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। পাটের আঁশ দিয়ে তৈরী হচ্ছে জিন্স, শাড়ি, লুঙ্গি, সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবি, দরজা জানালার পর্দা, বিভিন্ন রকম খেলনা, পাপোশ, নকশি কাঁথা, শোপিস সহ প্রায় শতাধিক পণ্য এবং পশ্চিমা বিশ্ব তথা ইউরোপে এই পাট গাড়ি নির্মাণ শিল্পে,

উড়োজাহাজ শিল্পে, কম্পিউটার শিল্পে, ইনস্যুলেশন শিল্পসহ নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার পর্তুগীজ সেনসেশন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পায়ের জুতা বাংলাদেশের পাট দিয়ে তৈরী হয় (বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান মিয়া)। পাট কাঠি দিয়ে উৎপাদন করা হচ্ছে উচ্চমূল্যের অ্যাকটিভেটেড চারকোল, যা বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এ চারকোল থেকে মেডিসিন, এ্যান্টি টক্সিক্যান্ট, ওয়াটার ফিল্টার, টুথপেস্ট, ফার্টিলাইজার, ফেইসওয়াশ, কসমেটিকস, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার সহ বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

পাটপাতা আমাদের অর্থনীতির জন্য হতে পারে আরেকটি মিরাকল। বর্তমানে পাটপাতা থেকে তৈরী হচ্ছে অর্গানিক চা। পাটপাতা থেকে চা তৈরীর জন্য টানা আট বছর গবেষণা করে সফল হয়েছেন টাঙ্গাইলের জাকির হোসেন তপু। এরই মধ্যে তা রপ্তানী হচ্ছে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং তার এই দেশীয় যুবকদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাছাড়া ২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের গাসগো শহরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে এ চা পাঠানো হয়। (তথ্য : গণ TV)

পাটের আরেকটি সম্ভাবনাময় দিক হলো মেস্তা পাট। পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুরে গবেষণার মাধ্যমে মেস্তা পাট থেকে তৈরী হচ্ছে আইসক্রিম, মেস্তাসত্ত্ব, চা, জ্যাম, জেলি, জুস, আচার ও পানীয়সহ হরেক রকম খাদ্যপণ্য। ধারণা করা হচ্ছে এসব খাদ্যপণ্য বাজারজাত করা গেলে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হবে হাজার কোটি টাকা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে এবং আগামীর বিশ্বকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাকৃতিক ফাইবারের বিকল্প নাই। পলিথিনের মতো মাটি, পানি দুষণকারী পদার্থের একমাত্র বিকল্প হতে পারে প্রাকৃতিক ফাইবার তথা পাট। সেই সাথে আমাদের অর্থনীতিকে আগামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পাট ও পাটজাতীয় পণ্যের প্রতি আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সোনার বাংলা গড়ার যে প্রত্যয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য, সেটি অর্জনে আমাদের অন্যতম চালিকাশক্তি হবে আমাদের পাট ও পাটজাতীয় পণ্য। তাই এ পাট শিল্পের বিকাশে আমাদের সকলের সর্বোচ্চ গুরুত্ব কাম্য।

জাগো চাষী বুনো পাট
সবুজ সোনায় ভরবে মাঠ।

পাট পচনেই আঁশের মান,
জাগ দিতে হই সাবধান।
উন্নত আঁশ সোনার তুল্য,
বাজারে তার বেশি মূল্য

পাট আমাদের সোনালী আঁশ
বাড়াবো এর ফলন ও চাষ।

প্রাকৃতিক আঁশের উৎস, গুণাগুণ ও অপার সম্ভাবনা।

মোঃ মুকুলমিয়া, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
এবং
ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান. প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ফসলের পাশাপাশি রয়েছে আঁশ ফসলের ব্যাপক অবদান। প্রাগ ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের টেক্সটাইল বা পণ্য তৈরিতে প্রাকৃতিক তন্তু বা আঁশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক আঁশের উৎস মূলত দুই ধরনের, যথা প্রাণিজ উৎস এবং উদ্ভিদ উৎস অর্থাৎ সজি জাতীয় আঁশ। সজি জাতীয় আঁশের প্রধান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ। এ জন্যই সজি জাতীয় আঁশকে উদ্ভিজ্জ আঁশ বা প্রাকৃতিক সেলুলোজ ফাইবার বলা হয়। আঁশ সংগ্রহের উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক সেলুলোজ জাতীয় আঁশ বিভিন্ন ধরনের হয় (ছবি-১ ও ২)।

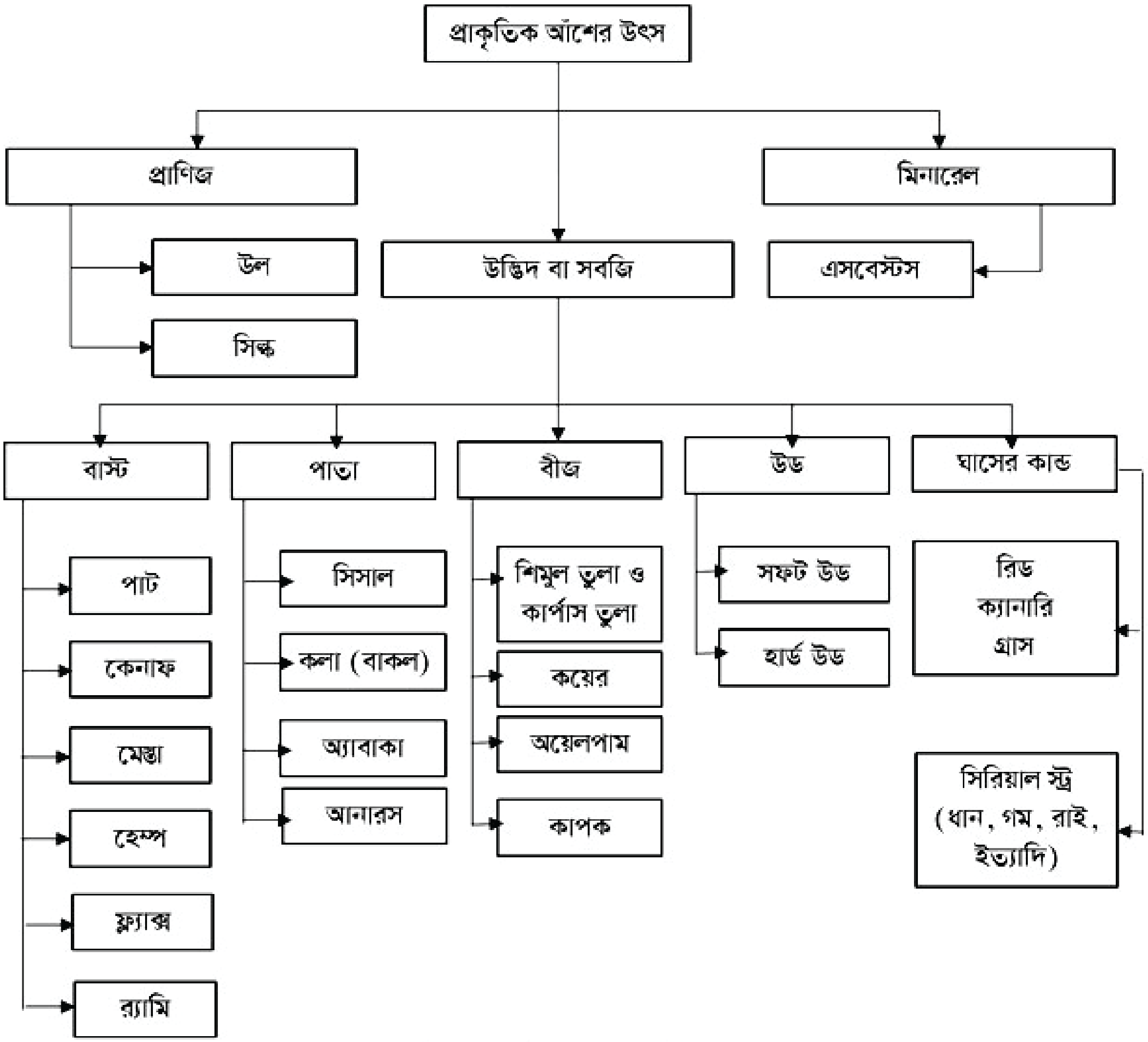

ছবি-১ঃ প্রাকৃতিক আঁশের বিভিন্ন উৎস।

Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

ছবি-২: বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক আঁশ।

Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

প্রাকৃতিক আঁশ বনাম কৃত্রিম আঁশ :

প্রাকৃতিক আঁশ ফসল (পাট, কেনাফ, মেস্তা, হেম্প, ফ্ল্যাক্স) মাটি থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকর ভারী পদার্থ (ক্যাডমিয়াম, সিসা এবং তামা) শোষণ করে, পাতা পঁচে জৈব সার যোগ করে মাটিকে সুস্থ্য রাখে। সিনথেটিক ফাইবার হচ্ছে মানুষের তৈরি কৃত্রিম ফাইবার যা পেট্রোলিয়াম জাতীয় ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ থেকে রাসায়নিক উপায়ে তৈরি হয়। এসব কৃত্রিম ফাইবার যেমন নাইলন, এক্রাইলিক্, পলি ইউরেথেন এবং পলিপ্রপিলিন পরিবেশকে নষ্ট করে। সিনথেটিক ফাইবারের চেয়ে প্রাকৃতিক ফাইবারের উপকারিতা গুলো হচ্ছে কম দামী, নবায়ন যোগ্য, কম ঘনত্ব, কম ওজন, নন-কারসিনোজেনিক, তাপ সহনশীল, অধিক শক্ত ও ইলাস্টিক ধরনের। প্রাকৃতিক আঁশের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান (টেবিল-১) ও মেকানিক্যাল গুণাবলী (টেবিল-২ ও ৩) রয়েছে। প্রাণিদেহ থেকে সংগৃহীত ফাইবার (রেশম, উল) মূলত প্রোটিনের সমষ্টি যা পশমওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণিদের দেহ থেকে সংগ্রহ করা হয়। রেশম পোকার কোকুন তৈরীর সময় তাদের শুষ্ক স্যালাইভা হতে সিল্ক ফাইবার সংগ্রহ করা হয়। পাখিদের পালক থেকেও ফাইবার পাওয়া যায় যা এভিয়ান ফাইবার নামে পরিচিত।

সোনালী আঁশ 'পাট'ঃ পাট 'মালভেসি' গোত্রভূক্ত 'করকোরাস' গণের অধীন একটি প্রাকৃতিক আঁশ ফসল যার কান্ডের চারপাশের ছাল বা বাকল থেকে সোনালী বর্ণের আঁশ উৎপাদন হয়। এটি একটি বর্ষজীবী স্বপরাগায়িত ছোট দিনের উদ্ভিদ। বিশ্বব্যাপী 'করকোরাস' গণের অধীন মাত্র ২টি প্রজাতি (বার্মা অঞ্চল থেকে উদ্ভূত দেশী পাট এবং আফ্রিকা অঞ্চল থেকে উদ্ভূত তোষাপাট) থেকে বাণিজ্যিকভাবে আঁশ উৎপাদন হয়। প্রাচীনকাল থেকেই দেশী পাট আঁশের জন্য চাষ হলেও তোষা পাট আফ্রিকান অঞ্চলে ঔষধি গাছ এবং পাতা জাতীয় সবজি (মলোখিয়া) হিসেবে ব্যবহার হতো। পাট বাংলাদেশের একটি প্রধান অর্থকরী আঁশ ফসল যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক সময় কাঁচাপাট এবং পাটজাতীয় পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত হতো বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এখনও একক ফসল হিসেবে পাট ও পাটভিত্তিক পণ্য হতে প্রায় ৪% রপ্তানী আয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক এ পর্যন্ত দেশী পাটের ২৮ টি এবং তোষা পাটের ১৮ টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে দেশী পাটের ১২ টি এবং তোষাপাটের ৮টি উচ্চ ফলনশীল জাত কৃষকের জমিতে চাষ হচ্ছে। বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১), তোষাপাট ৫ (ও-৭৯৫), ও-৯৮৯৭ জাতগুলো উচ্চ ফলনশীল। রবি-১ জাতটি কিছুটা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু এবং বিজেআরআই তোষাপাট ৫ (লাল তোষা) জাতটি অনেকটা রোগ বালাই, পোকা-মাকড়, খরা, বন্যা সহিষ্ণু হিসেবে গণ্য করা হয়। তোষাপাটের উচ্চ ফলনশীল একটি জাত ছাড়করণের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। দেশী পাট তুলনামূলক ভাবে তোষা পাটের চেয়ে অনেকটা রোগ, পোকামাকড়, খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, ইত্যাদি প্রতিকূলতা সহিষ্ণু কিন্তু টেক্সটাইল ও বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য তোষা পাটের আঁশের গুণাগুণ দেশী পাটের চেয়ে ভালো। পাটের আঁশ থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব 'সোনালী ব্যাগ'সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন বস্তা, দড়ি, ঢেউটিন, জিওটেক্সটাইল, হ্যান্ডিক্রাফটস, টেক্সটাইল ও মিক্সড টেক্সটাইল, টি-ব্যাগ, স্যানিটারী ন্যাপকিন, স্কুলব্যাগ, মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও পাটের সোনালী আঁশকে তুলা বা আনারসের আঁশের সাথে ব্লেন্ডিং করে ভালো মানের শাল, কোর্ট, ফতুয়া ইত্যাদি তৈরি করা যায়। পাটের রূপালী কাঠির রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার যেমন, পেস্টসহ নানা ধরণের কসমেটিক্সের উপাদান হিসেবে পাটকাঠির ছাই ব্যবহার্য; পাটকাঠি থেকে চারকোল ও জ্বালানী হয়; চারকোল থেকে ইনএক্টিভ ও এক্টিভকার্বন তৈরি এবং তা থেকে প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ারের উন্নতমানের কালি তৈরি করা যায়। পাট পরিবেশবান্ধব হওয়ায় বিভিন্ন দেশে দামী গাড়ীর ডেস্কবোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয় পাটকাঠি। পাটের পাতা জমিতে পড়ে এবং এর শিকড়সহ পঁচে গিয়ে মাটিতে প্রচুর নাইট্রোজেন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম উপাদান যোগ করে ফলে পরবর্তী ফসলের জন্য তা খুব উপকারী হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে পাটগাছ ১০০ দিনে বায়ুমন্ডল থেকে প্রায় ১৪.৫ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং প্রায় ১০.৫ টনের মতো বিশুদ্ধ অক্সিজেন নিঃসরণ করে পরিবেশকে গ্রীনহাউজ গ্যাসের প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

কেনাফ ও মেস্তাঃ কেনাফ ও মেস্তা 'মালভেসি' গোত্রের অধীন 'হিবিসকাস' গণের দুইটি উদ্ভিদ। প্রজাতি দুটির কান্ডের বাকল থেকে ভালো মানের শক্ত আঁশ পাওয়া যায়। কেনাফের আঁশ কাগজের পাল্প তৈরিতে ব্যাপক ব্যবহার্য। মেস্তা ফসলটি আঁশ উৎপাদনের পাশাপাশি এর পাতা এবং ফলের বৃতি (চুকুর) সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ হতে পশু-পাখির খাদ্য তৈরি হয়। তবে সবজি হিসেবে ব্যবহৃত মেস্তার জাত থেকে তেমন আঁশ পাওয়া যায় না। এই ফসল দুইটি পতিত এবং অনুর্বর জমিতেও কম খরচে চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। বিজেআরআই এ পর্যন্ত ৪ টি কেনাফ (আঁশ জাতীয়) ও ৪ টি মেস্তার (২টি আঁশ জাতীয় এবং ২ টি সবজি জাতীয়) জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া, আরও একটি অধিক পরিমাণের নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ সবজি মেস্তার জাত ছাড়করণের দ্বার প্রান্তে রয়েছে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে কেনাফ চাষ হয়।

তুলাঃ তুলা 'মালভেসি' পরিবারের 'গোসিপিয়াম' গণভূক্ত একটি আঁশ ফসল। এর বীজের চারপাশে তৈরি হয় আঁশ যা মূলত বিশুদ্ধ সেলুলোজ নিয়ে গঠিত। সেলুলোজের বিশেষ ধরনের গঠন বিন্যাসই তুলার আঁশের অধিক শক্তি এবং শোষণ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। এর আঁশগুলো বিভিন্ন লেয়ারে সজ্জিত হয়ে স্প্রিং এর মতো বৃত্তাকার সজ্জা গঠন করে। পোশাক শিল্পে ব্যবহারের গুরুত্বের জন্য কার্পাস তুলা বাংলাদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক আঁশ ফসল। এছাড়াও রয়েছে শিমুল তুলা। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তুলা ব্যবহারকারী এবং আমদানি কারী দেশ। বাংলাদেশ সাধারণত ভারত, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান এবং আফ্রিকার দেশসমূহ থেকে তুলা আমদানি করে থাকে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় আমাদের দেশে উৎপাদিত তুলার গুণগত মান আমদানিকৃত তুলার সমান। দেশে বর্তমান তুলার উৎপাদন দেশীয় চাহিদার ৩-৪% মাত্র। দেশে ক্রমশ তুলাচাষ বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থান। উৎপাদিত বীজ তুলা থেকে ৪০% আঁশ এবং ৬০% বীজ পাওয়া যায়। বীজ থেকে পুনরায় ১৫% ভোজ্য তেল ও ৮৫% খৈল পাওয়া যায়। তুলার খৈল মাছ ও পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শুকনো তুলা গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলা সাধারণত খরা ও লবণাক্তা সহিষ্ণু বিধায় তামাক ও কৃষি বনায়ন জমিতে, খরা ও লবনাক্তা পীড়িত, চর ও পাহাড়ি এলাকায় তুলার চাষ ব্যাপক বাড়ছে। তবে কার্পাস তুলার মতো শিমুল তুলা তেমন বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হয় না।

হেম্পঃ হেম্প একটি বাস্ট ফাইবার ফসল যার কোরবা মজ্জা থেকে আঁশ উৎপাদিত হয়। হেম্প থেকে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রোমানিয়ার মতো দেশে উৎপাদিত হচ্ছে আঁশ। তবে, নেশা জাতীয় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় বাংলাদেশে হেম্পের চাষাবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষেধ।

সিসালঃ সিসাল (অ্যাগাভসিসালানা) গাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়। ভারতে সিসাল ফসলের চারটি জাতের প্রথম ২টি থেকে বেশি আঁশ উৎপাদন হয়। বয়স ও উৎস অনুযায়ী এর ফাইবার কন্টেন্ট ভিন্ন হয়। সিসাল পাতায় মেকানিক্যাল, রিবন এবং জাইলেম ফাইবার পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাক্সঃ এটি লিনিয়াসি পরিবারভূক্ত উদ্ভিদ যা কমন ফ্ল্যাও বা লিনসিড নামে পরিচিত। এটি অনেক আগে থেকেই আঁশ ফসল হিসেবে পরিচিত। লিনসিড জাতীয় অন্যান্য ফসল থেকে এটি চিকন কান্ড ও কম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট লম্বা গাছ যা আঁশ উৎপাদন করে।

র‍্যামিঃ র‍্যামি সাধারণত চায়না গ্রাস, সাদা র‍্যামি, সবুজ র‍্যামি এবং রিহিয়া (rhea) নামে পরিচিত যা পাটের মতো বাস্ট ফাইবার। এটি নেটেল পরিবারভূক্ত বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ যার জীবন কাল প্রায় ৬-২০ বছর পর্যন্ত হয় এবং বছরে প্রায় ৬ বার আঁশ দেয়। এর আঁশ সিল্কের মতো সুন্দর, প্রাকৃতিক ভাবে ধবধবে সাদা এবং রাসায়নিক ভাবে লিলেন ও রেয়নের মতো একটি সেলুলোজ ফাইবার। চায়না, তাইওয়ান, কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং ব্রাজিল বেশি করে রেমি উৎপাদন করে থাকে। তুলার সাথে রেমির আঁশ ব্লেন্ড করে ওভেন এবং নীট ফেব্রিক্স তৈরী করা যায় যা লিনেনের মতো পোশাক তৈরীতে সহায়ক। রেমির আঁশ দিয়ে পোশাক, টেবিল ক্লথ, ন্যাপকিন, রুমাল, ইত্যাদি; এবং তুলার সাথে ব্লেন্ডেড সুতা দিয়ে সোয়েটার তৈরী হয়। কাপড় ছাড়াও রেমির আঁশ থেকে মাছ ধরার জাল, ক্যানভাস, আপহোলস্টারি ফেব্রিক্স, স্ট্র ক্যাপ ও ফায়ার হোসপাইপ তৈরী করা যায়।

কাপকঃ কাপক গাছ সাধারণত ১০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয় এবং ৩০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শিমুলের মতোই কাপক গাছের ফল হতে পরিবেশবান্ধব আঁশ উৎপাদন হয়। কাপক ফাইবারের পোশাক অনেক আরামদায়ক হয়। কাপক সাধারণত আফ্রিকান দেশ (নাইজেরিয়া, মোজাম্বিক, তানজানিয়া), এশিয়ান দেশ (শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন) এবং দক্ষিণ আমেরিকান দেশ (ব্রাজিল, ইকুয়েডর, কোস্টারিকা, পেরু) এর বনাঞ্চলে জন্মে।

কলাগাছঃ কলাগাছ বড় ধরণের একটি হার্ব জাতীয় উদ্ভিদ। এর কান্ড একাধিক পাতার গোড়ার সমন্বয়ে আবৃত থাকে। কলাপাতার গোড়া বা কলাগাছের বাকল থেকে সংগৃহীত আঁশ দিয়ে মাদুর, ব্যাগ, বিনসহ নানা ধরণের পণ্য তৈরী হয়। সব ধরণের কলাগাছের বাকল থেকে ভালো আঁশ পাওয়া যায়না। কলাগাছের আঁশকে সিল্ক, কটন, উল, পলিয়েস্টার এর সাথে ব্লেন্ডেড ফেব্রিক্স থেকে উৎপাদিত পোশাক অনেক মসৃণ, সিল্কি, কম ওজন, সুবিধাজনক ও আরামদায়ক হয়। এই ব্লেন্ডেড সুতা থেকে সুন্দর দেয়াল হ্যাঙ্গার, টেবিল ম্যাট, ল্যাডিস ব্যাগ, ফুলদানী, বাচ্চাদের ক্যাপ তৈরী হয়। কলাগাছের মোটা আঁশ দিয়ে কার্পেট, ডোর ম্যাট, ব্রাস এবং কুশন তৈরী করা যায়।

আনারসঃ আনারস হচ্ছে গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলের একটি গুচ্ছ ফলজ উদ্ভিদ যার উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকায়। কোস্টারিকা, ব্রাজিল এবং ফিলিপিন্স এই তিনটি দেশ একত্রে বিশ্বের সমগ্র আনারস উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে। বাংলাদেশেও বিশেষ করে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, টাঙ্গাইলের মধুপুর, ঘাটাইল ও জামালপুর সদর উপজেলায় এবং দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে আনারস উৎপাদন হয়। আনারসের পাতা থেকে আঁশ সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম পিনা নামে টেক্সটাইল ফাইবার তৈরী করে ফিলিপাইন। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ ফাইবারের চেয়ে আনারসের পাতার আঁশ অত্যন্ত সূক্ষ গঠনের হয়। আনারসের এক কেজি পাতা থেকে প্রায় ৬০ সে.মি দৈর্ঘ্যের ১৫-১৮টি সাদা, ক্রিম রঙের উজ্জ্বল সিল্কি ফাইবার সংগ্রহ করা যায় এবং সেগুলো খুব সহজে ডাই বা রং করা যায়। ভাঙ্গা প্লেট বা নারিকেলের শক্ত আবরণের অংশ দিয়ে আনারসের পাতা থেকে স্ক্র্যাপিং করে আঁশ সংগ্রহ করা যায়। এরপর আঁশগুলো ভালোভাবে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে মমি করা হয়। তারপর সেই আঁশ দিয়ে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন পণ্য তৈরী করা যায়। পণ্যের মানোন্নয়নে এই আঁশের সাথে সিল্ক বা পলিয়েস্টার যোগ করা যায়।

কয়েরঃ কয়ের ফাইবার মূলত নারিকেলের ছোবরা থেকে পাওয়া যায়। নারিকেলের বাইরের স্তর বা হাস্ক (এক্সোকার্প) পানিরোধী ও মসৃণ হয় এবং এর নিচের স্তরটি (মেসোকার্প) আঁশযুক্ত হয়। কয়ের এর আঁশ অনেকটা খসখসে হওয়ায় এর আঁশ দিয়ে মূলত ডোরম্যাট, ফ্লোরম্যাট, জিওটেক্সটাইল, পাটি, দড়ি, জাজিম, গাড়ির সিট, ইত্যাদি তৈরী হয়। কয়ের আঁশের তৈরী পণ্য বেশ টেকশই হয়। সিসাল ও কলার আঁশের সাথে কয়ের আঁশ মিক্সড করলে এর আঁশের শক্তি ও পণ্যসমূহের নমনীয়তা বাড়ে।

প্রাকৃতিক আঁশে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত সেলুলোজ উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি গাছকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করে (Liu et al., 2018)। মানুষ সেলুলোজ হজম করতে না পারলেও এটা আঁশের উৎস হিসেবে খাদ্য ডায়েটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্ত্রের মধ্যে খাদ্যের চলাচল বৃদ্ধি করে এবং বর্জ্য সমূহকে দেহ থেকে বের করার মাধ্যমে সেলুলোজ শরীরে হজমে সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রাণী যেমন গরু, ভেড়া ও ঘোড়া সেলুলোজ হজম করতে পারে বলে ঘাঁস থেকে শক্তি ও খাদ্যাপাদান গ্রহণ করে। সেলুলোজ হলো প্রাকৃতিক পলিমার যার আছে বহুবিধ ব্যবহার যেমন সেলুলোজ যুক্ত তুলা থেকে টি-শার্ট, জিন্স, সেলুলোজযুক্ত কাঠ থেকে কাগজ তৈরী হয়। হেমি সেলুলোজ হচ্ছে উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে থাকা পলিস্যাকারাইডস যা সেলুলোজ, লিগনিনের সাথে যুক্ত হয়ে কোষ প্রাচীরকে শক্তি দেয়। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান লিগনিন উচ্চ আনবিক ওজন, জটিল উপাদান ও গঠন বিশিষ্ট এক ধরনের প্রাকৃতিক ফেনলিক পলিমার। লিগনিন উদ্ভিদের বৃদ্ধি, কোষ বিভাজন, কোষ প্রাচীরের দৃঢ়তা বৃদ্ধি, হাইড্রোফোবিসিটি, ভাস্কুলার বান্ডল দিয়ে মিনারেল উপাদানের চলাচল এবং উদ্ভিদের হেলে পড়া সহ জীব ও অজীব প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধিক সেলুলোজ এবং কম লিগনিনযুক্ত আঁশ টেক্সটাইল পণ্যের জন্য বেশ উপযোগী। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পেকটিন যা কোষের প্রাচীরে হাইড্রেশনের কাজ করে এবং বিবর্তনকে প্রভাবিত করে (Xiao and Anderson, 2013)। তাই আসুন, প্রাকৃতিক আঁশ ব্যবহার করি, পরিবেশকে সুস্থ রাখি।

টেবিল ১: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক আঁশের রাসায়নি কউপাদান (%)

আঁশ ফসলের ধরন	সেলুলোজ	হেমি-সেলুলোজ	লিগনিন	পেক্টিন
পাট (বাস্টফাইবার)	৬৪.৪-৮৪	১২.০-২০.৪	১১.৮	০.২
কেনাফ (বাস্ট ফাইবার)	৪৪-৫৭	২১.০০	১৫-১৯	২.০
মেস্তা (বাস্ট ফাইবার)	৬৩.৫২	২৩.৮	৭.৬	১.৮
তুলা	৮২-৯৬	২-৬	০.৫-১.০	৫-৭
হেম্প	৭০-৯২	১৮-২২	৩-৫	০.৯
র‍্যামি	৬৮-৭৬	১৩-১৫	০.৬-১.০	১.৯-২.০
ফ্ল্যাক্স	৬০-৮১	১৪-১৯	২-৩	০.৯
সিস্যাল	৪৩-৭৮	১০-১৩	৪-১২	০.৮-২.০
কাপক	৫৩.৪-৬৯	২৯.৬৩	২০.৭৩	০.৯
কলাগাছ	৬০-৬৫	৬-১৯	৫-১০	৩-৫
আনারস	৮০-৮১	১৬-১৯	৬-১২	২-৩
কয়ের	৪৬.০০	০.৩০	৪৫.০০	৪.০
ধান, গম, ভূট্টা (স্ট্র)	৩৮-৪৫	১৫-৩১	১২-২০	---
ধানেরতুষ	৩১.০০	২৪.০০	১৪.০০	---
ব্যাগাসি	৪০-৪৬	২৪.৫-২৯	১২.৫-২০	---
বাদামের খোসা	৩৬.০০	১৯.০০	৩০.০০	---
অয়েলপাম	৫৯.০০	২.১০	২৫.০০	---
অ্যাবাকা	৬১-৬৪	২১.০০	১২.০০	০.৮
ব্যাগাসি	৩২-৪৮	২১.০০	১৯.৯-২৪	১০.০
বাঁশ	২৬-৪৩	১৫-২৬	২১-৩১	---
কাঠ	৪০-৫০	১৫-২৫	১৫-৩০	২.০-২.৫
ফর্মিয়াম	৬৭.০০	৩০.০০	১১.০০	---

Source: Chand (2008), Dramanet al. (2014), Ekundayo and Adejuyigbe (2019), Chan et al. (2022)

টেবিল ৩: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সিনথেটিক আঁশের ফিজিক্যাল ও মেকানিক্যাল গুণাগুণ

আঁশ	ঘনত্ব (গ্রা./ সে.মি.³)	টেনসিল স্ট্রেংথ (এমপিএ)	ইয়ংমডিউলাস (জিপিএ)	ইলংগেশন এট ব্রেক (%)	স্পেসিফিক টেনসিল স্ট্রেং (এমপিএ/ গ্রা. ঘন সে.মি.-৩)	স্পেসিফিক ইয়ং' সমডিউলাস (জিপিএ/গ্রা. ঘন সে.মি.-৩)
পাট	১.৩-১.৪৯	৩৯৩-৭৭৩	১৩-২৬.৫	১.১৬-১.৫	২৮৬-৫৬২	৯-১৯
ফ্ল্যাক্স	১.৫	৩৪৫-১১০০	২৭.৬	২.৭-৩.২	২৩০-৭৭৩	১৮.০
র‍্যামী	১.৫	৪০০-৯৩৮	৬১.৪-১২৮	১.২-৩.৮	২৬৭-৬২৫	৪১-৮৫
সিস্যাল	১.৪৫	৪৬৮-৬৪০	৯.৪-২২	৩-৭	৩২৩-৪৪১	৬-১৫
কয়ের	১.১৫-১.৪৬	১৩১-১৭৫	৪-৬	১৫-৪০	১১৪-১৫২	৩-৫
ই-গ্লাস	২.৫	২০০০-৩৫০০	৭০.০	২.৫	৮০০-১৪০০	২৮.০
এস-গ্লাস	২.৫	৪৫৭০	৮৬.০	২.৮	১৮২৮	৩৪.০

Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

টেবিল ২: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক আঁশের মেকানিক্যাল গুণাগুণ

আঁশ	পরিধি (মা.মি.)	ইউটিএস (এমপিএ)	মডুলাস (জিপিএ)	ইলঙ্গেশন (%)	মাইক্রোফাইব্রিল এঙ্গেল (ডিগ্রি)
পাট	২৫-২০০	৪৬০-৫৩৩	২.৫-১.৩	১.১৬	৮.১
তুলা	১২-৩৮	৫০০-৮০০	০.০৫	--	--
কয়ের	১০০-৪৬০	১৩১-১৭৫	৪-৬	১৫-৪০	৩৯-৪৯
কেনাফ ও মেস্তা	২০০	১৫৭.৩	১২.৬২	১.৫৬	৯.৬
কলা	৮০-২৫০	৫২৯-৭৫৪	৭.৭-২০.৮	১-৩.৫	১১
সিসাল	৫০-২০০	৪৬৮-৬৪০	৯.৪-১৫.৮	৩-৭	১০-২২
ফ্লাক্স	৪০-৬০০	১১০০	১০০	--	--
সফটউড ক্রাফটফাইবার	--	১০০০	৪০	---	---
আনারস	২০-৮০	৪১৩-১৬২৭	৩৪.৫-৮২.৫১	১.৬	১৪.৮
কুশাগ্রাসফাইবার	৩৯০	১৫০.৫	৫.৬৯	২.১২	---
পামফাইবার	২৪০	৯৮.১৪	২.২২	৩০.৮	
বাঁশ---	৪৩-১১৩	---	১৩-২০	---	

Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

রিবন-রেটিং পচন পথ
সবেচ' ভাল সবার মত।
আঁশ ভালোতো দাম বাড়া
নইলে চাষার কপাল পোড়া।

পাট আঁশের গুণগত মান উন্নয়নের পথ

কে এম আব্দুল বাকী
পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা
পাট অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ।

পাট আবাদের জন্য আমাদের দেশে বর্তমান দুইটি জাতের পাটবীজ বেশী পরিমানে ব্যবহার হয়। একটি আমাদের দেশের তোষা পাটবীজ, অন্যটি ভারত থেকে আমদানীকৃত তোষা পাটবীজ। আমাদের দেশে বর্তমান মোট পাট আবাদি জমির প্রায় ৭০% থেকে ৮০% জমিতে ভারত থেকে আমদানীকৃত তোষা পাটবীজের ব্যবহার হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আমি এই দুইটি জাতের আঁশের গুণগত মান নিয়ে আমার পর্যবেক্ষণটি সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই।

আমাদের দেশের পাটের অতীত ও বর্তমান অবস্থার তুলনা ঃ

ক্রমিক নং	পূর্বে (৩০ বা ৩৫ বছর আগে) পাট চাষের অবস্থা	বর্তমান সময়ে পাট চাষের অবস্থা
১	বাংলাদেশের চাষীগণ নিজেরা পাটবীজ তৈরী করতেন এবং সেই পাটবীজ দ্বারা পাট ক্ষেত তৈরী করত অর্থাৎ বাংলাদেশীয় তোষা (ও-৪) জাতের পাট আঁশ তৈরী করত।	এখন বাংলাদেশের চাষীগণ নিজেরা পাটবীজ তৈরী করছেন না, ভারতীয় পাটবীজ দ্বারা পাট ক্ষেত তৈরী করছে অর্থাৎ ভারতীয় জাতের পাট আঁশ তৈরী করছে।
২	গৃহস্থালী কাজে পাটের বস্তা, রশি, সুতলি ব্যবহার করত।	গৃহস্থালী কাজে পাটের বস্তা, রশি, সুতলি ব্যবহার করছেন না।
৩	গৃহপালিত পশু গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি বেঁধে রাখতে বা লালন পালন করার জন্য পাটের তৈরী দড়ি/রশি ব্যবহার করত।	গৃহপালিত পশু গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি বেঁধে, রাখতে বা লালন পালন করার জন্য পাটের তৈরী দড়ি/রশি ব্যবহার করছেন না।
৪	দেশীয় জাতের বীজ দিয়ে আঁশ তৈরী করত, সেই আঁশ দিয়ে গরুর জন্য দড়ি/রশি/কাছি তৈরী করলে একটা রশি/দড়ি একটা গরুর জন্য প্রায় এক বছর টিকে থাকতো।	ভারতীয় বীজ ব্যবহার করে যে আঁশ তৈরী হচ্ছে তা দিয়ে রশি/দড়ি তৈরী করলে সেইটা একটা গরুর জন্য ৩-৪ মাসের বেশী টেকসই হচ্ছেনা।

এখন বিশেষভাবে একটি কাজ এখানে গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে আপনাদের অনুরোধ করব। আমাদের দেশের গ্রামীণ জনপদের লোকজন এর কৃষি চাষাবাদের সাথে পশুপালন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই পশুপালনে জন্য পশুদের বেঁধে রেখে পালন করা হয়ে থাকে। পশু বেঁধে রাখার জন্য আমাদের গ্রামীণ জনপদের লোকেরা অতিতে নিজেদের উৎপাদিত পাট দ্বারা সুতলী তৈরী করত, তারপর সেই সুতলী দিয়ে মোটা রশি/দড়ি তৈরী করত, যেটা পাটের দড়ি/কাছি/রশি নামে পরিচিত ছিল। এই পাটের রশি/দড়ি/কাছি দিয়ে গৃহপালিত পশু গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি বেঁধে রাখত এবং লালন পালন করত। বর্তমান গ্রামীণ জনপদের লোকজন এর কৃষি চাষাবাদের সাথে পশুপালন কাজে এই রশি/দড়ি/কাছির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়না, তার পরিবর্তে প্লাষ্টিকের দড়ি/রশি ব্যবহার করছে। অনেক প্রবীন পাটচাষীদের নিকট থেকে জানা যায়, ৩০-৪০ বছর আগে যখন তারা দেশীয় জাতের পাটবীজ দিয়ে পাট আবাদ করে যে আঁশ তৈরী করত, সেই আঁশ দিয়ে গরুর জন্য দড়ি/রশি/কাছি তৈরী করলে একটা রশি/দড়ি একটা গরুর জন্য প্রায় এক বছর টিকে থাকতো। কিন্তু এখন ভারতীয় বীজ ব্যবহার করে যে আঁশ তৈরী হচ্ছে তা দিয়ে রশি/দড়ি তৈরী করলে সেইটা একটা গরুর জন্য ৩-৪ মাসের বেশী টেকসই হয় না।

এই একটা তথ্য বলে দেয় আমাদের দেশীয় জাতের পাটের আঁশ কতটা ভাল মানের। আর ভারতীয় জাতের পাটের আঁশের মান কতটা নিম্ন মানের। আমাদের জন সাধারণের চোখের সামনের ঘটনাটা বললাম, যাতে করে সকলে সহজ ভাবে বুঝতে পারে।

পাটের আঁশের গুণগত মান নির্ভর করে পাটের জাত এবং কর্তনের সময়, পচন ব্যবস্থা ও পচনের পরের পরিচর্চার উপর। এর মধ্যে পাটের জাত তার আঁশের গুণগত মনের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে। তাই ভাল জাতের পাটের আবাদ একান্ত প্রয়োজন।

আঁশের টান সহ্য করার শক্তি কম হলে, সেই আঁশ দিয়ে যে পণ্য তৈরি হবে, তার মান ভাল হওয়ার সুযোগ নাই। আর আঁশের টান সহ্য করার শক্তি বেশী হলে, সেই আঁশ দিয়ে যে পণ্য তৈরি হবে, তার মান ভাল হওয়ার কথা। এই কারণে অতীতে বাংলাদেশী পাট ও পাটপণ্যের মান অনেক বেশী ভাল হতো। যে সুনাম অতীতে বিশ্ববাজারে ছিল, সেই সুনাম অনেকটা ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে, ভারতীয় জাতের বীজ ব্যবহার করে আমাদের দেশে ঐ আঁশ তৈরীর ফলে। এখন আমাদের উৎপাদিত পাটের প্রায় ৮০% ভারতীয় জাতের আঁশ। এটা থেকে আমাদের ফিরে আসা দরকার। আর ফিরে আসতে হলে প্রথম দরকার দেশীয় পাটবীজ। সেই পাটবীজ আমাদের হাতে নেই অর্থাৎ পাটবীজ উৎপাদন আমাদের দেশে হয় না। আমাদের দেশীয় ভাল জাতের পাটবীজ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা পুরন করতে জোড়ালো পদক্ষেপ নেয়া দরকার। অর্থাৎ সকল পাটচাষীদেরকে পাটবীজ উৎপাদনে সম্পৃক্ত করতে পারলে এই বীজের ঘাটতি পুরন করা সম্ভব, অন্যথায় সম্ভব হবেনা।

আমাদের পাটচাষীগণ পাটবীজ উৎপাদনে সম্পৃক্ত হচ্ছে না কেন? এই বিষয়টার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে সকলকেই। উন্নত সমাজ ব্যবস্থার কারণে জীবন যাপনের ব্যায় বৃদ্ধির ফলে চাষীদেরকেও তার আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হচ্ছে। তাই কোন ফসল আবাদ করলে তার বেশী পরিমাণ লাভ ঘরে আসবে সেই ফসলের প্রতি চাষীর ঝোক বাড়ছে। এক বিঘা জমিতে সব্জি বা তামাক আবাদ করলে চাষীর লাভ হবে ৫০০০০/- হতে ১৫০০০০/- টাকা পর্যন্ত। সেই এক বিঘা জমিতে পাটবীজ আবাদ করলে তার লাভ আসবে ২০০০০/- হতে ২৫০০০/-টাকা। প্রতি কেজি পাটবীজের বর্তমান বাজার মূল্য ১৫০/- হতে ২৫০/- এর মধ্যে হয়ে থাকে। এক বিঘা জমিতে ১২০ কেজি থেকে ১৬০ কেজি পাটবীজ উৎপাদন হয়ে থাকে। এজন্যই একজন চাষী পাটবীজ আবাদ করার পরিবর্তে সব্জি বা তামাক আবাদে আগ্রহী হবে, এটাই স্বাভাবিক।

পাট বীজ আবাদের সময়/মৌসুম এবং জমির শ্রেণিটা (কিছুটা উঁচু) তামাক বা সব্জি আবাদের সমসাময়িক এবং জমির শ্রেণি একই কারণে এই সমস্যাটা প্রকট হচ্ছে। এ জমি গুলিতে চাষীরা সব্জি বা তামাক আবাদে ঝুঁকছে বেশী। চাষীরা যেটায় বেশী লাভ পাবে সেটার আবাদে আগ্রহী হবে।

আমাদের জাতীয় ভাবে ভাবতে হবে কিভাবে পাটবীজ উৎপাদনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ভারতীয় পাটবীজ আমদানী বন্ধ করে দিলে তখন দেশে পাটের বীজের দাম বৃদ্ধি পাবে। যদি বীজের মূল্য প্রতি কেজি ৪০০/- থেকে ৫০০/- চাষীরা পায় অর্থাৎ বীজের মূল্য বৃদ্ধি পেলে চাষীরা বীজ আবাদ করে লাভবান হবে। তখন চাষীরা পাটবীজ আবাদে আগ্রহী হবে। অথবা পাটবীজ আবাদের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে বেশী পরিমানে ভর্তুকি প্রদান করে চাষীদেরকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। অর্থাৎ অনেক বেশী পরিমান চাষীদেরকে পাটবীজ উৎপাদনে সম্পৃক্ত করতে পারলেই দেশের পাটবীজের ঘাটতি পুরন করা সম্ভব হবে। পাটবীজের ঘাটতি পুরন হলে দেশে পাট আঁশের মান আরো বেশী ভাল হবে। আঁশের মান ভাল এবং উন্নত হলে পাটখাত বেশী লাভবান হবে। তার সুফল চাষীরা এবং দেশ পাবে।

সবশেষে বলতে চাই আমাদের দেশীয় জাতের পাটবীজের উৎপাদন বাড়িয়ে ভারতীয় পাটবীজ আমদানী বন্ধ করতে পারলে দেশের পাটখাতের জন্য মঙ্গল হবে।

পাটের খড়ি জ্বালানি ভাল
ছাইলে মানায় ঘরের চালও।
ছ্যঙ্গা পোকার বিষ্ঠা বমি
উর্বর করে পাটের জমি।

সোনালী আঁশ : বাংলার পাট, আগামীর পণ্য

মুহাম্মদ শামীম আল মামুন তালুকদার
মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার
পাট অধিদপ্তর

সোনালী আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাট বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। সারাদেশে প্রায় ৪ (চার) কোটি লোকের জীবন জীবিকা পাট খাতের সাথে জড়িত। পাট পরিবেশবান্ধব এবং বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী পণ্য। পাট পণ্য পরিবহনসহ সকল প্রকার প্যাকেজিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এক সময়ে বিশ্বখ্যাত সোনালী আঁশ পাট ও পাটজাত দ্রব্যই ছিল এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। পাকিস্তানের বৈদেশীক মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হতো পাট হতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী শোষণে পাটের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। পুস্তিকায় ৬ দফার আর্থ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। ৬ দফা ঘোষণার ৫এর (ঘ) ক্রমিকে উল্লেখ করা হয় “পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য তো দূরের কথা আবাদি খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাট চাষিদের ভাগ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষিকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোনো দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষির ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীদের গুদামে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এই খেলা গরিব পাট চাষি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনো প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট ট্রেডিং করপোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।” ৬ দফা দাবির ৫(ঙ) কর্মসূচিতে “পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ওই অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট চাষিকে পাটের ন্যায্যমূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানিদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এ ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।” এছাড়া ১৯৬৯ সালের পহেলা আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচির ঘোষণায় পাট সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। উক্ত ঘোষণায় পাট ব্যবসা জাতীয়করণে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাট খাতে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা এবং লুটেরা দালালদের হাত থেকে মুক্ত করে পাটের সোনালী ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাট নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাটকল ও বস্ত্রকলসমূহ জাতীয়করণ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র পাট বিভাগ সৃষ্টি করে পাটের অগ্রযাত্রায় মনোযোগী হন। ৭৫ পরবর্তী তিন দশকে পাট হারাতে থাকে তার সোনালী ঐতিহ্য । একসময় বন্ধ হয়ে যায় দেশের প্রাচীন ও সর্ববৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল। ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে পাটপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা। চাষীরাও পাটচাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পাটের ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ দুষনকারী ক্ষতিকর পলিথিনে ছেয়ে যায় দেশ ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে মৃতপ্রায় পাট খাতকে আবার লাভজনক ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০' প্রণীত হয়। এই আইনের অধীনে এ পর্যন্ত বহুল ব্যবহৃত ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা, পণ্য জব্দ এবং কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে পাট অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার মনিটরিংসহ উদ্বুদ্ধকরণ সভা, পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ এবং আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

পাট উৎপাদনে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পাট খাতের উন্নয়ন এবং পাট চাষীদের অব্যাহত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে "উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত পাটচাষীদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কম জমিতে অধিক পরিমান পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, পাটের গ্রেডিং এবং রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানোর কলাকৌশল বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, পাটচাষীদেরকে বিনামূল্যে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে কৃষকগণ উপকৃত হচ্ছেন, অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটছে এবং ভালোমানের পাটবীজ ও পাটের আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত বীজ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাটবীজ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা থাকায় কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত বীজের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটবীজের ঘাটতি পূরণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। এর ফলে উন্নত জাতের পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, যা সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পাটকে বিশ্ব বাজারে ব্রান্ডিং করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । সারাদেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাটের নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত পাটপণ্যের মেলা আয়োজনের পাশাপাশি বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করেও পাটের বহুমুখি পণ্যের সাথে পরিচয় ঘটানোর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাট নিয়ে নানামুখি গবেষণায় সরকারি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে সাফল্যও পেয়েছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা। ২০১০ সালে প্রয়াত বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিস্কার করেন। বাংলাদেশের আরেক বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমদ খান পাটের সেলুলোজ ব্যবহার করে পলিথিনের মতো ব্যাগ আবিস্কার করেছেন যা সোনালী ব্যাগ নামে পরিচিত। পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগ এর উৎপাদন খরচ কমিয়ে ব্যাপকভাবে বাজারজাত করতে পারলে ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্মত পাটপাতার চা, ভিসকস থেকে উন্নত মানের সুতা, জুট জিও টেক্সটাইলের ব্যবহার, পাটের ঢেউটিন এবং পাটখড়ি থেকে চারকোলের ব্যবহার ও চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমান চারকোল বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু, পাট আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাট ও পাটজাত পণ্য দেশের চাহিদা পুরন করে বিদেশেও রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরনে পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, চাষ সম্প্রসারণ, গুণগত মান উন্নয়ন, পাট শিল্পের বিকাশ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাট আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রচার ও প্রসার এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবছর ৬ মার্চ কে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর ৬ মার্চ পাটচাষী, পাটজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী সবাইকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালিত হয়ে

আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ জাতীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করা হয়। এছাড়া জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সারাদেশে জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা এবং পাটজাত পণ্যের জমজমাট মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মেলা আয়োজনের মাধ্যমে প্রচুর পরিমান নতুন নতুন পাটজাত পণ্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর জাতীয় পাট দিবসে পাটখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফলে পাটচাষী ও শিল্পোদ্যোক্তাগণ পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদনে পাটশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় আরও বেশী আগ্রহী হয়ে উঠছেন ।

বাংলার পাট, বাংলার সোনালী ঐতিহ্য । পাটের হারানো গৌরব আবার ফিরে আসবে এই স্বপ্ন দেখে প্রতিটা বাঙালী। এর জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম, পাটপণ্য ব্যবহারে সকলের আন্তরিকতা, পাটচাষীদের কল্যাণে সরকারি অব্যাহত সহযোগিতা এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসা। তাহলেই সোনালী আঁশ বাংলার পাট হয়ে উঠবে আগামীর পণ্য।

বেশি বেশি পাটের চাষে
ভরবো বাজার সোনালী আঁশে।
পাটের আঁশের যত্ন করে
বিদেশী মুদ্রা আনবো ঘরে।

আমি বহুরূপী আঁশ

মোঃ জহুরুল ইসলাম
পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা

তোষা টপ

আমি শক্ত, আমি লম্বা, আমি এক নবাবজাদা
আমি সোনালী থেকে হালকা মাখন সাদা
আমি পরিচ্ছন্ন, আমি দোষমুক্ত আঁশ
আমি তোষা 'টপ' নামে এ দেশে করি বাস।
শতকে আমি পনেরো ভাগ করিনা কভু কাটিং
আমি শ্রেষ্ঠ, সর্বসেরা, হয় যখন মোর গ্রেডিং।
পাক্কা শ্রেণিতে 'স্পেশাল' আমি সোনার বাংলাদেশে
আমারে পেয়ে কৃষক ভায়েরা মুচকি দিয়ে হাসে।

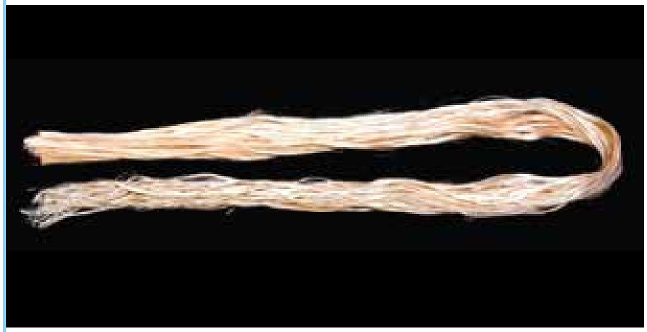

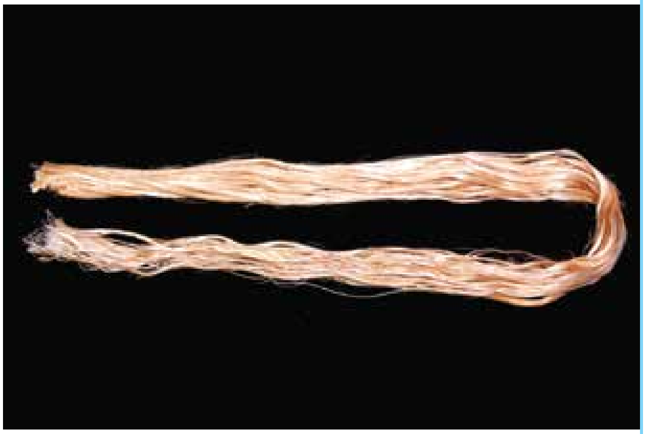

তোষা মিডল

আমি শক্ত, আমি লম্বা, আমি বর্ণে উজ্জ্বল রূপালী
আমি কারো সাথে তাই করি না কভু মিতালী
আমি ধূসর থেকে সোনালী রঙের আঁশ
তোষা 'মিডল' রূপে করি আমি কৃষকের ঘরে বাস
আমি পরিচ্ছন্ন, দোষমুক্ত তাই করিনা কাউরে ভয়
শতকে আমি কাটিং করি পনেরো এর বেশী নয়।
বঙ্গের তোষা 'এ' নামে আমি অবশেষে দেই ধরা
ও ভাই, আমি কিন্তু রূপ লাবণ্যে ভরা!

তোষা বি বটম

আমি শক্ত, আমি লম্বা, আমার উজ্জ্বল রূপালী বর্ণ
আমি ধূসর লালচে, আমি কৃষকের ঘরের স্বর্ণ
কোন দোষে দোষী নই আমি কাটিং এ বিশ এর কম
বঙ্গের তোষা 'বি' নামে আমি অবশেষে ফেলি দম।

তোষা সি বটম

যে কোন রঙে যে কোন শক্তি আমার দেহে থাকে
তবুও সবে সবার নীচে কেন জানি মোরে রাখে!
কাটিং এ আমি চল্লিশ ভাগ ফেলে দিয়ে ভাই বাঁচি
বঙ্গদেশের তোষা 'ক্রস' নামে ডাকতে মোরে যাচি।
আমারই অর্থে খুঁজে পায় চাষি দিন বদলের পথ
আমারই অর্থে কিনিয়া নাচে ললনার নাকের নথ।

তোষা ক্রস বটন

যে কোন রঙে যে কোন শক্তি আমার দেহে থাকে তবুও
সবে সবার নীচে কেন জানি মোরে রাখে!
কাটিং এ আমি চল্লিশ ভাগ ফেলে দিয়ে ভাই বাঁচি
বঙ্গদেশের তোষা 'ক্রস' নামে ডাকতে মোরে যাচি।
আমারই অর্থে খুঁজে পাই চাষি দিন বদলের পথ
আমারই অর্থে কিনিয়া নাচে ললনার নাকের নথ।

এসএমআর

শক্ত ছালে আবৃত আমি আঁশের দেখা নাই
সমস্ত দেহে খাওজানি মোর মুক্তির কি উপায়?
এসএমআর নামে কৃষকের ঘরে পড়ে থাকি অবহেলে
অবশেষে তাই রশি হয়ে ঝুলি গবাদি-পশুর গলে।

পাক্কা শ্রেণিতে ছয়টি রূপে এদেশে করি বাস
বাংলাদেশের সোনা আমি, আমি সোনালী আঁশ।

সোনালী আঁশে স্বর্ণোজ্জ্বল ফরিদপুর

কৃষিবিদ মরিয়ম বেগম
সহকারী পরিচালক
পাট অধিদপ্তর,ফরিদপুর।

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং পাট এই তিনটি শব্দ এক আত্মা। পাটের সোনালী আঁশের জন্যই বাংলার নাম হয়েছে সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধু পাটখাতকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির জন্য নয় বরং জাতীয় সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে পূনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাটখাতকে জাতীয়করণ করেছিলেন। পাটখাত নিয়ে বঙ্গবন্ধুর গঠনমুলক কল্যাণ চিন্তা সর্বদাই আমাদের নীতি নির্ধারকগণ বিবেচনা করে থাকেন।

সোনালী আঁশে আসে স্বপ্ন সুর,
মিষ্টি মধুর আমাদের ফরিদপুর।

দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পাটের হারানো গৌরব এবং সুমহান ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার দৃপ্ত প্রয়াসে বর্তমান কৃষি, পরিবেশ এবং পাটবান্ধব সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় আজকে পাটখাতের এই দৃশ্যমান উন্নয়ন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহারে পাট খাতের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাঙ্গালি জাতি পাটের হারানো অতীত ফিরে পেয়েছে। আমরা সবাই এই কৃষি বান্ধব সরকারের গৃহীত মহতি কার্যক্রমের সাথে অংশগ্রহণ করে দেশকে আরো উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিবো - এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের প্রিয় ফরিদপুরের পাট গুণে ও মানে অনন্য। তাই পাটকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরের জেলা ব্র্যান্ডিং এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-

"সোনালী আঁশে ভরপুর
ভালোবাসি ফরিদপুর"।

বাংলার পাট বিশ্বমাত। ফরিদপুরের মাটি ও আবহাওয়া পাট চাষাবাদের জন্য সহায়ক বিধায় এখানে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপাদিত হয় এবং পাট উৎপাদনে দেশে এই জেলার অবস্থান প্রথম। অত্র জেলার প্রায় ৮৭৫০৫ হে: জমিতে পাট আবাদ করা হয় যার উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ ৩০০০০ হাজার মে. টন। এই জেলায় পাটের উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রাপ্ত পাট কাঠির মূল্য প্রায় ২৭ কোটি টাকা যেখানে উৎপাদিত পাটের আঁশের মূল্য প্রায় ৯২২ কোটি টাকা। উৎপাদিত পাটকাঠি জ্বালানীসহ গৃহস্থালীর নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পাটকাঠি থেকে চারকোল উৎপাদনের জন্য অত্র এলাকায় ৪ (চার)টি চারকোল ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছে যা থেকে উৎপাদিত চারকোল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তাই ফরিদপুরবাসির কণ্ঠে শোনা যায়,

"ফরিদপুরের অবারিত অবদান,
পাটে বেড়েছে দেশের সম্মান"।

ফরিদপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার পাটের আবাদ ও উৎপাদনের লেখচিত্র নিম্নে উপাস্থাপন করা হল ঃ

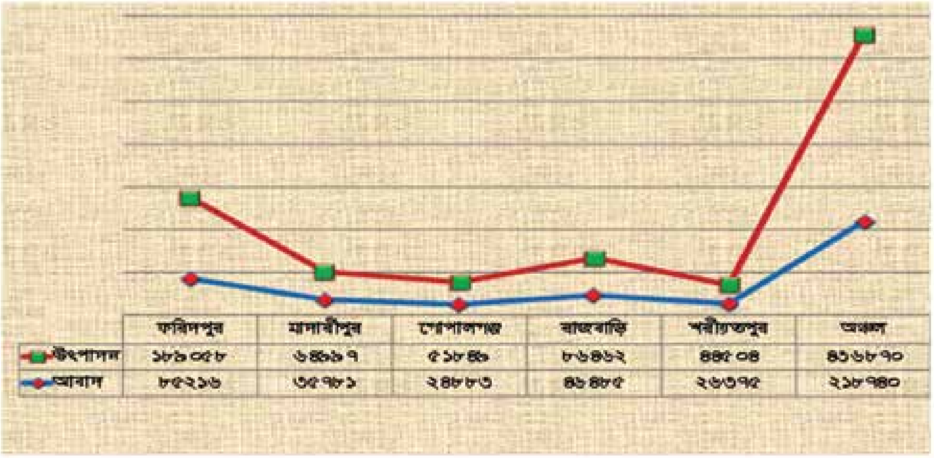

• উৎস- ডিএই, ফরিদপুর অঞ্চল।

পাট উৎপাদনে ফরিদপুর বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। গুণগতমানেও সেরা। তাই ফরিদপুরবাসিদের কাছে তাদের উৎপাদিত পাট তাদের গর্বের বিষয়। ফরিদপুরবাসির প্রাণের কথা,

'স্বর্ণসূত্রে ভরপুর,
আমাদের প্রিয় ফরিদপুর"।

পাট আবাদ কার্যক্রম ঃ

ফরিদপুরের পদ্মা-বিধৌত পলি দোঁয়াশ মাটি পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মার্চ-এপ্রিল মাসে গড়ে ২৫০ মিমি বৃষ্টিপাত ও ১৮-৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পাট উৎপাদনের জন্য সহায়ক। অতিতে কৃষকেরা পাট বীজ বপনের জন্য প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বর্তমানে পাটচাষিরা সেচের মাধ্যমে আগাম পাটবীজ বপন করেন। অত্র জেলার ৪০ হাজার হেঃ জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয় যার মধ্যে প্রায় ৩৫,০০০ হেঃ জমিতে রিলে ফসল হিসাবে পেঁয়াজের মধ্যে পাটের আবাদ হয়। আবার ২৫,০০০ হেঃ পাটের জমিতে রিলে ফসল হিসাবে রোপা আমন ধানের আবাদ হয়।এছাড়া পেঁয়াজের মধ্যে প্রয়োগকৃত টিএসপি সারের ৫০% ও এমওপি সারের ৩০% রেসিডুয়াল ইফেক্ট থাকায় তা পাট গাছ ও পাটের ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফরিদপুরের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে বলতে হয়,

"ফরিদপুরের মাটি,
পাট উৎপাদনের খাঁটি"।

ফরিদপুর জেলায় উৎপাদিত প্রধান প্রধান ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বারগ্রাফের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

উৎস ঃ ডিএই, ফরিদপুর অঞ্চল।

ফরিদপুর জেলার পাট চাষীরা মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহেই নিজ উদ্যোগে স্থানীয় বাজার থেকে পাটবীজ সংগ্রহ করে বপন শুরু করেন এবং মার্চ মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে ৭০% ভাগ চাষির পাটবীজ বপন হয়ে থাকে। অভিনব প্রযুক্তির মাধ্যমে পাট চাষিরা পেঁয়াজ তোলার ১৫-২০ দিন আগে পেঁয়াজের জমিতে পাটের বীজ ছিটিয়ে সেচ দেন। ফলশ্রুতিতে একই সেচ ব্যবস্থায় পেঁয়াজ এবং পাট ফসলের সেচের কাজ হয়ে থাকে। পাটের বীজও গজানোর সুযোগ পায়। এর ১৫ দিন পর যখন জমি থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ করা তখন পাট বর্ধনশীল পর্যায়ে থাকে। পেঁয়াজ সংগ্রহের সাথে সাথে পাটের জমির আগাছা পরিস্কারসহ মাটি আলগাকরণ সম্পন্ন হয়। এতে পাটের জমির প্রথম নিড়ানি খরচ কম হয়, একটি সেচ কম লাগে এবং পরিপক্ক হওয়ার পর্যাপ্ত সময় পায়। আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাট কাটার পর রোপা আমন ধান অনায়াসে বপন করা যায়। অর্থ্যাৎ একই জমিতে কৃষকেরা পেঁয়াজ-পাট-রোপা আমন ধান এই তিনটি ফসল ভালভাবে চাষ করতে পারে। কৃষকেরা যে জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে সেই জমিতে আগাম ফসল হিসাবে পাট আবাদ করলে পাটের ফলন বেশী হয়।

ফরিদপুরে পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও গুনগত মান বৃদ্ধিতে করণীয় ঃ

১. পাট আবাদের জন্য অত্র জেলায় প্রায় ৭০০ মে.টন তোষা পাটের বীজ প্রয়োজন। দেশী তোষা পাটের তুলনায় ভারতীয় জাতের ফলন বেশী ও আগাম বপন যোগ্য এবং বীজের সহজলভ্যতার কারণে কৃষকগণ এই জাতের পাট আবাদে অধিক আগ্রহী। কিন্তু যথাসময়ে এই বীজ আমদানী করতে না পারা বা প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত কারণে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে বীজের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয় এবং জেলার পাট আবাদ হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ার আশাঙ্কা দেখা দেয়। প্রকল্পের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রকৃত চাষীদের ডাটাবেজ তৈরী করে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত পাট চাষীদের নিকট পাটবীজ এবং একই সাথে সার বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারলে ফরিদপুরের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীরা উপকৃত হবে এবং পাটের ফলন বৃদ্ধি পাবে।

২. বিজেআরআই তোষা পাট-৮(রবি-১) কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হওয়ায় দেশে চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যায়িত পাটবীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ এ জাতের পাট সাধারণ তোষা পাটের জাত থেকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ ফলন বেশী দেয় । সাধারণত তোষা পাটের জাত ১২০ দিন বয়সে কাটতে হয় পক্ষান্তরে নতুন এই জাত ১০০ দিনে কর্তন করা যায়। এতে জীবনকাল ২০ দিন বেঁচে যাওয়ায় এই জমিতে চাষীরা রোপা আমন চাষের সুবিধা পায়। নতুন এই জাতের পাটের আগা গোড়া সমান, আঁশের উজ্জলতাও বেশী। অন্য তোষা জাতের তুলনায় রবি-১ পাটের লিগনিনের পরিমান ২ শতাংশ কম থাকে।

৩. বিজেআরআই তোষা পাট-৮(রবি-১) নামের নতুন পাটের জাত এবং তোষা ও-৯৮৯৭ জাতের পাটের বীজ উৎপাদনের জন্য পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, মধুখালী, চরভদ্রাসান, সদরপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় সুন্দরপুর, ইসলামপুর,বাগডাঙ্গা ইউনিয়ন এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চাষীদের সাথে নির্দিষ্ট ফরমে চুক্তির মাধ্যমে পাটবীজ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিলে পাটবীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ হবে। এছাড়া যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়ায় পাটের বীজ উৎপাদনের জন্য পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে চাষীদের সাথে নির্দিষ্ট ফরমে চুক্তির মাধ্যমে পাটবীজ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিলে পাটবীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ হবে। চাষীদের উৎপাদিত পাটবীজের দাম প্রতি কেজি ৩৫০-৪০০ টাকা দরে ভুর্তুকীর মাধ্যমে পাটবীজ কেনার ব্যবস্থা করা হলে চাষীরা পাটবীজ উৎপাদনে আগ্রহী হবে। কারণ চাষির জমি পাটবীজ উৎপাদনের কারনে শীতকালীন সবজি এর পরবর্তী জানুয়ারি মাসে বোরো ধান আবাদ করতে পারেনা।

৪. পাটবীজ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জেলায় পাটবীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সীমিত পরিসরে কৃষক সীডার মেশিন দ্বারা লাইনে পাট বীজ বপণ করলেও অধিকাংশ কৃষক হাতে ছিটিয়ে বপন করে থাকেন। এতে করে বীজ হার বেশী লাগে ও প্রতি একর জমিতে পাট গাছের সংখ্যা কাঙ্খিত হারে থাকে না। ফলে ফলনের উপর বিরুপ প্রভাব দেখা দেয়। তাই সীডার মেশিন সহজলভ্য করে লাইনে পাট বীজ বপণ করতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আধুনিক বীজ বপণযন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট বীজ বপণ করতে পারলে পাটের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এতে পাট চাষে খরচ কম হবে। মধ্যবর্তী পারিচর্যার সুবিধা হবে বিধায় বিঘা প্রতি মাত্র ৭০০-৮০০ গ্রাম পাটবীজ লাগবে এবং আঁশের গুণগত মান ভালো হবে।

৬. উৎপাদন মৌসুমে পাটের বৃদ্ধি উচ্চ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও পর্যায় ক্রমিক রোদ ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। কোন কোন মৌসুমে অতিবৃষ্টির কারণে পাটের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও আন্তঃপরিচর্যা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে ফলন হ্রাস পায়। এছাড়া উৎপাদন মৌসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায়। এটা কাঙ্খিত উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এসময়ে পাট গাছের উচ্চতা বেশী হওয়ায় কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক স্প্রে করা সম্ভব হয় না। তাই এ পরিস্থিতিতে ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পেকামাকড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. পাট উৎপাদন অতি শ্রমঘন কৃষি কাজ। প্রতিটি স্তরেই পরিচর্যার জন্য অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া পাট কর্তনের সময় দ্রুত বন্যার পানি চলে আসায় কৃষকদেরকে তড়িঘড়ি করে পাট কেটে জাগ দিতে হয়। এ সময় একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিক ৭০০/৮০০ টাকা হয়ে যায় যা বহন করা কৃষকদের পক্ষে দুরুহ হয়ে পড়ে। ভর্তুকীর মাধ্যমে আধুনিক পাট কাটার মেশিন ও পাওয়ার থ্রেসার সহজলভ্য করে পাটের আঁশ ছাড়ানোর ব্যবস্থা করলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে। বিজেআরআই উদ্ভাবিত আধুনিক পাট কাটার যন্ত্রের মাধ্যমে ১৫-২০ মিনিটে ১ বিঘা জমির পাট কাটানো যায় একজন শ্রমিক দিয়ে। যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সাথে সংযুক্ত করে নিতে হয়। এর ফলে পাটের উৎপাদন খরচ কম হবে। তাই আধুনিক বীজ বপনের যন্ত্র ও আধুনিক পাট কাটার যন্ত্র পাট চাষীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. অত্র জেলায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মে.টন পাট উৎপাদন হলেও প্রায়শঃই পাটের বাজার অস্থিতিশীল থাকে। এর ফলে কৃষকগণ পাট উৎপাদনে অনাগ্রহী হতে পারে। প্রতি বছর উৎপদন মৌসুমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও রপ্তানীকারকদের সমন্বয়ে চুক্তির মাধ্যমে বাজার দর নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পাটের ন্যয্য মূল্য নিশ্চিত হওয়ায় কৃষকগণ পাট উৎপানে আগ্রহী হবে।

৯. পাট উৎপাদন মৌসুমে অত্র জেলার প্রতিটি ঘরের আনাচে কানাচে পর্যান্ত পাটের বিস্তার দেখা যায়। ফলে খরিপ-১ মৌসুমে সবজি ও ফল মূলের আবাদ বিঘ্নিত হয়ে পরে। কৃষকরা উৎপাদিত পাট বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করলেও পারিবারিক পুষ্টি মারাত্নক ভাবে বিঘ্নিত হয়। সরকারিভাবে অথবা মিল মালিকদের প্রণোদনা কার্যক্রম হিসাবে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদেরকে সচেতন করা যেতে পারে। পাটের আঁশ হতে নানা পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প-কারখানা স্থাপিত হলেও অত্র জেলার কাঁচা পাট প্রক্রিয়া জাত করণের কোন শিল্প বিকশিত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে কাঁচা পাট হতে মন্ড তৈরীর জন্য দেশী উদ্যোক্তা বা বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. ফরিদপুর বাইপাস সড়ক, কৈজুরিতে অবস্থিত ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এর ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ মিউজিয়াম, জেলা ব্র্যান্ডিং কর্ণার করার এবং ফরিদপুর জেলার পাট অধিদপ্তরের অফিসসমূহ স্থাপন করা যেতে পারে।

১১. পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা গেলে প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং জবাবদিহিতা বাড়বে।

১৩. ফরিদপুর জেলার পাট বীজ উৎপাদন, পাট উৎপাদন, পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী ও মিল মালিকদের পক্ষ থেকে ও উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জেলার কৃষকদের জীবন জীবিকা, সমাজ, পরিবার ও কৃষ্টির সাথে পাট নিবিড়ভাবে জড়িত।

ফরিদপুর জেলায় পাট চাষীদের পাট জাগ দেওয়ার সহায়তার লক্ষ্যে যথোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাবনা ঃ

১। পাট পচনের জন্য বিশ্বরোডসহ অন্যান্য রাস্তার দুই পাশের খাস জমি পূণঃখনন ও সংস্কার করা যেতে পারে।

২। পাট পচনের জন্য অব্যবহৃত খাস জমিতে পুকুর ও খাল খনন করা যেতে পারে।

৩। পাট আবাদের মাঠ/বিলের চার পাশে পানি প্রবেশ ও নিষ্কাশনের জন্য সুইচ গেট নির্মাণ করা যেতে পারে, যাতে বৃষ্টির পানি/বর্ষার পানি পাট পচনের জন্য নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়।

৪। পাটের আঁশ ছাড়ানোর জন্য প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবিত আধুনিক পাওয়ার রিবোনার (আঁশকল মেশিন) আরও উন্নত করে পাট চাষীদের ভর্তুকি মুল্যে প্রদান করা যেতে পারে।

৫। আধুনিক পাওয়ার রিবোনার ব্যাবহারের ফলে ভাড়া পাটকাঠির জন্য পারটেক্স শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

৬। বিদ্যমান যে মরা খাল/বিল রয়েছে তা পুনঃখনন করে পাট পচনোর উপযোগী করা যেতে পারে।

৭। বিএডিসির সেচ প্রকল্পের দ্বারা জলাধারে পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

যত প্রতিকুলতাই আসুক না কেন কৃষকরা সকল বাঁধা পেরিয়ে পাট উৎপাদন এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন হলে কৃষকরা লাভবান হবেন। এই শিল্পের সমৃদ্ধি আনয়নে পাটচাষী, পাটকল মালিক, পাটজাত পণ্যের বৈদেশিক ক্রেতাদের সমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। নিম্নমূল্যের কারণে কৃষকগণ পাট আবাদে অনাগ্রহী হলে পাটের অভাবে পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। আবার সরবরাহ হ্রাস পেলে পাটের উচ্চমূল্যের কারণেও পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এবং বৈদেশিক ক্রেতাগণ অন্য দেশে চলে যেতে পারে, পাশাপাশি বিকল্প পণ্যের সন্ধানও করতে পারে। তাই সরকারি নীতি নির্ধারক, গ্রোয়ার, মিলার ও বায়ারদের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগই এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সোনালী আঁশ পাটখাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

মোঃ সওগাতুল আলম
সমন্বয় কর্মকর্তা, পাট অধিদপ্তর

পাট বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীনতার পূর্ব হতেই পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও দীর্ঘদিন বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে আশির দশকে বিশ্বব্যাপি প্লাষ্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এ ধারায় কিছুটা ছেদ পড়লেও সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রাকৃতিক তন্তর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগ, পাটখাত হতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়, জুট জিও টেক্সটাইল, সয়েল সেভার বহুমুখী পাটপণ্য ইত্যাদি উদ্ভাবনের ফলে দেশে-বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপি পাটের এ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

উৎকৃষ্ট মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট এবং পাট শিল্পের সাথে জড়িত। বিশ্ববাজারেব চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কাঁচাপাট এবং শতকরা প্রায় ৪০-৫০ ভাগ পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। শিল্পখাত বিবেচনায় পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ২০২১-২২ অর্থবছরে কাঁচা পাট, প্রচলিত পাটপণ্য এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে ১১২৭.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কার্পেট রপ্তানির মাধ্যমে ৩৬.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে, যা মোট রপ্তানি আয়ের ২.২৪ ভাগ। সার্বিক বিবেচনায় পাট খাত বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রচলিত পাটপণ্যের (হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি) পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিজাইন ও লোগো সম্বলিত পাটপণ্য তৈরী করে অভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বহির্বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সরকারিভাবে বিজেএমসি এবং বেসরকারিভাবে বিজেএমএ'র সদস্যভূক্ত কিছু কিছু মিল এবং 'জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) এর উদ্যোক্তাগণ কাজ করে যাচ্ছে। জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পণ্যসমূহ যথাক্রমে জিও জুট (সয়েল সেভার)/জুট জিও টেক্সটাইল, জুট-টেপ, জুট-রট প্রুফ নার্সারী সীট, ফাইল কাভার, ইউনিয়ন ক্যানভাস, শপিং ব্যাগ, লেডিজ ব্যাগ, ডিজাইন ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, পর্দা, বিজনেস কার্ড, হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য, ফাইনার জুট ফেব্রিক্স(এফজেএফ), কুশন কভার, পিলো কভার, বেড কভার, সোফা কভার, কম্বল, ওয়ালম্যাট, টিস্যু বক্স হোল্ডার, টেবিল রানার, গারবেজ ব্যাগ, লন্ড্রি ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, প্রেস ম্যাট, পাটের জুতা (এসপ্যাড্রিল সু) এবং বিভিন্ন ধরণের শো-পিসসহ শতাধিক নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের মাধ্যমে পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। বহুমূখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায় এ খাতে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জনও কয়েকগুণ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

পাট একটি পরিবেশবান্ধব ফসল এবং পরিবেশ রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাট উচ্চমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে গ্রিন-হাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। এক গবেষণায় জানা যায়, ১ হেক্টর জমির পাট ১০০ দিনে বাতাস থেকে ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম; অন্যদিকে একই সময়ে প্রতি হেক্টর জমির পাট বায়ু মণ্ডলে ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে এ সুন্দর পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করছে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতভাগ পাটপণ্য ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমে যাবে। এ ছাড়াও পাট চাষে পাট গাছের শিকড় ও ঝড়ে পড়া পাতা পঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। পাটচাষের পর ঐ জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষ করলে তুলনামূলক অনেক বেশী ফলন হয় এবং চাষী লাভবান হন। অর্থকরী ফসল হিসেবেও পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাটকথা

মোঃ জিয়াউর রহমান খান
পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা
পাট অধিদপ্তর

সোনালি আঁশ পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্য। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের এক সফল ইতিহাস এবং মিশে আছে আমাদের নিজস্বতা। এ দেশের অর্থনীতিতে বহুবছর ধরে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল ছিল পাটশিল্প। সোনালি আঁশ ও রূপালি কাঠি উভয়ই বেশ সম্ভাবনাময় দিক। আমাদের আদমজী পাটকল ছিল বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বের অন্য পাট উৎপাদনকারী দেশের চেয়ে বাংলাদেশের পাট ছিল উন্নত ও অধিক সমাদৃত। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে দেশের পাটশিল্প ছিল অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। এক সময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার ছিল এই পাট। এমনকি স্বাধীনতার পরেও আমাদের পাটশিল্পের গৌরব ছিল অক্ষত। বাংলাদেশের ভূমি ও আবহাওয়া পাট চাষের জন্য খুবই উপযোগী। ৯০ দশকে এ দেশে পাট উৎপাদন হতো ১২ লাখ হেক্টর জমিতে। ক্রমেই সেই পাটের জমির পরিমাণ কমতে কমতে ৩০-৪০ বছর ধরে ৪ বা সাড়ে ৪ লাখ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পরিবেশ সচেতনতা, প্রাকৃতিক আঁশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির কারণে সেই জমির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৭-৮ লাখ হেক্টরে এসেছে। তবে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পাটের উৎপাদন আগের তুলনায় বেড়েছে। যেখানে আগে ১২ লাখ হেক্টর জমি থেকে প্রায় ৬০-৬৫ লাখ বেল পাট পাওয়া যেত, সেখানে বর্তমানে মাত্র ৭-৮ লাখ হেক্টর জমিতেই প্রায় ৮৪ লাখ বেল পাট পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশি কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য প্রধানত ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইউরোপ, আইভরিকোস্ট, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, ইরান, আমেরিকা, সিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, জাপান, সুদান, ঘানাসহ আরও কিছু দেশে রপ্তানী করা হয়। বিগত কোভিড-১৯-এর কারণে আমাদের পোশাক, বস্ত্র, চামড়া শিল্পসহ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খাত গুলোর রপ্তানি কমলেও আমাদের পাট রপ্তানিতে লাগে উন্নয়নের ছোঁয়া। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে ১৯৫.৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে যা পূর্ববর্তী বছরের এই সময়ের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। আবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য মতে বাংলাদেশ বিগত অর্থবছর ২০২০-২১ সালের প্রথম মাস তথা জুলাইয়ে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে ৩৯১ কোটি ডলার আয় করেছে যার মধ্যে ১০ কোটি ৩৫ লাখ ১০ হাজার ডলার এসেছে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পাটশিল্পের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কর্মসংস্থান, অর্থ উপার্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বোপরি এ দেশের ঐতিহ্য ও নিজস্বতা রক্ষায় পাটশিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিকতার পদতলে নিষ্পেষিত যখন পুরো পৃথিবী, দূষণের ফলে বিশ্ব পরিবেশ যখন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে, তখন পাটশিল্পের যথাযথ ব্যবহার আমাদের বাঁচাতে পারে অদূর ভবিষ্যতের অনেক ভয়াবহতা থেকে। সরকারের সজাগ দৃষ্টি ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার হতে চলছে এই শিল্প এবং ফিরে আসছে আমাদের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য, নিজস্বতার ধারক এই পাটশিল্প।

পাট বরাবরই বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। কালের বিবর্তনে আধুনিকতার পরশে তার গৌরব অনেকটা ম্লান হওয়ার উপক্রম হলেও প্লাস্টিক, পলিথিনের ব্যাপক ব্যবহারে মাটি, প্রাণী, উদ্ভিদের চরম ক্ষতির হাত থেকে বিশ্ব জলবায়ু রক্ষায় বর্তমানে পরিবেশ সচেতনতার জন্য আবারও এ সম্ভাবনাময় পাটশিল্পের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। কাঁচা পাট, সোনালি আঁশ, পাটকাঠি, পাটজাত পণ্য সবই একেকটা সম্ভাবনার হাতছানি। পাট থেকে তৈরি জুট জিওটেক্সটাইল বাঁধ নির্মাণ, ভূমিক্ষয় রোধ, পাহাড় ধস রোধে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের উন্নত পাট এখন বিশ্বের অনেক দেশে গাড়ি নির্মাণ, কম্পিউটারের বডি, উড়োজাহাজের পার্টস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ইন্সুলেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পেও বহির্বিশ্বে বেশ পরিচিত বাংলাদেশের পাট। পাটকাঠি থেকে তৈরি চারকোল খুবই উচ্চমূল্যের যা দিয়ে আতশ বাজি, কার্বন পেপার, ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্ল্যান্ট, ফটোকপিয়ার মেশিনের কালি, মোবাইল ফোনের ব্যাটারিসহ নানান জিনিস তৈরি করা হয়। আবার এ অ্যাকটিভেটেড চারকোল থেকে অনেক প্রসাধন সামগ্রীও তৈরি করা যায়। পরিবেশবান্ধব ও যথাযথ উপযোগিতার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্য শস্য মোড়কীকরণে পাটের থলে ও বস্তা ব্যবহারের সুপারিশ করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। পরিবেশ সচেতনতার জন্য এ চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসেই প্রায় ২ কোটি ৭ লাখ ৪০ হাজার ডলারের পাটের বস্তা, চট ও থলে রপ্তানি হয়েছে। তাই এ দিকটাতে সচেতন দৃষ্টি দেওয়া হলে তা আমাদের

অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে। আবার পাট দিয়ে তৈরি শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, লুঙ্গি, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, শো পিস, ওয়ালমেট, নকশি কাঁথা, পাপোশ, জুতা, শিকা, সুতাসহ নানান পাটজাত পণ্য যেমন আকর্ষণীয় তেমন পরিবেশবান্ধবও।

পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করা, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার প্রতিবছর ৬ মার্চ দেশব্যাপী জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করছে।

পাটচাষ করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাট চাষের উন্নয়ন ও পাট আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে বিজেআরআই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং পাট অধিদপ্তর-এর সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নত জাতের পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। পাটখাতকে স্থিতিশীল রাখার জন্য যেহেতু বিশ্বসেরা পাট বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়, সেহেতু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের পাট নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

জাগো চাষী বুনো পাট
সবুজ সোনায় ভরবে মাঠ।

সার-কথা

এস.এম, সোহরাব হোসেন
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের পাট ও বস্ত্র শিল্পের খ্যতি বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বস্ত্র ও পাট শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি অর্জনে পাট খাতের রয়েছে অনন্য অবদান। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের এ সাফল্য অর্জনে পাট অধিদপ্তরের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। পাট অধিদপ্তর তার কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

এদেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে পাটের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে সরকার পাটখাতকে একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রায় চার কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট ও পাট শিল্পের উপর নির্ভরশীল। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য পাট অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতজাতের পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘‘উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’’ শীর্ষক একটি প্রকল্প পাট অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। পাটবীজ ও পাটের উৎপাদন, কাঁচাপাট এবং পাটজাতপণ্য পরিদর্শন ফি বাবদ সর্বমোট ৫৪৬.১৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, বিপণন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে পাট খাতে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের মাধ্যমে আয়ের পরিমান ৪২০.৯৩ লক্ষ টাকা। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য ‘‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’’ এবং ‘‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩’’ কার্যকর করা হয়েছে।

পাট পরিবেশ রক্ষায় বড় ধরনের অবদান রাখছে। যে জমিতে একবার পাটচাষ হয় সে জমিতে পরেরবার অন্য ফসল চাষ করলে রাসায়নিক সার ব্যতীত ফসলের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুন হয়ে থাকে। রিওডি জেনেরিওতে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত Earth Summit এর সুত্র ধরে Climate Change Fund এ খাতে ব্যবহার করলে বড় ধরনের সাফল্য আসতে পারে বিশেষ করে গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া অতীব জরুরি। এছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পাট খাতে গবেষণার বিকল্প নেই। সারা বিশ্বে পরিবেশ বিপর্যয়ে কারণে Statosphere এর নিচের অংশে বিদ্যমান ওজোন স্তর (O_3) প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রীন হাউজ গ্যাসের ইফেক্টের কারণে এই ওজোন স্তর ক্ষয় হচেছ। ফলে sunlight থেকে ultra violet ray সরাসরি ভূপৃষ্ঠে এসে আঘাত করছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতিদিন বাড়ছে, আবির্ভাব হচ্ছে নতুন নতুন দূরারোগ্য জীবাণুর। শুধু কোভিড-১৯ এর জীবাণূ পুর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ নিতে বিশ্ব এখনো কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেনি। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এন্টার্কটিকায় বরফ গলছে, বাড়ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। ফলে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বড় অংশ একদিন পানির নিচে চলে যাবে। ফলে পাটচাষের এলাকা অনেকটা সংকুচিত হয়ে আসবে। তাই প্রয়োজন হবে লবনাক্ত/অর্ধ লবনাক্ত পানিতে পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের প্রযুক্তি। আর এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণা। তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা অতি জরুরি ভিত্তিতে গবেষণার এখানে প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের প্রণীত পাটবান্ধব আইন, পাট নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাটখাতের স্থানীয় ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পাট অধিদপ্তর সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যথাসময়ে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রকাশনার সফলতা কামনা করছি।

পাট পচনেই আঁশের মান,
জাগ দিতে হই সাবধান।
উন্নত আঁশ সোনার তুল্য,
বাজারে তার বেশি মূল্য

ছবিতে পাটের জীবন-চক্র

পাটের বীজ উৎপাদন ও বীজ সংগ্রহ

পাটের বীজ রোদে শুকানো

পাটের বীজ বপন ও পরিচর্যা

পাট কর্তন

রিবন রেটিং পদ্ধতিতে কাঁচা পাটের আঁশ ছাড়ানো

ছাড়ানো কাঁচা আঁশ ও পাট পানিতে জাগ দেয়া

জাগ দেয়া আঁশ ছাড়ানো ও রোদে শুকানো

পাটের আঁশ ও পাটখড়ি সংগ্রহ

হস্তশিল্প এবং মিল কারখানায় পাটজাত পণ্য উৎপাদন

দেশের বিভিন্ন স্থানে "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার চিত্র :

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক (জুলাই ২০২১-জুন২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা (মোট মান-৭০)

সংযোজনী -১

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					বার্ষিক (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অগ্রগতির হার (%)	ওয়েটেড স্কোর
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ৫টি)																
[১] পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি	২৩	[১.১] প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন	[১.১.১] উচ্চ ফলনশীল জাতের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত পাটবীজ সংগ্রহ ও বিতরণ	সমষ্টি	মেঃটন	২	৩৯০	৫০১	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০	৫৮৭.০৫	১০০	২
			[১.১.২] উচ্চ ফলনশীল জাতের পাটবীজ উৎপাদন	সমষ্টি	মেঃটন	১	৩৩৭	৫০৭	৫২০	৪৬৮	৪১৬	৩৬৪	৩১২	৬৪২.১৪	১০০	১
			[১.১.৩] মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন	সমষ্টি	লক্ষ বেল	১	১৩.৫০	১২.৮৯	১৩	১২	১০	৯	৮	১৩.৫৪	১০০	১
		[১.২] পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০, এবং বিধিমালা, ২০১৩ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন	[১.২.১] পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সমষ্টি	সংখ্যা	৯	১৩২৮	১৩৯১	৮০০	৭২০	৬৪০	৫৬০	৪৮০	১৩৬৫	১০০	৯
			[১.২.২] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ হাটবাজারে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ কর্মশালা	সমষ্টি সমষ্টি	সংখ্যা সংখ্যা	৫	১৮৩	৬৫৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	২০০	১০০	৫
			১.২.৩] পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির হার	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	০	০	২	১.৮	১.৬	১.৪	১.২	২.১১	১০০	১
		[১.৩] প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	[১.৩.১] পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৯২০০০	৭৬৯৫৫	৭০০০০	৬৩০০০	৫৬০০০	৪৯০০০	৪২০০০	১০৫২৬০	১০০	৩

-২-

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	বার্ষিক (জুলাই ২০২১- জুন ২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অগ্রগতির হার (%)	ওয়েটেড স্কোর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
			[১.৩.২] প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৬৯	৩১	২২	২০	১৮	১৫	১৩	৩৩	১০০	১
[২] আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরণ;	১৮	[২.১] পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন	[২.১.১] হাট বাজার পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৬	২৫৩৫	১৮৭০	৭০০	৬৩০	৫৬০	৪৯০	৪২০	১৩০০	১০০	৬
			[২.১.২] ভিজা পাট ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযান	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৬৭৬	৭০২	১১০	১০০	৯০	৮০	৭০	২০০	১০০	৪
			[২.১.৩] উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১৬০	১৮৬	৮০	৭২	৬৪	৫৬	৪৮	১৫০	১০০	৩
			[২.১.৪] বেলিং সেন্টার পরিদর্শন সমষ্টি	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৩৫৩	২৫৮	১৬০	১৪৪	১২৮	১১২	৯৬	১৯৫	১০০	৩
			[২.১.৫] খসড়া চারকোল নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন;	গড়	%	১	-	১০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০	১
			[২.১.৬] বিভাগীয় ভাবে নিস্পত্তিকৃত অপরাধ	সমষ্টি	%	১	৯৯	৯৯	৬৫	৫৮	৫২	৪৫	৩৯	৯০	১০০	১
[৩] পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান;	১২	[৩.১] পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স প্রদান	[৩.১.১] পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	১৩৬৮৫	১৩৮৭৬	১৩৫০০	১২১৫০	১০৮০০	৯৪৫০	৮১০০	১৫২২৭	১০০	৪
		[৩.২]পোষক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি	[৩.২.১] নিস্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	শতকরা	৩	৯৯	৯৯	৯৫	৮৬	৭৬	৬৭	৫৭	৯৯.৪৩	১০০	৩

-৩-

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					বার্ষিক (জুলাই ২০২১- জুন ২০২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অগ্রগতির হার (%)	ওয়েটেড স্কোর
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		[৩.৩] পাটকল পরিদর্শন	[৩.৩.১] পাটকল পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৫৮৯	১১৬৫	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১২১৮	১০০	২
		[৩.৪] পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা	[৩.৪.১] পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	২৩৮৮	১৭৮৭	১৫৫০	১৩৯৫	১২৪০	১০৮৫	৯৩০	১৫৯৬	১০০	৩
[৪] মানবসম্পদ উন্নয়ন;	১২	[৪.১] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাটচাষি	সমষ্টি	চাষী/ সংখ্যা	৭	৩১০১৪	২৮২২৬	২০০০০	১৮০০০	১৬০০০	১৪০০০	১২০০০	৪৭৭০৮	১০০	৭
			[৪.১.২] কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জন	৪	৩০০	৪৪৭	৩০০	২৭০	২৪০	২১০	১৮০	৮৩৫	১০০	৪
			[৪.১.৩] এপিএ বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জন	১	২৫	১৮	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১২০	১০০	১
[৫] পাটখাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ।	৫	[৫.১] পাট খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সভা/সেমিনার আয়োজন	[৫.১.১] আয়োজিত সভা /সেমিনার/ স্টেকহোল্ডার সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	১৩	১০	১০	৯	৮	৭	৬	২২	১০০	৫
				মোটঃ	৭০											৭০

সংযোজনী -২

পাট অধিদপ্তরের বিগত ০৫ (পাঁচ) অর্থবছরের (২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২) খাত ভিত্তিক রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জনের বিবরণীঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন কোড	অর্থনৈতিক কোড	খাতসমূহ	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৪১০৩০১	১৪১০৩০১১ ২১৯২৯	২০৩১	পরীক্ষা ফি	৫.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
		২৬৪১	পাট আইনে প্রাপ্তি	৮,০০,০০.০০	৪,৫৯,২১.৫০	০	০	০	০	০	০	০	০
		২৬৭১	অতিরিক্ত প্রদত্ত আদায়	১৪,০০.০০	১১.০৩.৫৪	০	০	০	০	০	০	০	০
		২৬৮১	বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি	৬৫.০০.০০	১২,৪৩.১৪	০	০	০	০	০	০	০	০
		১৪২২৩১৩	পরিদর্শন ফি	৫,৫০,০০,০০	৫,৪৬,১৮.৫০	৫,৪১,০১.০০	৫,৪৬,১৩.৬৮	৭৪,১০.০০	২,৯০,১৭.৮২	৮,৭৫,০০.০০	৩,৩৫,১৩.৭৯	৮,৯১,০০.০০	২,৭৩,৪২.৯৮
		১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন ব্যবহার	১২,০০	৭.২০	১৭.০০	৩৪.৯৩	৩৫.০০	৮.২০	৩৫.০০	৩.০০	৩৫.০০	১৩.৮০
		১৪৪১২০২	পূর্ববর্তী অর্থবছরের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরৎ	০	০	০	০	০	০	০	০	১২,০০.০০	১১,২৮.৩০
		১৪৪১২৯৯	অন্যান্য আদায়	০	০	৮,৪৪,০০.০০	৪,৩৫,৪১.৪৪	১৩,৬২,৮১.০০	৪,৮৮,০৭.৬২	৭,৩২,৬৫.০০	৪,০১,৩৩.২২	৮,৯৭,৬৫.০০	৪,২১,৯৬.৩০
সর্বমোটঃ				১৪,২৯,১৭.০০	১০,২৮,৯৩.৮৮	১৩,৮৫,১৮.০০	৯,৮১,৯০.০৫	১৪,৩৭,২৬.০০	৭,৭৮,৩৩.৬৪	১৬,০৮,০০.০০	৭,৩৬,৫০.০১	১৮,০১,০০.০০	৭,০৬,৮১.৩৮

সংযোজনী-৩

পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালক, মূখ্য পরিদর্শক এবং পাট পণ্য পরীক্ষাগারসমূহের বিগত ০৫ (পাঁচ) অর্থবছরের (২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২) সংশোধিত বরাদ্দকৃত অর্থ এবং প্রকৃত ব্যয়কৃত অর্থের বিবরণীঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নম্বর	দপ্তর/কার্যালয়ের নাম	অপারেশন কোড	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
			বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০১.	প্রধান কার্যালয় পাট অধিদপ্তর	১৪১০৩০১১২১৯২৯	২২,৩২.০০	১৬,১৮.৮৫	২৪,৩৫.২২	১৭,৯৪.১১	১২,৪৫.১৩	৯,৪৩.৯২	১৩,০৭.৫০	৯,৪৩.৭৮	১৩,৫৪.৪০	১০,৯১.৪৪
০২.	সহকারী পরিচালকের কার্যালয়সমূহ	১৪১০৩০২০০০০০০	০	০	০	০	১,৮৭,৪১	১,৬৭.১৬	১,৮৩.৫০	১,৩৯.৫৬	২,০৯.০০	১,৫৫.৮৯
০৩.	মূখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ	১৪১০৩০৪০০০০০০	০	০	০	০	৫,১৫.২৬	৪,৯৬.৩১	৫,৫১.০০	৫,০৯.৮১	৬,৬৫.৯০	৪,৮৮.৩২
০৪.	পাট পণ্য পরীক্ষাগারসমূহ	১৪১০৩০৬০০০০০০	০	০	০	০	১,৮৭.৮৫	১,৩৬.৫৬	১,৬৫.০০	১,২৬.৯৪	৩,০৩.১০	১,৮২.২২
	সর্বমোটঃ		**২২,৩২.০০**	**১৬,১৮.৮৫**	**২৪,৩৫.২২**	**১৭,৯৪.১১**	**২১,৩৫.৬৫**	**১৭,৪৩.৯৫**	**২২,০৭.০০**	**১৭,২০.০৯**	**২৫,৩২.৪০**	**১৯,১৭.৮৭**

উল্লেখ্য ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, সহকারী পরিচালক, মূখ্য পরিদর্শক এবং পাট পণ্য পরীক্ষাগারসমূহের জন্য পৃথক পৃথক বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

সংযোজনী-৪

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: টেকসই প্রতিযোগিতা সক্ষম পাটখাত ।

মিশন: আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রয়োগ, বাস্তবায়ন এবং পাটচাষী, পাটকল ও ব্যবসায়ীদেরকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি।

২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

২.১) নাগরিক সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারক লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ক) প্রত্যেক জুট মিলের প্রতি ২৫০ তাঁত বা উহার ভগ্নাংশের জন্য খ) প্রত্যেক জুট স্পিনিং মিলের প্রতি ৭০০ স্পিন্ডেল বা উহার ভগ্নাংশের জন্য গ) প্রত্যেক জুট টেপ মিলের ১০ ইঞ্চি বা উহার কম প্রশস্তের প্রতি ২০ লুম বা উহার ভগ্নাংশের জন্য	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন (সীমিত কোম্পানী/অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে), ৩. জাতীয়তা সনদপত্র, ৪ .ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৫. সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের হালনাগাদ সদস্য সনদপত্র, ৬. করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ৭. রপ্তানি নিবন্ধনপত্র (ইআরসি), ৮. ট্রেড লাইসেন্স, ৯. বিনিয়োগ বোর্ডের ছাড়পত্র, ১০.মিলে স্থাপিত যন্ত্রাংশের তালিকা, ১১. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যগণের নাম, স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা সনদপত্র। নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রধান কার্যালয়ের লাইসেন্স শাখা থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (http://www.dgjute.gov.bd/) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	ক) ২০,০০০/- টাকা হারে ফি বাবদ ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ খ) ১৫,০০০/-টাকা হারে ফি বাবদ ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ গ) ১১,০০০/-টাকা হারে ফি বাবদ ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমাপ্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে sms এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	**লাইসেন্স মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেঃ** মহাপরিচালক ফোনঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রেঃ পরিচালক (পাট) ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২.	**পাটজাতপণ্য রপ্তানিকারক লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন** **ক) কার্পেট ব্যতীত লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন** **খ) কার্পেট রপ্তানিকারক লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৩. সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের হালনাগাদ সদস্য সনদপত্র, ৪. করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ৫. রপ্তানি নিবন্ধনপত্র (ইআরসি), ৬. অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন, ৭. যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চুক্তিনামা, ৮. ট্রেড লাইসেন্স, ৯. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যগণের নাম, স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা সনদপত্র। **নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রধান কার্যালয়ের লাইসেন্স শাখা থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।** *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	ক) ২৫,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ খ) ৩,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	**লাইসেন্স মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেঃ** মহাপরিচালক ফোনঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ **লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রেঃ** পরিচালক (পাট) ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬
৩.	**কাঁচা পাট রপ্তানি কারক লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আটিক্যালস অব এসোসিয়েশন, ৩. জাতীয়তা সনদপত্র, ৪ .ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৫. সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের হালনাগাদ সদস্য সনদপত্র, ৬. করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ৭. রপ্তানি নিবন্ধনপত্র (ইআরসি), ৮. ট্রেড লাইসেন্স(ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা /সিটি করপোরেশন), ৯. পরিবারের স্থায়ী সদস্যদের নাম, স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা সনদপত্র। ১০. ভাড়ার ক্ষেত্রে গুদামের চুক্তিপত্র, নিজস্ব হলে মুখ্য পরিদর্শকের প্রত্যয়ন পত্র, ১১. গুদাম ব্যবহারের ঘোষণা পত্র ও অঙ্গীকার নামা। নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রধান কার্যালয়ের লাইসেন্স শাখা থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	২৫,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	**লাইসেন্স মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেঃ** মহাপরিচালক ফোনঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ **লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রেঃ** পরিচালক (পাট) ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪.	**পাক্কা বেলার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি এ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১ নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৪. আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ৫. ট্রেড লাইসেন্স (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি করপোরেশন), ৬. ভাড়ার ক্ষেত্রে গুদামের চুক্তিপত্র, নিজস্ব হলে ঘোষণাপত্র, ৭. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের নাম, স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা সনদপত্র। নির্ধারিত আবেদন ফরম সহকারী পরিচালক (পাট) কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	১০,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	সহকারী পরিচালক (পাট), ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে- দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ।
৫.	**এক্সপোর্ট ব্রোকার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১ নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৪. আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ৫. ট্রেড লাইসেন্স (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি করপোরেশন), ৬. ভাড়ার ক্ষেত্রে গুদামের চুক্তিপত্র, নিজস্ব হলে ঘোষণাপত্র, ৭. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের নাম, স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা সনদপত্র। নির্ধারিত আবেদন ফরম সহকারী পরিচালক (পাট) কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	২৫,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	সহকারী পরিচালক (পাট), ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে- দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৬.	**ইন্টারন্যাল ব্রোকার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১ নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৪. আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ৫. ট্রেড লাইসেন্স (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি করপোরেশন), ৬. ভাড়ার ক্ষেত্রে গুদামের চুক্তিপত্র, নিজস্ব হলে ঘোষণাপত্র, ৭. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের নাম, স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা, নির্ধারিত আবেদন ফরম সহকারী পরিচালক (পাট) কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	৩,৫০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে sms এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	সহকারী পরিচালক (পাট), ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে- দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ
৭.	**প্রেস মালিক (পাক্কা প্রেস)লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ৪. আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ৫. ট্রেড লাইসেন্স (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি করপোরেশন), ৬. ভাড়ার ক্ষেত্রে গুদামের চুক্তিপত্র, নিজস্ব হলে ঘোষণাপত্র, ৭. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের নাম, স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা, নির্ধারিত আবেদন ফরম সহকারী পরিচালক (পাট) কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	২৫,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে sms এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	সহকারী পরিচালক (পাট), ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে- দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)		(৫) (৬)	(৭)
৮.	**পাটের ডিলারঃ** ক) পাটের ডিলার অব জুট (গুদাম ব্যতিত) লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন খ) পাটের ডিলার অব জুট (গুদাম সুবিধাসহ) লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. কপি পাসফোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি। ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩.কপি পাসফোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, ৪. গুদাম ব্যবহারের ঘোষণা পত্র। নির্ধারিত আবেদন ফরম মুখ্য পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	ক) ৫০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ খ) ২,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে sms এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	মুখ্য পরিদর্শক কর্তৃক ৪২টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে । নরসিংদী, গাজীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (উত্তর), নারায়ণগঞ্জ (দঃ), টাংগাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চৌমুহনী (নোয়াখালী), ব্রাম্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, খুলনা (মংলা), খুলনা, দৌলতপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী , নওগাঁ , জয়পুরহাট, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মাগুরা।
৯.	**আড়তদার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. ৩.সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের হালনাগাদ সদস্য সনদপত্র, ৪. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের নাম , স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা, ৫. গুদাম ব্যবহারের ঘোষণা পত্র, ৬. ব্যবসা পরিচালনার বিস্তারিত ঠিকানা। নির্ধারিত আবেদন ফরম মুখ্য পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	৩,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে ৎসং এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	মুখ্য পরিদর্শক কর্তৃক ৪২টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে । নরসিংদী, গাজীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ(উত্তর), নারায়ণগঞ্জ (দঃ), টাংগাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চৌমুহনী (নোয়াখালী), ব্রাম্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, খুলনা (মংলা), খুলনা, দৌলতপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী , নওগাঁ , জয়পুরহাট, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মাগুরা।

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)		(৫) (৬)	(৭)
১০.	পাটজাত পণ্যের ডিলারঃ ক) পাটজাত পণ্যের ডিলার (কার্পেট ব্যতীত) লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন খ) পাটজাত পণ্যের ডিলার (কার্পেট) লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন গ) পাটপণ্য লেমিনেটিং/ প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি এ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরি/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	ক) ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. ট্রেড লাইসেন্স (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি করপোরেশন), ৪. নাগরিকত্ব সনদপত্র। খ) ও (গ) ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদ পত্র, ৩. ট্রেড লাইসেন্স(ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি করপোরেশন), ৪. ব্যবসা পরিচালনার বিস্তারিত ঠিকানা, ৫. নাগরিকত্ব সনদপত্র, ৬. ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট। নির্ধারিত আবেদন ফরম মুখ্য পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	ক) ৭৫০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ খ) ৩,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ গ) ৬,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	মুখ্য পরিদর্শক কর্তৃক ৪২টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে । নরসিংদী, গাজীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ(উত্তর), নারায়ণগঞ্জ (দঃ), টাংগাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চৌমুহনী (নোয়াখালী), ব্রাম্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, খুলনা (মংলা), খুলনা, দৌলতপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী , নওগাঁ , জয়পুরহাট, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মাগুরা।
১১.	কাঁচা বেলার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন	*লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩.সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠনের হালনাগাদ সদস্য সনদপত্র, ৪. পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের নাম , স্থায়ী বাসস্থান ও জাতীয়তা, ৫. গুদাম ব্যবহারের ঘোষণা পত্র, ৬. ব্যবসা পরিচালনার বিস্তারিত ঠিকানা। নির্ধারিত আবেদন ফরম মুখ্য পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	৬,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১	১.আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। মুখ্য পরিদর্শক কর্তৃক ৪২টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ।	নরসিংদী, গাজীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (উত্তর), নারায়ণগঞ্জ (দঃ), টাংগাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চৌমুহনী (নোয়াখালী), ব্রাম্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, খুলনা (মংলা), খুলনা, দৌলতপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী , নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মাগুরা।

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)		(৫) (৬)	(৭)
১২.	**প্রেস মালিক (কাঁচা প্রেস) লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন**	লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-মেইল, ফ্যাক্স, ডাকযোগে এবং সরাসরি অধিদপ্তরে আবেদন দাখিলের পর পাট আইন, ২০১৭ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুরী/ নবায়ন করা হয়। অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরাসরি অনলাইনে যাচাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরী ও নবায়ন করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. জাতীয়তা সনদপত্র, ৩. ট্রেড লাইসেন্স (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি করপোরেশন), ৪. প্রেসের বর্ণনা ও মালিকানা দলিল। নির্ধারিত আবেদন ফরম মুখ্য পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। *অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে।	৬,০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদানের মূল কপি। কোডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/ ২৬৪১	১. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে। ২. আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক না থাকলে ঘাটতি কাগজ সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল, টেলিফোন, ই-মেইল অথবা লিখিতপত্র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে অবহিত করা হবে। ৩. সোনালী আঁশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ইউজার (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	মুখ্য পরিদর্শক কর্তৃক ৪২টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে । নরসিংদী, গাজীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ(উত্তর), নারায়ণগঞ্জ (দঃ), টাংগাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চৌমুহনী (নোয়াখালী), ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, বরিশাল, খুলনা (মংলা), খুলনা, দৌলতপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী , নওগাঁ , জয়পুরহাট, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট , মাগুরা।
১৩.	**পাটজাত পণ্যের মান পরিদর্শন**	মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী পরিচালক এবং পরিদর্শক (পণ্য) কর্তৃক নিয়মিত ভাবে সরকারি ও বেসরকারি পাটকল পরিদর্শনের মাধ্যমে বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী অথবা আমদানী কারকদের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত পাটপণ্যের মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়।	১. বিএসটিআই কর্তৃক প্রণীত পণ্যভিত্তিক মান, ২. আমদানীকারকদের চাহিদাপত্রের কপি।	বিনামূল্যে	১. মিল পরিদর্শণঃ অনুমোদিত ভ্রমণসূচি মোতাবেক প্রতি মাসে সরকারি ও বেসরকারি পাটকলসমূহ পরিদর্শন করা হবে। ২. প্রতিবেদন দাখিলঃ পরিদর্শন ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হবে। ৩. সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিলঃ মাস ভিত্তিক মিল পরিদর্শণের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন) কর্তৃক ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে- চট্টগ্রাম-সীতাকুন্ড অঞ্চল, খুলনা-যশোর অঞ্চল, ঢাকা-নরসিংদী অঞ্চল,নারায়ণগঞ্জ-কাঞ্চন অঞ্চল,
১৪.	**পাটজাত পণ্যের মান পরীক্ষণ**	পাটপণ্য পরিদর্শন এবং পরীক্ষণ শাখার অধীনে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী পরিচালক, পরিদর্শক পণ্য এবং পরীক্ষণ সহকারীগণ নিয়মিতভাবে সরকারি ও বেসরকারি পাটকলসমূহ পরিদর্শনপূর্বক উৎপাদিত পাটপণ্যের নমুনা সংগ্রহ করে এবং পাটকল কর্তৃপক্ষ সেচ্ছায় পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ করার পর বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী নমুনা সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক মান পরীক্ষা করা হয়।	১. বিএসটিআই কর্তৃক প্রণীত পণ্যভিত্তিক মান, ২. আমদানীকারকদের চাহিদাপত্রের কপি।	বিনামূল্যে	১. পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ: নমুনা প্রাপ্তির ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (ভৌত ও রাসায়নিক) পরীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হবে। ২. প্রতিবেদন দাখিলঃ পরীক্ষণ ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিবেদন ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মিল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে। ৩. সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিলঃ মাস ভিত্তিক পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষণের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) ৩টি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে যথাক্রমে- ঢাকা পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম পরীক্ষাগার, খুলনা পরীক্ষাগার।

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	অর্জিত ছুটি	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী) নিষ্পত্তি করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	১. সাদা কাগজে আবেদনপত্র, ২. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়। (কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ প্রশাসন শাখা)	বিনামূল্যে	আবেদনপ্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী নথি উপস্থাপন করবেন। নথি উপস্থাপনের পরবর্তী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com
০২	অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ)	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারী আদেশ জারী করা হবে।	১. সাদা কাগজে আবেদনপত্র ২. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতারপ্রতিবেদন। গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ প্রশাসন শাখা।	বিনামূল্যে	আবেদনপ্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী নথি উপস্থাপন করবেন। নথি উপস্থাপনের পরবর্তী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com
০৩	মাতৃত্বকালীন ছুটি	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারী করা হবে।	১. সাদা কাগজে আবেদনপত্র। ২. ডাক্তারী সনদপত্র। ৩. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ প্রশাসন শাখা।	বিনামূল্যে	আবেদনপ্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী নথি উপস্থাপন করবেন। নথি উপস্থাপনের পরবর্তী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com
০৪	শ্রান্তি বিনোদন ভাতাসহ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়)।	১. সাদা কাগজে আবেদনপত্র, ২. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ হিসাব রক্ষণকর্মকর্তার কার্যালয়। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ প্রশাসন শাখা।	বিনামূল্যে	ক) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) কার্যদিবস। খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবস।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৬.	সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল (উচ্চতর স্কেল) মঞ্জুর	১. ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভা আহবান করা হয় । কমিটির সুপারিশ এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল (উচ্চতর স্কেল) মঞ্জুর করা হয়। ২. ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে আবেদন পাওয়ার পর বিগত ৫(পাঁচ) বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভা আহবানের অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।	১. সাদা কাগজে আবেদন পত্র, ২. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন। গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিস্থানঃ প্রশাসন শাখা। ৩. বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	ক) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) কার্যদিবস। খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবস।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com
০৬.	চাকুরি স্থায়ীকরণ	আবেদন পাওয়ার পর পাট অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	ক) সাদা কাগজে আবেদনপত্র , খ) হালনাগাদ বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন (পদোন্নতির ক্ষেত্রে ১(এক) বছর এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ২(দুই) বছরের সন্তোষজনক চাকুরি)।	বিনামূল্যে	ক) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) কার্যদিবস। খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবস।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com
০৭.	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ/ অগ্রিম মঞ্জুর	প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক গৃহ ঋণ মঞ্জুর করা হয়।	ক) সাদা কাগজে আবেদনপত্র , খ) যে জমিতে গৃহ নির্মাণ/মেরামত করা হবে সে জমির দলিল/বায়নাপত্র, গ) ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা, ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com
০৮.	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম মঞ্জুর	প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম মঞ্জুরির আবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	ক) সাদা কাগজে আবেদনপত্র, খ) ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com
০৯.	সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর	নির্ধারিত ফরমে নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন প্রাপ্তির পর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-বিধান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর মঞ্জুরি পত্র জারী করা হয়।	ক) সাদা কাগজে আবেদন পত্র, খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ জমার প্রত্যয়ন পত্র। প্রাপ্তিস্থানঃ প্রধান/বিভাগীয়/জেলা হিসাব হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়।	বিনামূল্যে	ক) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবস। খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবস।	মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ ই-মেইলঃ aminulislamjute@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১০.	ভ্রমণ ব্যয় বিল অনুমোদন	সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভ্রমণ ব্যয় বিল প্রাপ্তির পর উহা যাচাই/বাছাই করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপস্থাপন করা হয়।	১. অনুমোদিত ভ্রমণ সূচি, ২. অনুমোদিত ভ্রমণ প্রতিবেদন, ৩. সংশ্লিস্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ।	বিনামূল্যে	কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ করা হবে।	মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী পরিচালক মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ ই-মেইলঃ hr300367@gmail.com
১১.	অধিকাল ভাতা প্রদান	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিল প্রাপ্তির পর উহা যাচাই/বাছাই করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপস্থাপন করা হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে বিল দাখিল করা হয়। চেক প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।	১. প্রত্যায়িত অধিকাল ভাতা বিবরণী, ২. সংশ্লিষ্ট মাসের লগবহি যাচাই, ৩. সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ।	বিনামূল্যে	কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ করা হবে।	মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী পরিচালক মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ ই-মেইলঃ hr300367@gmail.com
১১.	অধিকাল ভাতা প্রদান	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিল প্রাপ্তির পর উহা যাচাই/বাছাই করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপস্থাপন করা হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে বিল দাখিল করা হয়। চেক প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।	১. প্রত্যায়িত অধিকাল ভাতা বিবরণী, ২. সংশ্লিষ্ট মাসের লগবহি যাচাই, ৩. সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ।	বিনামূল্যে	কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ করা হবে।	মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী পরিচালক মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ ই-মেইলঃ hr300367@gmail.com
১২.	জ্বালানি ব্যয়, বিদ্যুৎ বিল, পৌরকর, ভূমি উন্নয়ন কর, অফিস ভাড়া ইত্যাদি পরিশোধ	সেবা খাতে বিল প্রাপ্তির পর উহা যাচাই/বাছাই করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপস্থাপন করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে বিল দাখিল এবং চেক প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুকূলে চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হয়।	১. যথাযথ বিল প্রাপ্তি, ২. সুনির্দিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ ।	বিনামূল্যে	বল প্রাপ্তির পর সুনির্দিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধের নিমিত্ত হিসাব রক্ষণ অফিসে বিল দাখিল করা হবে।	মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী পরিচালক মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ ই-মেইলঃ hr300367@gmail.com
১৩.	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, স্থানান্তর ও খাত পরিবর্তন	সমন্বিত টেলিফোন নীতিমালা, ২০০৪ (সময় সময় জারীকৃত সংশোধনীসহ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	১. সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকৌশলী বরাবর আবেদন, ২. সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের ছায়ালিপি।	বিনামূল্যে	কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সর্বোচ্চ ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে।	মরিয়ম বেগম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৯১৩১৬২৩১৭ ই-মেইলঃ aminurrahmanjute@g-mail.com
১৪.	মাঠ পর্যায়ের অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র সম্পাদন	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথে যাচাই করে নথিতে উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাব গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্ধারিত বাড়ি ভাড়ার হার অনুযায়ী সঠিক থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে উহার একপ্রস্থ প্রধান কার্যালয়ে পুনরায় প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চুক্তিপত্র সম্পাদন করে উহার একপ্রস্থ প্রধান কার্যালয়ে পুনরায় প্রেরণ করলে ভাড়া পরিশোধের নিমিত্ত মঞ্জুরী পত্র জারী করা হয়।	১. বাড়ির মালিক কর্তৃক সাদা কাগজে আবেদন, ২. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ, ৩. গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্ধারিত ভাড়ার হার, ৪. ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন।	বিনামূল্যে	কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করা হবে।	

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (পদবি ও টেলিফোন নম্বর)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৫.	লজিস্টিকস দ্রব্যাদি (কম্পিউটার, ক্যালকুলেটর, ইন্টারকম সংযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ, টেলিফোন সেট সংগ্রহ, প্রিন্টার সংগ্রহ, ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ক্যামেরা, দেয়াল ঘড়ি, সাউন্ড সিস্টেম, কলিং বেল, ক্যামেরাসহ সিসি টিভি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, ডিজিটাল উপস্থিতি ব্যবস্থা, ফটোকপিয়ার, ইউপিএস, আইপিএস, এয়ারকুলার, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি) সরবরাহ	কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদন/চাহিদাপত্র প্রাধিকার অনুযায়ী সঠিক আছে কি না তা যাচাইপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে মালামাল সংগ্রহ করা হয়ঃ ১. পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ, ২. সেবামূল্য ২৫,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলে কোটেশন/দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ক্রয় পদ্ধতি, ৩. সেবা মূল্য ৫,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।	১. অনুমোদিত টিওএন্ডই তে অন্তর্ভুক্ত আছে কি না তা যাচাই করা, ২. খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, ৩. আবেদনকারীর প্রাপ্যতা, ৪.সরবরাহকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তকরণ, ৫. বাজারদর যাচাই কমিটি, ৬. দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন, ৭. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন।	বিনামূল্যে	১. কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর মজুদ থাকা সাপেক্ষে চাহিবা মাত্র সরবরাহ করা হবে। ২. মজুদ না থাকলে সরকারী ক্রয় বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য সম্পাদন করে সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করা হবে।	মরিয়ম বেগম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৫৫২০৩৬ মোবাঃ ০১৯১৩১৬২৩১৭ ই-মেইলঃ aminurrahmanjute@gmail.com
১৬.	মনোহরী দ্রব্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ	১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর দ্রব্যাদি মজুদ থাকা সাপেক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করা হয়। ২. দ্রব্যাদি মজুদ না থাকলে ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সংগ্রহপূর্বক তা সরবরাহ করা হয়।	১. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত হওয়া, ২. বার্ষিক চাহিদা পত্র প্রেরণ, ৩. মনোহরী দ্রব্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্ডেন্টিং অফিসার নিয়োগ ও নমুনা স্বাক্ষর সত্যায়িত করা, ৪. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাহিদাপত্র।	বিনামূল্যে	১. কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর মওজুদ থাকা সাপেক্ষে চাহিবা মাত্র সরবরাহ করা হবে। ২. মজুদ না থাকলে বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক দ্রুত ক্রয় করে সরবরাহ করা হবে।	

২.৪) আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবাঃ

২.৪.১ সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় ১০ টিঃ দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়নগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ।

২.৪.২ সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ), পাটপণ্য পরীক্ষাগার ৩ টিঃ ঢাকা পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম পরীক্ষাগার এবং খুলনা পরীক্ষাগার।

২.৪.৩ সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন), আঞ্চলিক পরিদর্শন কার্যালয় ৫ টিঃ চট্টগ্রাম-সীতাকুন্ড জোন, খুলনা-যশোর জোন, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ জোন, নরসিংদী জোন এবং ডেমরা-কাঞ্চন জোন ।

৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুত/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়
১)	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২)	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩)	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৪)	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময় উপস্থিত থাকা
৫)	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা

৪) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (এজঝ)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে সঠিক সামাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	জনাব এস.এম সোহরাব হোসেন (সিনিয়র সহকারী সচিব) উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পাট অধিদপ্তর ফোনঃ ০১৭৪৫-৮২২৭২২	০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে
২)	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	জনাব সুব্রত শিকদার যুগ্মসচিব (বাজেট) ফোনঃ ০২-৯৫৪০২২৬	০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে
৩)	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমাধান দিতে না পারলে	সচিব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নম্বর গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	৯০(নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে

মহাপরিচালক
পাট অধিদপ্তর
ঢাকা।

সংযোজনী-৫

খ) তথ্যের ক্যাটালগ :

১. স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা :

(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশযোগ্য তথ্য)

ক্রমিক	তথ্যের তালিকা	তথ্য প্রদানের মাধ্যম
১।	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ	১. তথ্য প্রদান ইউনিট ২. মুদ্রিত অনুলিপি ৩. নোটিশ বোর্ড ৪. ওয়েব সাইট
২।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	
৩।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম, পদবি ও ফোন নম্বর	
৪।	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন	
৫।	বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত জিও	
৬।	পাট অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ অফিসসমূহের বাজেট, প্রস্তাবিত খরচ ও প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ	
৭।	অর্জিত ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি	
৮।	বিভিন্ন বিষয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ফোন নম্বর	
৯।	সেবার বিষয় ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কিত সিটিজেনস চার্টার	
১০।	বিভিন্ন প্রতিবেদন/প্রকাশনা	
১১।	ইনোভেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি	
১২।	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি	
১৩।	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাবলী	
১৪।	পাট আইন ২০১৭, জাতীয় পাটনীতি ২০১৮, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩, পাট বিধিমালা (লাইসেন্স এন্ড এনফোর্সমেন্ট) ১৯৬৪ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম	
১৫।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম	
১৬।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	
১৭।	টেন্ডার/কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	
১৮।	পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার, রপ্তানি, রপ্তানি আয় ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্যাদি	
১৯।	পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি	
২০।	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এর আওতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	
২১।	পাটজাত পণ্যের মান পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি	
২২।	পাটজাত পণ্যের মান পরীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	
২৩।	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি এবং অন্যান্য তথ্যাদি	
২৪।	আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি এবং ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	
২৫।	তথ্য কমিশন এবং কমিশনারদের নাম, পদবি ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	
২৬।	পাট অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল আবেদন পত্রের একটি অনুলিপি	
২৭।	সরকার/পাট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি(চুক্তি সম্পাদন/কার্যাদেশ সম্পাদনের পর)	
২৮।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি	
২৯।	প্রশিক্ষণ, প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি।	

২. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা :

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>তথ্যের তালিকা</th><th>তথ্য প্রদানের মাধ্যম</th></tr>
<tr><td>১।</td><td>স্ব-প্রণোদিত প্রকাশিত সকল তথ্যাদি</td><td rowspan="4">১. তথ্য প্রদান ইউনিট
২. মুদ্রিত অনুলিপি
৩. ইমেইল</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি(সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর)</td></tr>
<tr><td>৩।</td><td>ব্যক্তি বিশেষের দেশে বিদেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি</td></tr>
<tr><td>৪।</td><td>পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি</td></tr>
</table>

৩. প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের তালিকা :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৭ অনুসারে কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথাঃ -

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ-

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য ;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।

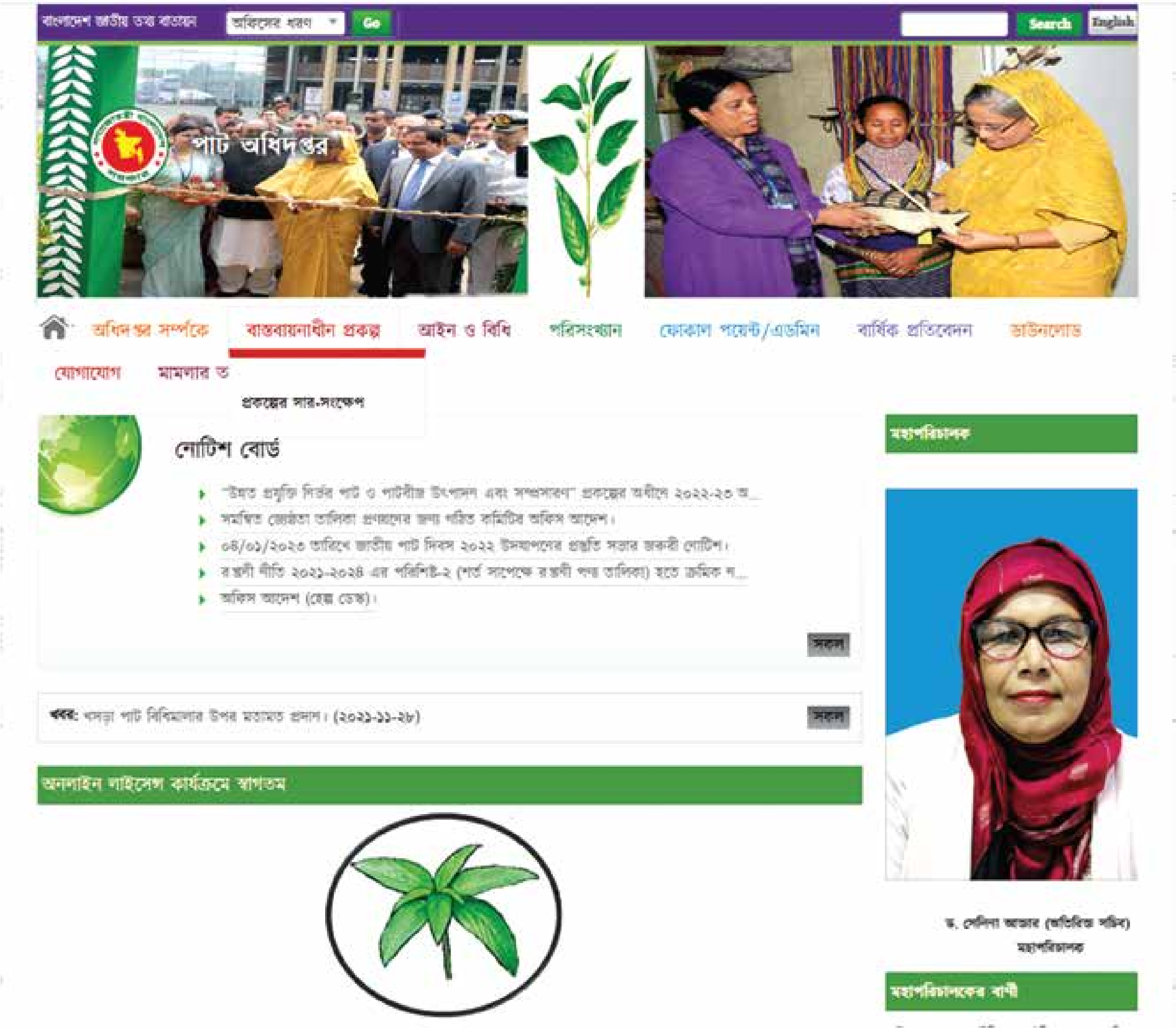

চিত্র: পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgjute.gov.bd)

সংযোজনী-৬

পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন এবং বিদ্যমান পরীক্ষণ সুবিধাদি

১. পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন :

ইউএনডিপি'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দেশের বৃহৎ ০৩ (তিন) টি পাট শিল্প অঞ্চল যথাক্রমে- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১৯৮৩ সালে পাট অধিদপ্তরের অধীনে ৩টি আধুনিক মানের পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়। ইউএনডিপি'র মতে পাটখাতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এ ৩টি পরীক্ষাগারই স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরীক্ষাগার। বর্তমান বিশ্বে পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল পরীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার হলেও এ ৩টি পরীক্ষাগারে স্থাপিত এনালগ পদ্ধতির যন্ত্রপাতির আবেদন বা গ্রহণযোগ্যতা মোটেও কমেনি। আর সে কারণেই দেশের সরকারী ও বেসরকারি পর্যায়ের ছোট-বড় প্রায় ২৪০টি পাটকল তাঁদের উৎপাদিত পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাট অধিদপ্তরের আওতাধীন এ ৩টি পরীক্ষাগারের সহায়তা গ্রহণ করে আসছে।

২. পরীক্ষাগার সমূহের ব্যবহার :

তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগার যথা : (১) চট্টগ্রামে স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, হবিগঞ্জ ও কুমিল্লা এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। (২) ঢাকায় স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। (৩) খুলনায় স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- খুলনা, যশোর, বরিশাল, মাদারীপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ৩টি পরীক্ষাগারে বছরে প্রায় ২৭০০টি পাটপণ্যের নমুনার ভৌত, ব্যবহারিক ও রাসায়নিক মান পরীক্ষণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে সরকারি ও বেসরকারি পাটকল সমূহকে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. পরীক্ষণ সুবিধাদি ঃ

ক) ভৌত ও ব্যবহারিক মান পরীক্ষা ঃ

পাটজাত পণ্য যথা-হেসিয়ান, সেকিং, সিবিসি, কার্পেট, ইয়ার্ন ও টুয়াইন ইত্যাদি পাটজাত পণ্যের ষ্ট্রেংথ, কাউন্ট, ময়েশ্চার, কালার, টুইষ্ট, হেয়ারিনেস, রেগুলারিটি, ব্রাইটনেস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

খ) রাসায়নিক মান পরীক্ষা ঃ

সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত সকল প্রকার পাটজাত পণ্যের অয়েল কন্টেন্ট, জেবি অয়েল এর ভিসকোসিটি, পরোসিটি, পোর পয়েন্ট, ফ্লাশ পয়েন্ট, ইমালশন, সেলাইনিটি এবং কার্বন, ফুট প্রিন্ট, ফিংগার প্রিন্ট, ইত্যাদির উপস্থিতি ও পরিমাণ সংক্রান্ত যাবতীয় রাসায়নিক পরীক্ষা তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

চিত্রঃ পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নরসিংদীর জনতা জুটমিল পরিদর্শন [১৮/০৬/২০২২]

সংযোজনী-৭

ভৌত ও ব্যবহারিক মান পরীক্ষায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও পরিচিতি

ফেব্রিক ষ্ট্রেংথ টেষ্টার (হরাইজোন্টাল)
এ যন্ত্র দ্বারা চট, বস্তা
ইত্যাদি অধিক শক্তি সম্পন্ন পাট
বস্ত্রের শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ফেব্রিক ষ্ট্রেংথ টেষ্টার (ভার্টিক্যাল)
এ যন্ত্র দ্বারা চট, বস্তা ইত্যাদি
অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন পাট
বস্ত্রের শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ইয়ার্ন ষ্ট্রেংথ টেষ্টার
এ যন্ত্র দ্বারা ইয়ার্ন ও
টুয়াইন এর শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ইন্সট্রন টেনসাইল ষ্ট্রেংথ টেষ্টার
এ যন্ত্র দ্বারা ইয়ার্ন, টুয়াইন, চট ও বস্তার
শক্তি পরিমাপ করা হয়।

ময়েশ্চার ড্রাইংওভেন
এ যন্ত্র দ্বারা পাটজাত পণ্যের ময়েশ্চার কনটেন্ট ও
ময়েশ্চার রিগেইন কত ভাগ রয়েছে তা পরিমাপ করে
সঠিক মানের পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়।

কালার ফাষ্টনেস টেষ্টার
এ যন্ত্র দ্বারা পাটের তৈরী রঙ্গিন কার্পেট, চট বা
ইয়ার্নের রং এর স্থায়ীত্ব নিরূপন করা হয়।

বার্ষ্টিং ষ্ট্রেংথ টেষ্টার
পাটের তৈরী বস্তা, ক্যানভাস ইত্যাদি সর্বো"চ কত কেজি ভার গ্রহণের পর ফেটে যায় এ যন্ত্র দ্বারা তা নিরূপন করা হয়।

হট বক্স ওভেন
পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা শেষে বিকার, ফানেল, ক্রুসিবল ইত্যাদি কাঁচের দ্রব্যাদি ডিষ্টিল ওয়াটার দিয়ে পরিস্কার করার পর এ ওভেনের ভিতর রেখে তা শুকানো হয়।

সেণ্ট্রি ফিউজ
এ যন্ত্র দ্বারা জুট বেচিং অয়েল এবং ইমালশনের সঠিকতা নিরুপন করা হয়।

সক্সলেট এক্সট্রাকশন এ্যাপারেটাস
এ যন্ত্র দ্বারা পাটজাত পণ্যে ব্যবহৃত তেলের পরিমাণ নিরুপন করা হয়। এতে এক সংগে ৬টি নমুনা পরীক্ষা করা যায়।

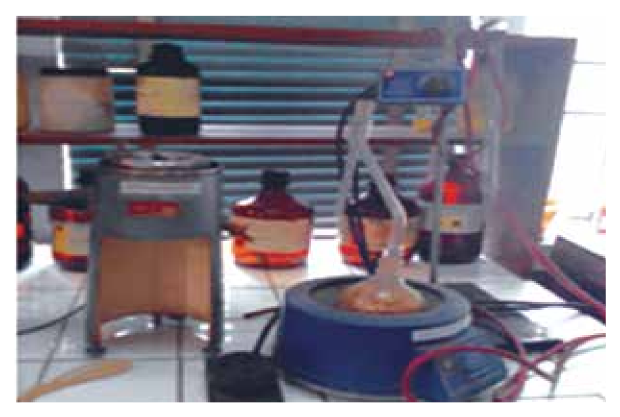

র‌্যাপিড অয়েল এক্সট্রাকশন এ্যাপারেটাস
এ যন্ত্র দ্বারা পাটজাত পণ্যে ব্যবহৃত তেলের পরিমাণ অতি দ্রুত নিরূপন করা হয়।

গবেষণা টেবিল
রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল এবং রিএজেন্ট যা জার্মান এবং ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত।

সংযোজনী-৮

পাট অধিদপ্তরের বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্র: নং	বিষয়	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী
০১.	মুজিব বর্ষ-২০২০	সহকারী পরিচালক (সাধারণ ও স্টোরস) মোবাঃ ০১৯১৩-১৬২৩১৭	সমন্বয় কর্মকর্তা-২ মোবাঃ ০১৯১৩-৯৭৫৮৬৫ fazlulkarim097@gmail.com
০২.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ hr300367@gmail.com	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com
০৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (ঘওঝ)	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাঃ ০১৭২২-১১১৫৪০ m.jaheddu@yahoo.com	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মোবাঃ ০১৭২৪-৯১৬৯৯০ letujute@gmail.com
০৪.	ইনোভেশন/ই-গভার্ন্যান্স	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com	জনাব মো: মাহফুজুর রহমান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোবা: ০১৭৩২০২০৭৮০ apmahfuz2012@gmail.com
০৫.	মামলা	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাঃ ০১৭২২-১১১৫৪০ m.jaheddu@yahoo.com	সমন্বয় কর্মকর্তা-১ মোবাঃ ০১৭১১-৭৮৭৪৯৩ alam.sowgat@gmail.com
০৬.	One Stop Service ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোবাঃ ০১৭১২-৬৬১৮৬ aminulislamjute@gmail.com	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com
০৭.	Audit অডিট	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ hr300367@gmail.com	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোবাঃ ০১৮১৮-১৬৮০৪৭ solaimanjute115@gmail.com
০৮.	E-Filing ই-ফাইলিং (নথি) ব্যবস্থাপনা	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com	জনাব মো: মাহফুজুর রহমান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোবা: ০১৭৩২০২০৭৮০ apmahfuz2012@gmail.com
০৯	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	সহকারী পরিচালক (সাধারণ ও স্টোরস) মোবাঃ ০১৯১৩-১৬২৩১৭	সমন্বয় কর্মকর্তা-২ মোবাঃ ০১৯১৩-৯৭৫৮৬৫ fazlulkarim097@gmail.com
১০	সংসদ বিষয়ক	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাঃ ০১৭২২-১১১৫৪০ m.jaheddu@yahoo.com	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার-১ মোবাঃ ০১৭১১-৪৭৬১২৫ shamimalmamun555@gmail.com
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রতিস্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোবাঃ ০১৭১২-৬৬১৮৬ aminulislamjute@gmail.com	সমন্বয় কর্মকর্তা-১ মোবাঃ ০১৭১১-৭৮৭৪৯৩ alam.sowgat@gmail.com

ক্র: নং	বিষয়	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী
১২	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) মোবা: ০১৭১৫১৭৫৯৭৫ enayetzai@gmail.com	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোবাঃ ০১৭১২৬৬৬১৮৬ aminulislamjute@gmail.com
১৩	আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) মোবা: ০১৭১৫১৭৫৯৭৫ enayetzai@gmail.com	১। সহকারী পরিচালক (পরিসংখ্যান) মোবাঃ ০১৭২২-১১১৫৪০ m.jahed_du@yahoo.com ২। সমন্বয় কর্মকর্তা-১ মোবাঃ ০১৭১১-৭৮৭৪৯৩ alam.sowgat@gmail.com
১৪	EGP System ইজিপি সিস্টেম	সহকারী পরিচালক (সাধারণ ও স্টোরস) মোবাঃ ০১৯১৩-১৬২৩১৭	১। সমন্বয় কর্মকর্তা-২ মোবাঃ ০১৯১৩-৯৭৫৮৬৫ fazlulkarim097@gmail.com ২। মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার-১ মোবাঃ ০১৭১১-৪৭৬১২৫ shamimjute12@gmail.com
১৫	Planning (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ইনপুট প্রদান) ও এসডিজি	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাঃ ০১৭২২-১১১৫৪০ m.jahed_du@yahoo.com	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার-১ মোবাঃ ০১৭১১-৪৭৬১২৫ shamimjute12@gmail.com
১৬	Online Licensing এ টু আই প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সহকারী পরিচালক (লাই: এন্ড এন:) মোবাঃ ০১৭০৯-৭৯০২৮১ azizdu8@gmail.com	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com
১৭	Right to Information তথ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার মোবাইল ০১৭১১৪৭৬১২৫ shamimjute12@gmail.com	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মোবাঃ ০১৭২৪-৯১৬৯৯০ letujute@gmail.com
১৮	অর্থনৈতিক সমীক্ষা	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোবাঃ ০১৭১২-৬৬৬১৮৬ aminulislamjute@gmail.com	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ hr300367@gmail.com ২। সহকারী পরিচালক (লাই: এন্ড এন:) মোবাঃ ০১৭০৯-৭৯০২৮১ azizdu8@gmail.com
১৯	Personal Data sheet	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com	প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোবা: ০১৬১৩৩২২১১২ alal180@yahoo.com
২০	ICT আইসিটি	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com	জনাব মো: মাহফুজুর রহমান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোবা: ০১৭৩২০২০৭৮০ apmahfuz2012@gmail.com
২১	Website- ওয়েবসাইট	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার-১ মোবাঃ ০১৭১১-৪৭৬১২৫ shamimjute12@gmail.com
২২	পাটকল পরিদর্শন ও পাটজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ সংক্রান্ত	সহকারী পরিচালক (লাই: এন্ড এন:) মোবাঃ ০১৭০৯-৭৯০২৮১ azizdu8@gmail.com	জনাব শিরি খানম পাট উন্নয়ন সহকারী মোবা: ০১৬১৫-৬৮৮২৬৯

ক্রঃ নং	বিষয়	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম ও পদবী
২৩	প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজসহ)	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাঃ ০১৭২২-১১১৫৪০ m.jahed_du@yahoo.com	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মোবাঃ ০১৭২৪-৯১৬৯৯০ letujute@gmail.com
২৪	GRS সেবা প্রত্যাশি মানুষের অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি	সহকারী পরিচালক (লাই: এন্ড এন:) মোবাঃ ০১৭০৯-৭৯০২৮১ azizdu8@gmail.com	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার মোবাইল ০১৭১২-৩১০৮২৫ monjur.rubel@gmail.com
২৫	নারী উন্নয়ন	জনাব আকলিমা আহসান পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মোবা: ০১৭১৫০২৪৬৭৩ aklema2016@gmail.com	জনাব আফরোজা পারভীন পাট উন্নয়ন সহকারী মোবা: ০১৭২৬-৯২৫০৭৫ afrozaparvin075@gmail.com
২৬	সিটিজেন চার্টার	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মোবাঃ ০১৭২৪-৯১৬৯৯০ letujute@gmail.com	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোবা: ০১৭২০৫৭৩৪৪৭ raseljute@gmail.com
২৭	বার্ষিক প্রতিবেদন	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার মোবাঃ ০১৭১১-৪৭৬১২৫ shamimjute12@gmail.com	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোবাইল: ০১৮১৮১৬৮০৪৭
২৮	বাজেট	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) মোবা: ০১৭১৫১৭৫৯৭৫ enayetzai@gmail.com	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ hr300367@gmail.com
২৯	সমন্বয় সভা	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার মোবাঃ ০১৭১১-৪৭৬১২৫ shamimjute12@gmail.com	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোবা: ০১৭২০৫৭৩৪৪৭ raseljute@gmail.com
৩০	পরিসংখ্যান	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) মোবাঃ ০১৭১৬-০০৬২৬৯ hr300367@gmail.com	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার মোবাঃ ০১৭১১-৪৭৬১২৫ shamimjute12@gmail.com
৩১	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক আইন ২০১০ বাস্তবায়ন	সমন্বয় কর্মকর্তা-১ মোবাঃ ০১৭১১-৭৮৭৪৯৩ alam.sowgat@gmail.com	জনাব মো: রবিউল আউয়াল অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক মোবা: ০১৭২৪২৫৪৪৭২ robiul.awal.robin@gmail.com
৩২	প্রকল্প	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাঃ ০১৭২২-১১১৫৪০ m.jahed_du@yahoo.com	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন) ডেমরা কাঞ্চন জোন, ডেমরা, ঢাকা মোবাঃ ০১৭১৬২১৮৫৩৪
৩৩	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মপরিকল্পনা	জনাব দীপক কুমার সরকার (যুগ্মসচিব) প্রকল্প পরিচালক মোবা: ০১৭১১৯৮৬৭৫৬	জনাব মো: কামাল উদ্দিন সহকারী প্রকল্প পরিচালক পাট অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবা: ০১৭১৬২১৮৫৩৫

সংযোজনী-৯

পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান অফিসসমূহের বিবরণ ঃ

অফিস	সংখ্যা	অবস্থান
(ক) প্রধান কার্যালয়	০১ টি	করিম চেম্বার ভবন, ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
(খ) আঞ্চলিক অফিসসমূহ ঃ		
(১) সহকারী পরিচালক (পরিক্ষণ) এর কার্যালয়	০৩টি	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা পরিক্ষাগার
(২) সহকারী পরিচালক (পাটপণ্য পরিদর্শন) এর কার্যালয়	০৫টি	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ জোন, ডেমরা-কাঞ্চন জোন, নরসিংদী জোন, চট্টগ্রাম-সীতাকুন্ড জোন এবং খুলনা-যশোর জোন।
(৩) সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয়	১০টি	নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও দিনাজপুর।
(৪) জেলা পর্যায়ে মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয়	৪২টি	নারায়নগঞ্জ (উঃ), নারায়নগঞ্জ (দঃ), ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও দিনাজপুর।
(৫) পরিদর্শক(পাট) এর কার্যালয়	৭৯টি	দেশের পাট উৎপাদন এবং পাট ব্যবসা সমৃদ্ধ ৭৯টি উপজেলায় অবস্থিত

পাট অধিদপ্তরের আওতায় মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয়, মুখ্য পরিদর্শক ও পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয়সমূহের তালিকা ঃ

১। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৫ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০৭ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক (পাট), নারায়নগঞ্জ (দক্ষিণ) এর কার্যালয় (খ) মুখ্য পরিদর্শক, নারায়নগঞ্জ (দক্ষিণ) এর কার্যালয় (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, নারায়নগঞ্জ (উত্তর) এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, ঢাকা এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, নরসিংদী এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৫.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, টাংগাইল এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৬.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, গাজীপুর এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৭.	পরিদর্শক (পাট) সদর, মানিকগঞ্জ এর কার্যালয়, (প্রকল্প অফিসসহ)
৮.	পরিদর্শক (পাট) কালিহাতি, টাংগাইল এর কার্যালয়
৯.	পরিদর্শক(পাট) ঘিওর, মানিকগঞ্জ এর কার্যালয়, (প্রকল্প অফিসসহ)
১০.	পরিদর্শক (পাট) সদর, মুন্সিগঞ্জ এর কার্যালয়
১১.	পরিদর্শক (পাট) রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর কার্যালয়
১২.	পরিদর্শক (পাট), ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী এর কার্যালয়
১৩.	পরিদর্শক (পাট) গোপালপুর, টাংগাইল এর কার্যালয়

২। ময়মনসিংহ অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৩ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০৮ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক ময়মনসিংহ এর কার্যালয় (খ) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, ময়মনসিংহ এর কার্যালয় এবং (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, জামালপুর এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, কিশোরগঞ্জ এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, নেত্রকোনা এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৫.	পরিদর্শক (পাট), গৌরীপুর, ময়মনসিংহ এর কার্যালয়
৬.	পরিদর্শক (পাট), দেয়ানগঞ্জ, জামালপুর এর কার্যালয়
৭.	পরিদর্শক (পাট), সরিষাবাড়ী, জামালপুর এর কার্যালয়
৮.	পরিদর্শক (পাট), সদর, শেরপুর এর কার্যালয়
৯.	পরিদর্শক (পাট), গফরগাঁও, ময়মনসিংহ এর কার্যালয়
১০.	পরিদর্শক (পাট), মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ এর কার্যালয়
১১.	পরিদর্শক (পাট), কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ এর কার্যালয়
১২.	পরিদর্শক (পাট), ভৈরব, কিশোরগঞ্জ এর কার্যালয়

৩। রংপুর অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৪ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০৬ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক রংপুর এর কার্যালয় (খ) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, রংপুর এর কার্যালয় (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, কুড়িগ্রাম এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, গাইবান্ধা এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, লালমনিরহাট এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) লালমনিরহাট এর অফিস (গ) পরিদর্শক (পাট), হাতীবান্ধা এর কার্যালয় সংযুক্ত
৫.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, নীলফামারী এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৬.	পরিদর্শক (পাট), বদরগঞ্জ, রংপুর এর কার্যালয়
৭.	পরিদর্শক (পাট), নলডাংগা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা এর কার্যালয়
৮.	পরিদর্শক (পাট), সৈয়দপুর, নীলফামারী এর কার্যালয়
৯.	পরিদর্শক (পাট), নাগেরশ্বরী, কুড়িগ্রাম এর কার্যালয়
১০.	পরিদর্শক (পাট), মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা এর কার্যালয়
১১.	পরিদর্শক (পাট), চিলমারী, কুড়িগ্রাম এর কার্যালয়

৪। রাজশাহী অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৪ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০৩ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক রাজশাহী এর কার্যালয় (খ) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, রাজশাহী এর কার্যালয় (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, সিরাজগঞ্জ এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, নওগাঁ এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, নাটোর এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৫.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, পাবনা এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৬.	পরিদর্শক (পাট), বেড়া, পাবনা এর কার্যালয়
৭.	পরিদর্শক (পাট), ভাংগুড়া, পাবনা এর কার্যালয়
৮.	পরিদর্শক (পাট), উল্লাপাড়া, পাবনা এর কার্যালয়

৫। যশোর অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৪ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০৪ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক যশোর এর কার্যালয় (খ) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, যশোর এর কার্যালয় (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, মাগুড়া এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, চুয়াডাংগা এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, ঝিনাইদহ এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৫.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, কুষ্টিয়া এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৬.	পরিদর্শক (পাট), সদর, নড়াইল এর কার্যালয়
৭.	(ক) পরিদর্শক (পাট), নাভারন, শার্শা, যশোর এর কার্যালয়
৮.	পরিদর্শক (পাট), ভেড়ামারা, দৌলতপুর, কুস্টিয়া এর কার্যালয়
৯.	পরিদর্শক (পাট), মেহেরপুর
১০.	পরিদর্শক (পাট), কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ

৬। চট্টগ্রাম অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০১ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : নেই

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম এর কার্যালয় (খ) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, চট্টগ্রাম এর কার্যালয় (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর অফিস (গ) পরিদর্শক (পাট), সদর, লক্ষীপুর এর কার্যালয় সংযুক্ত

৭। কুমিল্লা অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০২ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০২ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক কুমিল্লা এর কার্যালয় (খ) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, কুমিল্লা এর কার্যালয় (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, চাঁদপুর এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, বি-বাড়িয়া এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	পরিদর্শক (পাট), গৌড়িপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা এর কার্যালয়
৫.	পরিদর্শক (পাট), হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর এর কার্যালয়

৮। ফরিদপুর অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৪ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০১ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক, সদর, ফরিদপুর এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, ফরিদপুর এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) ফরিদপুর এর অফিস
৩.	পরিদর্শক (পাট), কামারখালী, মধুখালি এর কার্যালয় সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, মাদারীপুর এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৫.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, বরিশাল এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৬.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, গোপালগঞ্জ এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৭.	পরিদর্শক (পাট), সদর, রাজবাড়ী এর কার্যালয়

৯। খুলনা অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৩ টি
- পরিদর্শক (পাট) এর কার্যালয় : ০১ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক, সদর, খুলনা এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, মংলা, খুলনা এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, দৌলতপুর, খুলনা এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, সাতক্ষিরা (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৫.	পরিদর্শক (পাট), কলারোয়া, সাতক্ষিরা এর কার্যালয়

১০। দিনাজপুর অঞ্চল :

- সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয় : ০১ টি
- মুখ্য পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০৪ টি
- পরিদর্শক এর কার্যালয় : ০১ টি

ক্রমিক	অফিসের নাম ও ঠিকানা
১.	(ক) সহকারী পরিচালক দিনাজপুর (খ) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, দিনাজপুর (গ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
২.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, জয়পুরহাট এর কার্যালয় এবং (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৩.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, বগুড়া (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৪.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, ঠাকুরগাঁও (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৫.	(ক) মুখ্য পরিদর্শক, সদর, পঞ্চগড় এর কার্যালয় (খ) পরিদর্শক (পাট) অফিস সংযুক্ত
৬.	(ক) পরিদর্শক (পাট), সোনাতলা, বগুড়া এর কার্যালয়

সংযোজনী-১০

পাটজাত পণ্য উৎপানকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তালিকা

প্রতিষ্ঠান : আনা জুট ক্রাফটস
উদ্যোক্তা : মোঃ মাহাতাব উদ্দিন রানা
ঠিকানা : প্রযত্নে: বি এম মকফর উদ্দিন, কালাই সর্দার চর, কালকিনি, মাদারিপুর
মোবাইল : ০১৭৪১৭৮৯৯০০
ইমেইল : paatpolly2019@gmail.com
পণ্য/সেবা : ব্যাগ, শাড়ি, ড্রেস, হোম ডেকর, অফিস ডেকোরেশন

প্রতিষ্ঠান : আনা ফ্যাশন
উদ্যোক্তা : নার্গিস আহমেদ
ঠিকানা : ডি-৫৯৯-১, পাইনাদি নতুন মহল্লা, চিটাগাং রোড, নারায়নগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯৭৩১৪৭০৩৫
ইমেইল : a.nargis2010@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটের তৈরী শাড়ী, ব্যাগ, হোম ডেকোরেশন, জুট ডাইভেরসিফাইড প্রোডাক্ট

প্রতিষ্ঠান : আর কে এস গ্লোবাল
উদ্যোক্তা : আলী নুর খান
ঠিকানা : ১৪০৪, দক্ষিন দনিয়া, কদমতলী, ঢাকা-১২৩৬
মোবাইল : ০১৯১২০৫৮০৭০
ইমেইল : rksglobal.bd@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটের ব্যাগ, মুড়ি, কালিজিরা চাল, গুড়া মশলা, সরিষার তেল, চা পাতা

প্রতিষ্ঠান : এগ্রে হ্যান্ডিক্রাফট
উদ্যোক্তা : মোঃ আশরাফুল আলম
ঠিকানা : বাড়ী: ৪৭৬ (৩য় তলা), নলভোগ, তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
মোবাইল : ০১৭৩৮০০৯৬৭৩
ইমেইল : agreyhandicraft.bd@gmail.com
পণ্য/সেবা : জুট এ্যান্ড ক্রাফট

প্রতিষ্ঠান : কারুযোগ
উদ্যোক্তা : আফরোজা সুলতানা
ঠিকানা : হাজি আকমল হোসেন রোড, পশ্চিম মজমপুর, কুষ্টিয়া-৭০০০
মোবাইল : ০১৭১২৬১৯১৭৬
ইমেইল : karujog@gmail.com
পণ্য/সেবা : বিভিন্ন প্রকার পাটপণ্য ও ম্যাক্রোমপণ্য

প্রতিষ্ঠান : কে টু ওয়ারস ইন্টারন্যাশনাল
উদ্যোক্তা : ইসরাত জাহান
ঠিকানা : 9/1 staf quarter,kafrul,mirpur-14,dhaka
মোবাইল : 01796390779
ইমেইল : isratjahan7221@gmail.com
পণ্য/সেবা : শপিং ব্যাগ, করপোরেট ব্যাগ, জুটের ট্রলি, ব্লেজার, লেডিস ব্যাগ

প্রতিষ্ঠান : ক্রাফট এন ক্রাফট
উদ্যোক্তা : মোহাম্মদ ওয়াছিউর রহমান
ঠিকানা : ২৭/৫, কাওলার উত্তর পাড়া, দক্ষিনখাঁন, ঢাকা-১২২৯
মোবাইল : ০১৮৬৯৯৭০০৭০
ইমেইল : wasiur.murad@gmail.com
পণ্য/সেবা : বিভিন্ন পাটের ব্যাগ, ম্যাট, শো-পিচ, ঝুড়ি, দোলনা, চাবির রিং ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠান : ক্রিয়েটিভ জুট টেক্সটাইল প্রডাক্ট
উদ্যোক্তা : অজিত কুমার দাস
ঠিকানা : কুকুরমারা, নারায়নপুর, রায়পুরা, নরসিংদী
মোবাইল : ০১৭১১৯৭৫৫৬৭
ইমেইল : ajitkumartex@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটের ব্যাগ, জুতা, পাপস্

প্রতিষ্ঠান : গোল্ডেন জুট প্রোডাক্ট
উদ্যোক্তা : হাকিম আলী সরদার
ঠিকানা : ১১৮, দক্ষিণ দরিয়াপুর, সাভার, ঢাকা- ১৩৪০
মোবাইল : ০১৮১৮৫০৫১৭৯
ইমেইল : goldenjutehakim@gmail.com
পণ্য/সেবা : বাস্কেট, ব্যাগ, ম্যাট, সুতা, দড়ি

প্রতিষ্ঠান : গোল্ডেন ফাইবার এশিয়া
উদ্যোক্তা : তৌহিদ হোসেন
ঠিকানা : ভিশন ২০২১ টাওয়ার (১০ম তলা), সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা
মোবাইল : ০১৩০১৩২০৬৮৪
ইমেইল : sales@goldenfiberasia.com
পণ্য/সেবা : পাট ও পাটজাত পণ্য

প্রতিষ্ঠান : জুট ফিউশন এন্ড হেন্ডিক্রাফটস
উদ্যোক্তা : কানিজ সুলতানা
ঠিকানা : বাড়ী: ২১, রোড: ২৮ (পুরাতন), ১৫ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১৫৪১৬০৭
ইমেইল : kanizsultana63@yahoo.com
পণ্য/সেবা : পাটের পরিধেয় কাপড়, হোম ডেকোর, এক্সক্লুসিভ ব্যাগস

প্রতিষ্ঠান : জুট ব্যান্ড
উদ্যোক্তা : মোঃ সোহেল রানা
ঠিকানা : ৩২০, বড় মগবাজার রোড, রমনা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১৮৯৩২০২৯
ইমেইল : sohelrana001990@gmail.com
পণ্য/সেবা : জুট ব্যাগ, বাক্সেট, ফাইল, জুট যাবতীয় আইটেম

প্রতিষ্ঠান : জুটেক্স
উদ্যোক্তা : আবু আহমদ আখতারুজ্জামান
ঠিকানা : ৫/৩ এফজি, মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১২৬৫২১৭
ইমেইল : abutushar33@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য

প্রতিষ্ঠান : ট্রিম ট্যাক্স বাংলাদেশ
উদ্যোক্তা : সাহিদা পারভীন
ঠিকানা : বাড়ি: খ-১১, দক্ষিণ বাড্ডা বাজার, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৭৩০৩১৩০৮৩
ইমেইল : trimtexbangladesh@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাট ও চামড়াজাত পন্য

প্রতিষ্ঠান : তুলিকা
উদ্যোক্তা : ইসরাত জাহান চৌধুরী
ঠিকানা : ২০৫/৪, রোড: ৮, ব্লক: সি নিকেতন, গুলশান, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৭৭৬৫৪১১৪
ইমেইল : esrat.jahan.chowdhury@gmail.com
পণ্য/সেবা : হোম ডেকোর, ব্যাগ, পাটের অন্যান্য পণ্য

প্রতিষ্ঠান : নির্বান জুট
উদ্যোক্তা : মোঃ তানভীর ইসলাম সাদ
ঠিকানা : ১২/১২, শেখেরটেক, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৮৮৮৪৮২৩৬
ইমেইল : nirbaanjute@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাট ও পাটজাত পণ্য

প্রতিষ্ঠান : প্রকৃতি হ্যান্ডি ক্রাফট
উদ্যোক্তা : লিপি আক্তার
ঠিকানা : ৩৬৯/১, আহাম্মদ নগর, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১২১৮৮৫২৬
ইমেইল : lipiakter526@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য

প্রতিষ্ঠান : ফাইন ফেয়ার ক্রাফট
উদ্যোক্তা : মোছাঃ শাহানা বেগম
ঠিকানা : ক-১৪, ব্যাপারী হার্ডওয়্যার (৫ম তলা), গুলশান, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৭৯৪৬২৭২৬১
ইমেইল : finefaircraft14@gmail.com
পণ্য/সেবা : লাঞ্চ ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, টিস্যু বক্স, বোতল ব্যাগ, ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠান : বিজেক্স কর্পোরেসন
উদ্যোক্তা : সাব্বীর হোসেন
ঠিকানা : ৫০/এফ, নিউ পল্টন, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮২২৮৮৯৮৬৯
ইমেইল : bizexcorporation@gmail.com
পণ্য/সেবা : কার্পেট দড়ি কুশিকাটা ফেব্রিক্স

প্রতিষ্ঠান : বৃন্তা জুট হ্যান্ডিক্রাফট
উদ্যোক্তা : স্মিতা চৌধুরী গং
ঠিকানা : বাড়ী: ৪৪/৪৫, রোড: ০৭, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১২৮০১৫০০
ইমেইল : brintajute@yahoo.com
পণ্য/সেবা : পাট ও চামড়াজাত পণ্য

প্রতিষ্ঠান : বেঙ্গল ব্রেইড রাগস লিমিটেড
উদ্যোক্তা : শাহেদুল ইসলাম চেয়ারম্যান
ঠিকানা : বাড়ী: ১৫, রোড: ১২, ব্লক: এফ, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১৫২৪৯০৫
ইমেইল : bbrl@dhaka.net
পণ্য/সেবা : জুত ব্যাগ,টেবিল টপ, বাক্সেট, ব্যাগ

প্রতিষ্ঠান : মনি জুট গুডস এন্ড হ্যান্ডিক্রাফটস ইন্ডাস্ট্রিজ
উদ্যোক্তা : হাছিনা আক্তার মনি
ঠিকানা : ২/৪৯, ষ্টাফ কোয়ার্টার, আমুলিয়া রোড, ডেমরা , ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১৩৭০৬১৯
ইমেইল : monyjute@gmail.com
পণ্য/সেবা : জুট শপিং ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, হোম ডেকর, কিচেন এক্সেসরিজ

প্রতিষ্ঠান : মিজান হ্যান্ডিক্রাফটস
উদ্যোক্তা : মোঃ মিজানুর রহমান
ঠিকানা : ৫১, মিয়াপাড়া মেইন রোড, মিয়াপাড়া, খুলনা-৯০০০
মোবাইল : ০১৯১৬২৬০৮৫৭
ইমেইল : mizanhandicrafts@gmail.com
পণ্য/সেবা : রানার সেট, ব্যাগ, দোলনা প্রভৃতি পাট জাতীয় পণ্য, হ্যান্ডিক্রাফটস ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠান : মীনা বাংলাদেশ
উদ্যোক্তা : রুবামা ইফফাত আমেনা
ঠিকানা : বি-১৩, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৬৬৫৯৮৮৭৬
ইমেইল : rubama.iffat@yahoo.com
পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য

প্রতিষ্ঠান : মেসার্স আমলী এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট
উদ্যোক্তা : মোঃ আলী জাকির
ঠিকানা : বসতি কন্ডোমিনিয়াম, বাড়ী: ১৫, রোড: ১৭, বনানী, ঢাকা-১২১৩
মোবাইল : ০১৬১০০০৩৮৩৮
ইমেইল : mdalizakir@gmail.com
পণ্য/সেবা : ফোল্ডার, স্পোর্টস ব্যাগ, টেবিল ম্যাট, স্কুল ব্যাগ, ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠান : মেসার্স রাহুল এন্টারপ্রাইজ
উদ্যোক্তা : রবি দাস ফলিয়া
ঠিকানা : ৪৩/৫, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১২০১৬০৬৫
ইমেইল : rahulrjph@yahoo.com
পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য

প্রতিষ্ঠান : মেসার্স শাওদা ইন্টারন্যাশনাল
উদ্যোক্তা : জাকিয়া আহমদ এবং হোসনেআরা রহমান
ঠিকানা : ৩৩২/১, পশ্চিম ধানমন্ডি, শংকর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৬৬৬৬৪৯৭৬/ ০১৭৭৬৪৪৪৯৩৫
ইমেইল : shawdainternationalbd@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য সামগ্রি

প্রতিষ্ঠান : রাইজেল এন্টারপ্রাইজ
উদ্যোক্তা : রিফাত সুলতানা
ঠিকানা : বাড়ী: ৪(১), বড় মগবাজার, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১১৯৪৮৯৮৩
ইমেইল : rigelatlt@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, মাস্ক, হেয়ার ব্যান্ড

প্রতিষ্ঠান : রাহেলা জুট ক্রাফট
উদ্যোক্তা : শামীম আরা দীপা
ঠিকানা : ১৮১/বি, তেজকুনীপাড়া, তেজগাও, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২৬০২০৬০৬
ইমেইল : shamimaradipa@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটের তৈরী পাটি ব্যাগ, জামা, পাঞ্জাবী, শাড়ী, অফিস ব্যাগ, ষ্টেসনারি

প্রতিষ্ঠান : লিডিং ষ্টাইল
উদ্যোক্তা : ফজিলাতুন নেছা
ঠিকানা : বাড়ী: ১৯, রোড: ১, মডার্ণ মোড়, ক্যাডেট কলেজ, রংপুর
মোবাইল : ০১৭১৬৫১১৫৫২
ইমেইল : aislamansari@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য, ব্যাগ, ফ্লোর ম্যাট ও গার্মেন্টস পণ্য

প্রতিষ্ঠান : শতরঞ্জী পল্লী, রংপুর লি:
উদ্যোক্তা : মনিরা বেগম
ঠিকানা : ২১৩/৪, শাপলা হাউজিং, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৫৫৫৭৪৫৫৫
ইমেইল : satranjeepallirangpurltd@gmail.com
পণ্য/সেবা : শতরঞ্জি ফ্লোর ম্যাট, টেবিল ম্যাট, জুট ম্যাট, ব্যাগ

প্রতিষ্ঠান : সিনটিলা
উদ্যোক্তা : মীর আশরাফ আলী
ঠিকানা : ১৩২৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
মোবাইল : ০১৮১৯২৬৮৯৭৭
ইমেইল : greenlivesbags@gmail.com
পণ্য/সেবা : পাট এবং কটন ব্যাগ, প্লেসমেন্ট, রানার, ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠান : হাবিবা হ্যান্ডি ক্রাফটস
উদ্যোক্তা : উম্মে হাবিবা নাজিরা
ঠিকানা : নিসরেতগঞ্জ, শতরঞ্জিপাড়া, রংপুর
মোবাইল : ০১৭৪০৪৮৪২১৭
ইমেইল : habiba7822@gmail.com
পণ্য/সেবা : শতরঞ্জি, পাপস, ওয়াল ম্যাট ও পাট পণ্য

প্রতিষ্ঠান : হেরিটেজ ইকো প্রডাক্টস
উদ্যোক্তা : মোঃ মখলেছুর রহমান
ঠিকানা : ৭৪/৪, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯১১৯৯৮২১০
ইমেইল : mohon.ze@gmail.com
পণ্য/সেবা : বহুমুখী পাট পণ্য

প্রতিষ্ঠান : জারমাটিজ
উদ্যোক্তা : ইসমাত জেরিন খান
ঠিকানা : পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স টাওয়ার (১৩তলা) বাংলামটর, ঢাকা। দোকান ২/২, ইষ্টার্ন প্লাজা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭২৫২০৮৮৮৫
ইমেইল : jerin2224@gmail.com
পণ্য/সেবা : বহুমুখী পাট পণ্য

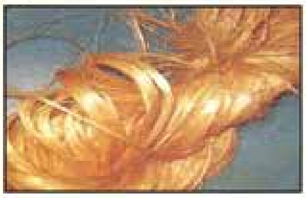
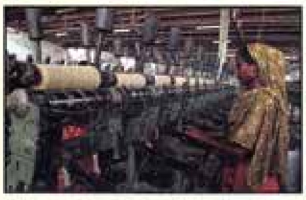

"সোনালী আঁশের সোনার দেশ পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ"

- পরিবেশ-বান্ধব ফসল হিসেবে সোনালী আঁশ পাটের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। সময়মত উন্নত জাতের পাট ও পাটবীজ চাষ করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করুন।
- উন্নতমানের পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে পাটচাষীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার পাটচাষীদের কল্যাণার্থে ৫ বছর মেয়াদী 'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রযুক্তিগত সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।
- দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করুন।
- পরিবেশ রক্ষা ও পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে **'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'** এর অধীন তফসিলভুক্ত ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড-এ ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইন অমান্যকারীর শাস্তি-অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।
- জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে দেশব্যাপী নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪,৫৫৬ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এবং ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
- আইনী জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে নির্ধারিত পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিত করুন এবং পরিবেশ রক্ষা ও পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণে অবদান রাখুন।
- **'পাট আইন, ২০১৭'** মোতাবেক পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পাট অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স গ্রহণ ও তা সময়মত নবায়ন করা বাধ্যতামূলক।
- প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন না করলে নবায়ন ফি'র সমপরিমান অতিরিক্ত অর্থ জরিমানার বিধান রয়েছে।
- লাইসেন্সবিহীন পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা পরিচালনা আইনত: দণ্ডনীয়। এ আইন অমান্য করার শাস্তি অনধিক ৩ বছর কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড। সময়মত পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করুন।

"বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারেই দেশের সমৃদ্ধি"

পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
www.dgjute.gov.bd

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিবিধানের আলোকে পাট অধিদপ্তর ও পাট সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ: পাট অধিদপ্তর, ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। **www.dgjute.gov.bd**

পাট অধিদপ্তর

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৯৯, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০।
Tel: 02-223381546, E-mail: dgjute@gmail.com, website: www.dgjute.gov.bd

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে পাট সংশ্লিষ্ট যেকোন ধরনের তথ্যের জন্য
পাট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।